কুমুদরঞ্জন মল্লিকের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—সাড়ে পাঁচ টাকা—

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—শ্রীঅখিল গাঙ্গুলী

মুদ্রণ—ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

১৩৫৩ সাল

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীভানু রায় কর্তৃক প্রকাশিত

ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৩৭।বি, বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা-৯ হইতে

শ্রীপ্রদোষকুমার পাল কর্তৃক মুদ্রিত



পরিচায়িকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে আমি যখন দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় ঢাকা গিয়াছিলাম—তখন কবিবর মোহিতলাল আমাকে বলেন—"দেখুন, যদি কোনো কবির দেশব্যাপী খ্যাতি হয়,—তা হ'লে বুঝতে হবে তাঁর লেখার মধ্যে এমন কিছু আছে, যা দেশের মর্মস্পর্শ করেছে। কুমুদরঞ্জনের কবিতা সম্বন্ধে আমি এতকাল উদাসীন ছিলাম—তাঁর বইগুলো প'ড়ে আমাকে দেখতে হবে, কি জন্য দেশে তাঁর এত খ্যাতি। নিশ্চয়ই তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে এমন রসবস্তু আছে যা আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে।"

সাত-আট বৎসর পরে কলিকাতায় তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে তিনি বলিলেন—"বাংলার মাটি জল, বাংলার হৃদয়ধর্ম, বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে যদি এ-দেশের কোনো কবির কাব্যের গভীর সংযোগ না থাকে, তবে তিনি বিশ্বকবি হ'তে পারেন,—বাঙালীর কবি ন'ন। কুমুদরঞ্জন বাংলার আসল কবি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের মানসশিষ্যের মুখে আমি এই উক্তিই প্রত্যাশা করিয়াছিলাম।

যাহাই হউক, কুমুদরঞ্জন বিশ্বকবি নহেন, বাংলারই আসল কবি। বাঙালীদের জন্যই তিনি কবিতা লিখিয়াছেন।

যে জন্য কুমুদরঞ্জন মোহিতলালের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন—ঠিক সেই জন্যই কুমুদরঞ্জন বাঙালীর মর্মও গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছেন, আবার ঠিক সেই জন্যই একশ্রেণীর অর্বাচীন পাঠকদের কাছে কুমুদরঞ্জনের কবিতার যথাযোগ্য মর্যাদা নাই। এই বিমানের যুগে বিশ্ব যাঁহাদের হস্তামলক, বিশ্বসাহিত্য যাঁহাদের নখদর্পণে, কিন্তু যাঁহারা দেহে বাঙালী হইলেও মনে বাঙালী নহেন—

---

* কবি কুমুদরঞ্জন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলায় অজয়তীরে কোগ্রামে (প্রাচীন উজানি) বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃপুরুষগণের নিবাস ছিল শ্রীখণ্ড। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পাশ করিয়া তিনি স্বগ্রামের নিকটবর্তী মাথরুন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। ঐ বিদ্যালয়ই তাঁহার একমাত্র কর্মক্ষেত্র। বহুবর্ষ ধরিয়া প্রধান শিক্ষকের কাজে ব্রতী থাকিয়া ঐ বিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এখন তিনি স্বগ্রামেই বাস করিতেছেন। তাঁহার রচিত কবিতা-গ্রন্থ—শতদল, বনতুলসী, উজানি, একতারা, অজয়, বনমল্লিকা, বীথি, নূপুর, তূণীর, রজনীগন্ধা ও স্বর্ণসন্ধ্যা। ১৯৫৫-এ কবি 'পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস'-মাধ্যমে দেশবাসী কর্তৃক সংবর্ধিত হইয়াছেন।

তাঁহারা বাংলার যাহা কিছু নিজস্ব সেই সমস্তকেই অকিঞ্চিৎকর মনে করেন। অবিমিশ্র বাঙালীমনের সৃষ্টি কুমুদরঞ্জনের কবিতার আদর তাঁহাদের কাছে প্রত্যাশা করা ভুল। তাহা ছাড়া, যাহারা সত্যই ঘুমাইয়া আছে, তাহাদের জাগানো সহজ। কিন্তু যাহারা ঘুমের ভান করিয়া শুইয়া থাকে—তাহাদের জাগানো সহজ নয়। এই প্রকৃতির পাঠকদের কাছে আমার বক্তব্য কিছুই নাই।

কুমুদরঞ্জনের কবিতার উপাদান, উপজীব্য—সম্পূর্ণভাবে বাংলার মাটি, জল, আকাশ, বাতাস, তরুলতা এবং খাঁটি বাঙালীর ভাবনা-ধারণা ও সংস্কৃতি হইতে আহৃত।

উপাদান-উপকরণ গৌণ, সাহিত্যসৃষ্টিতে রসই মুখ্য। এই রসসৃষ্টির মূলে আছে প্রেম। এ প্রেম যাহার প্রতিই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। বিতৃষ্ণা বা বিদ্বেষে কোনো কাব্য হয় না—ঔদাসীন্যেও কোনো কাব্য হয় না। প্রেমই কাব্যের প্রাণস্বরূপ। ইহাকে সহৃদয়তা, হৃদয়াবেগ, দরদ ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করা হয়। এই প্রেম যত গভীর, যত অকৈতব, যত আন্তরিক হইবে—কবিতাও তত উৎকৃষ্ট হইবে।

কুমুদরঞ্জনের কাব্যসৃষ্টির মূলে আছে—জন্মভূমির প্রতি, বাংলার প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও মানুষের প্রতি গভীর প্রেম। এই প্রেম কখনও পুরাতন হয় না। ইহা নব নবায়মান। তাই আশীর কোটায় আসিয়াও কবির বাঁশী নীরব হয় নাই। কবি তাঁহার প্রেমের পরিসরের বাহিরে কাব্যের উপাদান-বৈচিত্র্যের সন্ধান করেন নাই,—ঐ প্রেমের ইষ্টধনের মধ্যেই অফুরন্ত বৈচিত্র্য তিনি লাভ করিয়াছেন। প্রতি প্রভাতে তিনি তাঁহার জন্মভূমিকে নূতন করিয়া অপূর্বরূপে লাভ করিয়াছেন। তাই তাঁহার জন্মভূমির কথা ফুরাইয়াও ফুরায় নাই, তাহার মধ্যে তিনি অশেষের সন্ধান পাইয়াছেন। কবির প্রাণের কথা আমি নিজের ভাষাতেই বলি—

যারে ভালবাসি তাহার কথা কি ফুরাতে চায় ?
চির পুরাতন, হ'য়ে হারাধন ফিরে মাতায়।
সে যে নিতি তাজা সে যে নিতি নব নবায়মান,
চির বিচিত্র, হয় কি তাহার লীলাবসান ?
নূতন করিয়া তোলে নিতি তারে প্রভাতরবি;
প্রহরে প্রহরে নূতন করিয়া তাহারে লভি।

কত না তাহার রূপ-বিভঙ্গ রচিনু গানে,
অনাবিষ্কৃত কত আছে আজো কেই বা জানে ?
তাহার সীমার মাঝে অসীমার আভাস পাই,
তার পরিচয় তার কথা অফুরন্ত তাই।

কুমুদরঞ্জনের কবিতার রস উপভোগ করিতে হইলে তাঁহার কবিমানসটিকে আগে বুঝিতে হইবে।

কুমুদরঞ্জনের কবিমানসটি প্রেমাতুর সাধকের মানসের মতো রসগদ্গদ। এইরূপ কবিমানস ছিল কবিবর দেবেন্দ্রনাথের, আর কতকটা ছিল সারদামঙ্গলের কবির। কুমুদরঞ্জন তাঁহাদেরই ধারার কবি। এই মানস কবিতারচনাকালে সম্পূর্ণ রসাবিষ্ট, অন্য সময়ে এই মানস অজ্ঞাতসারে রচনার উপাদান-সংগ্রহে রত। দিনের বেলায় ঘুম ভাঙার পরে শিশুর চোখে যেমন বহুক্ষণ ঘুমের আবেশ থাকিয়া যায়, তেমনি কাব্যসৃজনকালের রসতন্ময়তা অপগত হইলেও কবির চোখে রসের আবেশ থাকিয়া যায়। সেই রসাবিষ্ট দৃষ্টিতে তিনি সব সময়ই সৃষ্টিকে দেখেন। সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই মানসিক আবিষ্টতার নিরবচ্ছিন্নতা বিদ্যমান। সেইজন্য কবি সব সময়ই কেমন যেন উদাসী। Wordsworth ও Burnsএর মতো কুমুদরঞ্জন ইনস্‌পিরেশন্ ছাড়া লিখিতে পারেন না—এই ইনস্‌পিরেশন্ তাঁহার কবি-মানসে মুহুর্মুহু আবির্ভূত হয়, তাই তাঁহার রচনার এত প্রাচুর্য।

কবিমানসের মতো কবিমানুষেরও পরিচয় জানা দরকার। এই মানুষটি আকৈশোর কবিতা রচনা করিতেছেন—কিছু মান যশের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র লোভ নাই। লেখা শেষ হইলেই যেন তাঁহার কর্তব্য শেষ হইয়া যায়। তারপর তাহা নকল করিয়া নির্বিচারে যে কোনো পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দেন। ভালোমন্দ বিচার করেন না, যত্ন করিয়া নকলও করেন না, সেজন্য ছাপায় ভুল হয়। এমন ভুল হয়—যাহাতে কবিতার রসের হানি হয়, তবু তাহাতেও কবির ভ্রূক্ষেপ নাই, রাগ নাই, ক্ষোভ নাই। আবেগের তাড়নায় যাহা কলমে আসিল তাহাই থাকিয়া গেল, দ্বিতীয় বার সংস্কার বা মাজাঘষা একেবারেই করেন না। যৌবনকালে নিজের খরচে কয়েকখানি কবিতাগ্রন্থ ছাপিয়াছিলেন—তারপর আর বই ছাপিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো দিন লেখনীকে অবকাশ দেন নাই। তাঁহার কাব্যগ্রন্থাবলীর একটি কপিও তাঁহার কাছে নাই, যাহা ছিল মোহিতলালকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

কুমদরঞ্জনের কবিতারচনা দেবার্চনার মতো। নানা বন্যফুল দিয়া তিনি পূজা করেন ইষ্টদেবতাকে—তারপরে সেই পুষ্পগুলির প্রতি আর তাঁহার মমতা থাকে না—সেগুলিকে ভাসাইয়া দেন কালের অজয় স্রোতে। কোথায় কে সেই প্রসাদী কুসুম তুলিয়া লইয়া শিরে ধারণ করিল তিনি তাহার সন্ধানও রাখেন না।

জন্মভূমির প্রতি প্রেম তাঁহার এতই গভীর যে, সে প্রেমকে অবুঝ বালকের অন্ধ মমতা বলা যাইতে পারে। বার বার অজয় তাঁহার ভদ্রাসনকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, তবু সেই অজয়তীর তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না। বিগত বন্যায় অজয় তাঁহার ঘরবাড়ি সব নিশ্চিহ্ন করিয়া ভাসাইয়া গলাইয়া তলাইয়া দিল—তিনি তাঁহার ভিটায় তাঁবুতে বাস করিতে লাগিলেন—তবু পুত্রপরিজনদের আবেদন-নিবেদনেও অজয়তীর ছাড়িয়া গেলেন না।

কুমুদরঞ্জনের রসসৃষ্টির কথা বলিতে হইলে তাঁহার রসদৃষ্টির কথাও বলিতে হয়। কুমুদরঞ্জন যেন তৃতীয়-নেত্র লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রের দৃষ্টি দিয়া তিনি সৃষ্টিকে দেখেন, তাই সৃষ্টির সকল অঙ্গে অসামান্যতা ও অপূর্ব সৌন্দর্য দেখিতে পান। যে সকল তুচ্ছ বস্তুতে আমরা কোনো সৌন্দর্য বা মাধুর্য পাই না, কবি তাহাতে যেন তাহাই খুঁজিয়া পান। তাঁহার আরাধ্য কবি Wordsworth-এর ভাষায় তিনিই বলিতে পারেন—

To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears.

যত অবজ্ঞাত রক্তমাংসে তাজা মানুষ, যত নগণ্য জীবজন্তু বৃক্ষলতা সবই তাঁহার রচনায় গৌরবাসন লাভ করিয়াছে। বড় বড় সুখদুঃখের কথা অনেকেই লিখিয়াছেন—কিন্তু ছোট ছোট সুখদুঃখ তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। কবি কিন্তু তুচ্ছ, ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকরেরই দরদী। তুচ্ছ ক্ষুদ্র যাহা কিছু তাহাই তাঁহাকে ভাবাকুল করিয়া তোলে। কবিগুরু লিখিয়াছিলেন—

বহুদিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি' বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হ'তে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু।

এই শিশিরবিন্দুটি যিনি প্রতি প্রভাতে দুয়ার খুলিয়াই দেখিতে পান—তিনি এই কুমুদরঞ্জন। এইখানেই কবিদৃষ্টির মৌলিকতা।

কুমুদরঞ্জন সচেতন শিল্পী কবি নহেন, তাঁহার রসসৃষ্টির মূলে কোনো কষ্টকল্পিত কলা-কৌশল নাই। প্রধানত তিনি একটি উদ্দীপন বিভাবের দুর্নিবার তাড়নায় একটি হৃদয়াবেগকে রসমূর্তি দেন—কোনো কলাকৌশলের সহায়তার জন্য প্রতীক্ষা করেন না। ঐ হৃদয়াবেগই কতকগুলি উৎপ্রেক্ষা, উপমা, নিদর্শনার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এইগুলি সম্পূর্ণ মৌলিক ও স্বচ্ছন্দাগত, এইগুলির একটিও উচ্ছিষ্ট নয়। ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত গভীর পরিচয়ই ভারতের পুরাণ, প্রাচীন কাব্য, ইতিহাস হইতে তাঁহার লেখনীর মুখে এইগুলি যোগাইয়া দেয়।

অনেক সময় রজনীগন্ধা গাছের দীর্ঘ দণ্ডের শীর্ষে দুইটি ফুলের মতো কবিতার শেষ দুইটি চরণের উৎপ্রেক্ষা, সূক্তি বা আভাণক কবিতাকে সার্থক করিয়া তোলে।

এইগুলিকে ঠিক organic growth-এর কবিতা বলা যায় না। এইগুলি হইল একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর কবিতা। অন্য নানা শ্রেণীর কবিতা আছে—যে সকল কবিতায় কবি কোনো হৃদয়াবেগ কিংবা কোনো ভাব বা ভাবপরম্পরাকে ক্রমোন্মেষ দান করিয়াছেন—সেগুলিতে organic growth বেশ সুস্পষ্ট। অনেক সময় কবি তালিকাকেই মালিকায় পরিণত করিয়াছেন। কবি হৃদয়াবেগের তাড়নাতেই প্রধানত কবিতা রচনা করেন,—কোনো ভাবকে বহু দিন ধরিয়া লালন করেন না, সেজন্য কোনো কোনো কবিতাকে সুপরিণত সৃষ্টি বলিয়া মনে হয় না।

চেষ্টা করিয়া কলাকৌশলসৃষ্টির প্রয়োগ না করিলেও কবির রচনায় অলঙ্কারের প্রাচুর্য দেখা যায়—অথচ একটিও গতানুগতিক নয় একথা পূর্বেই বলিয়াছি। আর একটি কথা—এইগুলি এমনভাবে রচনার ভাষার সঙ্গে সমন্বয় লাভ করে যে মনে হয় না—এইগুলিতে বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা আছে। এইগুলি মাধবীলতায় ফুলের মতো স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়া উঠে।

উৎপ্রেক্ষা, উদ্ঘাত (allusiveness) ইত্যাদি ছাড়া শ্লেষ, ব্যঞ্জনা, বক্রোক্তি ইত্যাদিও কবির রচনায় প্রচুর। 'গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড'-এর মতো অনেক রচনায় একটা কৌতুকরসের ধারাও চলিতে থাকে।

এই যুগের বিচারে কুমুদরঞ্জনের একটি অপরাধ—তিনি ভক্তকবি। ভক্তি বস্তুটি এযুগে উপহাস্য। ভক্তি যে প্রেমেরই একটি রূপ, প্রেম যে পুষ্প, আর ভক্তি যে তাহার ফল, একথা অনেকে ভুলিয়া যান। এই প্রেম কেবল তাঁহার অভীষ্টদেবের

প্রতি নয়—যাহা কিছু মহৎ, সৎ, পবিত্র, সুন্দর ও অপূর্ব কবির প্রেম তাহারই প্রতি। দেশে দেশে যুগে যুগে—শত শত কবি ভগবানের প্রতি ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন, কবি তাঁহাদেরই দলের একজন। ইহাতে যদি তাঁহার অপরাধ হইয়া থাকে, তবে তাহা হউক। রসবিমুখ পাঠকমহাশয়দের চেয়ে ভগবান ঢের বড়।

গভীর ভক্তি যে কবিতায় রূপ লাভ করিয়াছে, অন্যে তাহার অনাদর করিতে পারে, দেবী সরস্বতী তাহাকে বক্ষে ধারণ করিবেন।

কবির চোখে এই সৃষ্টি আজিও পুরাতন হয় নাই। সে জন্য কবি আজিও প্রকৃতির পানে চাহিয়া—

যাহা ছিল চির পুরাতন
তারে পা'ন যেন হারাধন।

কাজেই বিস্ময়ের আবেশ আজও তাঁহার ফুরায় নাই। ফলে, তাঁহার অনেক কবিতা অদ্ভুতরসের। আর কারুণ্যরসের ফল্গুধারা বহু রচনার মধ্য দিয়া প্রবাহিত, 'প্রত্যাবর্ত্তন'-এর মতো কবিতায় তাহা উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে।

বাউল বৈরাগীদের অঞ্চলের মানুষ, সাধক কবি লোচন দাসের পাটের প্রহরী —এই কবির রচনায় বৈরাগ্যের সহজিয়া সুর ধ্বনিত। কবির সঙ্গীতের সঙ্গে বেণু বীণা ঢাক ঢোল বাজে নাই—বাজিয়াছে গোপীযন্ত্র আর গাবগুবাগুব।

কবির স্বদেশপ্রেম ও ইষ্টদেবতার প্রতি ভক্তি সম্মিলিত হইয়াছে সোমনাথ প্রসঙ্গে লিখিত শতাধিক কবিতায়। সেগুলির তিন চারটির বেশি বর্তমান সঙ্কলনে গ্রহণ করার সুযোগ হয় নাই।

কবির রচনাভঙ্গী এত অনুদ্ধত, সুকুমার, শান্তশুচি, স্নিগ্ধ ও কমনীয় যে এই যুগের দ্রুতচারী আত্মাভিমানী উদাসীন পাঠকের চোখে পড়িবার কথা নয়। কবি তো কোথাও আস্ফালন বা আড়ম্বর করিয়া শ্রোতাদের আহ্বান করেন নাই। চোখে আঙুল দিয়া কাহাকেও কিছু দেখানো বা আঙুলের খোঁচা দিয়া কাহাকেও চেতাইয়া কিছু শোনানোর অভ্যাস এ কবির নাই।

ইদানীং কাব্যবিচারে ইতিহাস-সচেতনতা ও সমাজ-সচেতনতা এই কথা দুইটির খুব প্রয়োগ দেখি। ইতিহাস বলিতে শুধু স্বদেশ-বিদেশের পুরাবৃত্ত বুঝায় না, পুরাণও ইতিহাস, নিজের গ্রামের ইতিহাস, নিজের বংশকুলের ইতিহাস, জাতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসকেও বুঝায়। সে হিসাবে সোমনাথের কবির রচনায় ইতিহাস-সচেতনতা প্রচুর। আর, সমাজ বলিতে কেবল তো ইঙ্গবঙ্গ সমাজ,

নগরের সৌখীন সমাজ, চা-কফির টেবিলের বা কলেজের লেকচারারদের বিশ্রাম-কক্ষের টেবিলের চারিপাশের সমাজ, শ্রমিক নেতাদের সমাজ বা কোনো রাজ-নৈতিক সমাজকেই বুঝায় না,—যে সমাজে কবি জন্মগ্রহণ করিয়া পালিত বর্ধিত হইয়া চিরজীবন বাস করিতেছেন—তাহাই কবির পক্ষে আসল সমাজ। সে হিসাবে কবির কাব্যে সমাজ-সচেতনতা খুবই প্রখর। এক সমাজের কবির পক্ষে অন্য সমাজের সচেতনতা থাকাই অস্বাভাবিক।

কবির কোনো পুস্তক দীর্ঘকাল ধরিয়া পুঁথির হাটে পাওয়া যায় না। যে যুগে কয়েকটি গ্রন্থ কবি নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন—সে যুগ আর নাই। দুইটি রুধিরনদী দুই যুগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সে সকল গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ করিয়া লাভ নাই। এই সংকলনগ্রন্থের কবিতাগুলি সেই সকল গ্রন্থ হইতে নির্বাচিত হইল এবং নূতন কবিতাও তাহাতে সংযোজিত হইল। এই গ্রন্থে যতগুলি কবিতা প্রকাশিত হইল তাহার পাঁচগুণ কবিতা মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় থাকিয়া গেল। এই সঙ্কলনের কাজে অধ্যাপক শ্রীমান্ তারাচরণ বসু ও শ্রীমান্ অমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী আমাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

কবির উদ্দেশে রচিত একটি কবিতা দিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করি—

যেথায় কুনুর তীর্থ রচেছে অজয়সঙ্গ লভি'
সেথা আশ্রম রচি' জপ করে এযুগের ঋষি কবি।
তার সুখময় ভবনাশ্রয় করেছে অজয় গ্রাস
তবু তারে আরো ভালবাসে বারো মাস।
অজয়ের কলতানে
সেথা কেঁদুলীর কোমল কান্ত পদাবলী শোনে কানে।
নান্নুরের ঘাটে রামী রজকিনী আজিও কাপড় কাচে,
তালে তালে তার ধ্বনি সে কবির শ্রবণকুহরে নাচে।
বর্ষে বর্ষে বর্ষা বন্যা হানে,
কবির দুয়ারে ভাবের বন্যা প্রেমের বন্যা আনে।
ডাক দিয়ে যায় অনন্ত পানে ফেনিল ঊর্মিকুল
সে ডাক শুনিতে কবির হয় না ভুল।
যবে তরঙ্গ-তুরঙ্গচয় বহি' আনে রাজরথ,
আগুলিয়া তার পথ

শীর্ণ পাণিটি তুলি' ঋষি কবি কয়,
আশ্রমমৃগ বধ করিও না, এ তব বধ্য নয়।

চারিপাশে শ্যাম তরুলতাগুলি রচে শান্তির ছায়া,
কবির নয়নে ঘনাইয়া তোলে বৃন্দাবনের মায়া।
'লোচন' তাহার তৃতীয়-লোচন করিয়াছে বিমোচন,
চণ্ডীর কৃপা করিয়াছে তার চিত্তেরে বিশোচন।
বঙ্গমাতার দরদী হৃদয়খানি।
তাহার জীবনে মূর্ত দেখিয়া পরম ভাগ্য মানি।

রাঢ়ের মাটির ইক্ষুর মতো মধুর লেখনী তার
পেষণে তাহার রস ঝরে অনিবার!
লুপ্ত হয়নি রাঢ়-বঙ্গের সংস্কৃতির ধারা
তাহার হৃদয়-গোপীযন্ত্রে যে পাই যেন তার সাড়া।
মাঠের কুসুম কবিতা তাহার, হাটের পণ্য নয়,
অনধিকারীর বিলাসলীলার ভোগের জন্য নয়।
কবিতা তাহার গোবিন্দজীর তুলসী-বাসিত ভোগ,
ঘুচায় মনের গ্লানি পাপ তাপ রোগ।
কবিতা তাহার নরোত্তমের ঝুলি
তার মাঝে পাই ব্রজ বাসন্ত হোলীর রঙিন ধূলি।
কবিতা তাহার নাটমন্দিরে বাতাসা হরির লুট,
তারি লাগি' পুরা অর্ধ শতক পেতে আছি করপুট।
কবিতা তাহার কুললক্ষ্মীর ঝাঁপি,
শিয়রে রাখি' তা নির্ভয়ে মোরা দুর্যোগ রাতি যাপি।
কবিতা তাহার বাংলা-মায়ের হৃদয়মথিত ননী।
আশীর কোটায় আসিয়াও তার থামেনি বাঁশীর ধ্বনি।
কাল-কালিন্দী-জলে
কবিতা তাহার প্রসাদী কুসুম অসীমে ভাসিয়া চলে।

'সন্ধ্যার কুলায়'

শ্রীকালিদাস রায়

সূচীপত্র

কবিতা	পৃষ্ঠা
আমাদের ভারত	১
ভারত-মহিমা	২
ভারতের দাসপর্ব্ব	৪
বাঙ্গালী	৬
জাগ্রত ভারত	১০
দাবী	১২
সোমনাথ	১৩
মেগাস্থিনিসের সোমনাথ-দর্শন	১৬
হুয়েনশাঙ-এর সোমনাথ-দর্শন	১৮
আল্‌বেরুনীর সোমনাথ-দর্শন	১৯
স্থপতি	২০
নমস্কার	২৩
মায়ের পূজা	২৫
গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড্	২৬
বড়দিন	২৯
ভৃগুমুনি	৩০
পূর্ব্বাভাস	৩২
ব্রিটিশের বিদায়ে বিদায়-আরতি	৩৩
কঃ পন্থাঃ	৩৫
শাক্ত	৩৭
অঘোরপন্থী	৩৮
কাপালিক	৪১
রামপ্রসাদ	৪৪
বৈষ্ণব	৪৫
রহস্য	৪৬

বাউল	৪৮
গোপীযন্ত্র	৪৯
বৈষ্ণব-বন্দনা	৫০
পুরীমন্দিরে	৫১
এসো	৫২
কীর্ত্তন-গান	৫৩
এহেহি	৫৪
প্রণতি	৫৬
ভক্তির যুক্তি	৫৬
অন্ধ	৫৮
মূক	৫৯
অর্জ্জুন	৬০
পূজা	৬২
ভক্ত	৬৩
প্রতীক্ষায়	৬৪
ভৃত্য	৬৫
সোমনাথের পূজারী	৬৭
বিক্ষোভের আনন্দ	৬৮
নিষ্কর্ম্মা	৬৯
ডোমের মেয়ে	৭০
গ্রামের মায়া	৭১
অজয়ের চর	৭২
পাড়াগেঁয়ে	৭৩
অজয়ের বন্যা	৭৪
শ্রীপঞ্চমী	৭৫
গ্রামের পথে	৭৬
পথ	৭৭
পল্লী	৭৮
কুমুর	৮০

একটি গ্রাম	৮১
হংস খেয়ারী	৮৩
ধান্যক্ষেত্র	৮৪
গ্রামে	৮৬
শেষ	৮৮
আমার বাড়ী	৮৯
ঘোষাল-পুকুর	৯০
বকুলতরু	৯১
পুরানো বাড়ী	৯৩
প্রাচীন অশত্থ	৯৫
একটি চিত্র	৯৬
বনবাসে	৯৭
স্মৃতির খেয়াল	৯৮
পথের দাবী	১০০
ক'খানা পুরানো রেকর্ড	১০৩
জাতিস্মর	১০৪
বিষাদ-ছবি	১০৫
চেনা-চেনা	১০৬
একটি দিনের মেলা	১০৬
সমাপ্তি	১০৮
জন্মান্তর সঙ্গতি	১০৯
জালন্ধরের পথে	১১০
অশরীরী	১১১
বিদেশে	১১৪
সেই আঁখি	১১৫
স্মৃতিচোর	১১৬
ছেলেবেলার টান	১১৮
মাঝির ব্যথা	১১৯
ভাঙ্গা বেহালা	১২০

বৰ্দ্ধমান ষ্টেশন	১২২
মাটির মায়া	১২৩
সোনার স্মৃতি	১২৫
অস্ফুট	১২৭
ভুল	১২৮
আবাহন	১২৯
বাঁধানো দাঁত	১৩১
কৃষ্ণা রজনী	১৩২
শেষ দান	১৩৩
অনাগতের দেশে	১৩৫
লাল যাত্রী	১৩৬
সঙ্গীতশালায়	১৩৭
উন্মেষ	১৩৯
ক্ষণের সঙ্গী	১৪০
যৌবন	১৪১
শিশুরাজ্য	১৪২
চঞ্চলের জয়যাত্রা	১৪৪
বাঁশী	১৪৫
অশ্রুনিবাস	১৪৬
প্রথম কথা	১৪৮
আজিকে রাতি	১৪৮
পুরানো প্রেমপত্র	১৫০
আমাদের ঘর	১৫১
দূরের যাত্রী	১৫৩
নৌকা-পথে	১৫৪
মাঘে	১৫৫
মহাকাল	১৫৬
চন্দন	১৫৯
চকোর	১৬০

স্বপ্ন	১৬১
উৎসব-তিথি	১৬২
ফুল	১৬৩
বীরভদ্র	১৬৪
ব্যাঘ্রের তন্দ্রা	১৬৭
ঝঞ্ঝা	১৬৮
দ্বিতীয় শৈশব	১৭০
মানব	১৭২
সদানন্দ	১৭৪
কৈশোরান্তে	১৭৫
অমর-বিদায়	১৭৬
আশাভঙ্গে	১৭৮
দুঃখের রাজ্য	১৭৯
রুগ্‌ণ ছেলে	১৮০
মৃত্যুশয্যায়	১৮১
তৃষিতা জননী	১৮২
খেলা ভঙ্গ	১৮৩
দরদ	১৮৪
পল্লীকবি	১৮৫
মায়ার বাঁধন	১৮৬
শুঁয়াপোকা	১৮৭
বলিদান	১৮৯
মজুরের মমতা	১৮৯
মরমী	১৯০
ভ্রমান্ধ	১৯১
রোগশয্যায়	১৯২
বিয়ের ফর্দ্দ	১৯৪
ফুল ঝুমকা	১৯৫
সুদূর বান্ধবী	১৯৭

মায়ের শেষ চিঠি	২০০
✓ তৈজসের ইতিহাস	২০১
পুরানো চিঠির ফাইল	২০২
প্রত্যাবর্ত্তন	২০৪
একটি দ্রাক্ষালতার প্রতি	২০৫
চৈত্র বৈশাখী	২০৬
বৃদ্ধ	২০৭
রিক্স	২০৮
মৌচাক	২০৯
অজ্ঞাত	২১০
পাঠশালায়	২১১
কে	২১১
স্বপ্ন	২১৩
সাঁওতাল যুবতী	২১৪
চড়ুইভাতি	২১৫
হয়তো	২১৬
ক্ষয়-ক্ষতি	২১৮
কবির সুখ	২১৯
কবি লেখে কেমন ?	২২০
ফুরসৎ	২২১
ফুলের চিঠি	২২২
বাদলে	২২৩
শিশিরের দেশে	২২৫
শীতের অজয়	২২৬
ভুঁইচাঁপা	২২৮
উদ্যানে	২২৮
জুঁই	২২৯
ফিঙা	২৩০
পাহাড়ী	২৩১

চূর্ণীনদী	২৩২
পথে	২৩৩
ফাটলের ফুল	২৩৩
অলির নিমন্ত্রণ	২৩৪
টুনটুনি	২৩৫
কাশের আশ	২৩৫
বৈকালি	২৩৭
বন্যা	২৩৯
মেঘ করা	২৪১
তৃণকুসুম	২৪২
প্রজাপতির মৃত্যু	২৪৩
পল্লীশ্রী	২৪৩
ছোটর দাবী	২৪৪
সজ্জন-সঙ্গতি	২৪৬
অপূর্ণ	২৪৭
অসমাপ্ত	২৪৮
কিন্তু	২৪৯
অমৃত পিয়াসা	২৫১
স্নেহের দাগ	২৫২
নৃত্য	২৫৩
দীনতার আশ্রমে	২৫৪
মহাপৃথিবী	২৫৭
স্নেহের জয়	২৫৮
চিত্রকরের ভুল	২৬০

আমাদের ভারত

অভ্রভেদী তুষার কিরীট, বিশাল হিমালয়,
আপন করা তাঁকে বড় সহজ কথা নয়।
দুর্নিরীক্ষ্য অদ্রি বিরাট, নাগাল পাওয়া ভার,
অন্ত না পাই, তাহার রূপের, তাহার মহিমার।
আমরা তো সেই হিমগিরির হেরি রাজ্যশ্রী—
পার্ব্বতী যার কন্যা এবং মেনকা যার স্ত্রী।

সিংহ নরসিংহ তাহার মূর্ত্তি ভয়াল অতি।
ভালবাসি আমরা তাহার থাবার গজমোতি।
সাপের মাথায় মানিক খুঁজি, দৃষ্টি মোদের তথা,
তুচ্ছ করি বিষের দশন, বক্র ভীষণতা।
হাঙ্গর-তিমির-লবণজলের সাগরে নাই সখ,
মুক্তা যে দেয় সেই সাগরের আমরা উপাসক।

এই ভারতে করেনি ভাগ, মোগল কি ইংরাজ,
একদিকে তার কামাখ্যা, আর একদিকে হিংলাজ।
নিজের জাতির কৃষ্টি রেখে, গেছে উৎপীড়ক,—
নিভেছে আগ্নেয়গিরি উদ্গারি হীরক।
শ্যামের ভারত শ্যামার ভারত অসিবাঁশীর দেশ,
মধুময় তার চরণরজ, মধুর পরিবেশ।

ভরা কোটি জ্যোতিষ্কেতে মহান নীলাকাশ,
মোদের আকাশ সেই—যেখানে ধ্রুবতারার বাস।
মোদের আকাশ স্বচ্ছ সুনীল দিব্য নীলাম্বর
রাকা চাঁদের সুধার সায়র, রামধনুকের ঘর।

কোথায় মোরা ক্ষুদ্র অণু ? কোথায় মহাকাশ ?
আমরা ঘটে পটেই দেখি তাহার যে বিকাশ।

মোদের শ্যামা চামুণ্ডা ন'ন, তিনি তো ন'ন ভীমা,
অন্নপূর্ণা তিনি যে, তাঁর স্নেহের নাহি সীমা।
করেন নাকো কেবল তিনি দৈত্য দলনই,
'কমলেকামিনী' তিনি গণেশজননী।
দশ হাতে দশ প্রহরণের রাখবো খবর কি ?
আমরা দেখি কেবল মায়ের হাতের ঝিনুকই।

ন'ন তো মহাদণ্ডধারী মোদের ভগবান,
অজ্ঞেয় অগম্য তিনি শুনেই কাঁপে প্রাণ।
আমরা করি ভক্তিভরে তাঁহার আরতি
ন'ন তো তিনি কংসারি কি পার্থ-সারথি।
মোদের ঠাকুর দয়াল ঠাকুর প্রেমের ঠাকুর তিনি—
বাঁশী বাজান, পায়ে বাজে নূপুর রিনিঝিনি।

ভারত-মহিমা

ধন্য আমরা পুণ্যবিশাল ভারতের সন্তান,
শত দৈন্যেরও মাঝে মানি মোরা পরম ভাগ্যবান।
ব্রহ্মাণ্ডের তৃপ্তির লাগি মোরা করি তর্পণ,
করি যে সর্ব্ব কর্ম্মের ফল নারায়ণে অর্পণ।
মধু রাত্রিন্দিব—
গোটা ভারতের আরতি করিয়া জ্বালি মোরা গৃহদীপ।

২

অপবিত্র তো হবে না এ মাটি শুদ্ধ ও সিদ্ধ,
ভক্তের পদ-পরশে নিত্য সে অপাপবিদ্ধ।
এখানে বৃথাই অপ-শক্তির দম্ভ-সৌধ গাঁথা,
চূর্ণ হইয়া ধুলায় মিশিবে বাসুকি নাড়িলে মাথা।
নাহি কোনো ভয় নাহি
জ্বালামুখী শিখা সর্ব্বারিষ্ট সর্ব্ব-দর্পদাহী।

৩

মন্দির ভাঙি উপলখণ্ড যাহারা গিয়াছে ল'য়ে,
সে-দেশ সে-জাতি রহিবে না, পর যাবে আপনার হ'য়ে।
শ্রদ্ধা তাদের থাক বা না থাক, না থাকুক নিষ্ঠা,
অজ্ঞাতে তারা করেছে সেখানে শিবের প্রতিষ্ঠা।
অনেক কষ্ট সহি—
বৃথাই তাহারা পাষাণের ভার ল'য়ে যায় নাই বহি।

৪

ভারতের ধনরত্ন লইয়া যাহারা করিছে ফেরি
ক্ষতি কিছু নাই, বিনিময়ে তারা হ'য়ে গেছে আমাদেরি।
সপ্ত-নদীর বন্যার জল প্রবেশ যেখানে লভে,
এই ভারতের ভাণ্ডার চির প্রসারিত সেথা হবে।
ওই বাজে জয়ভেরী—
হরণ করেছে, বরণ করিতে করিবে না বেশী দেরী।

৫

আনন্দ মোর কতই নিবিড় কি বিপুল হর্ষ,
আমি ও আমার প্রতি অণুটুকু এ ভারতবর্ষ।
আমি গয়াকাশী, আমি অযোধ্যা, পুরী ও বৃন্দাবন,
আমি কামাখ্যা, আমি কাশ্মীর, সোমনাথপত্তন।

আমি তো ক্ষুদ্র অতি—
কিন্তু বিরাট ওই হিমাদ্রি আমার গোত্রপতি।

৬

ভারত-তনয় অমৃত-পুত্র আমি মৃত্যুঞ্জয়,
পুণ্যবাহিনী গঙ্গা আমাকে আদরে অঙ্কে লয়।
হোক ইউরোপ হোক আফ্রিকা হোক না সে আমেরিকা,
আমার চিতার অগ্নি যেখানে সেখানেই হোমশিখা।
যেখানে রবে সে ছাই
চিরদিন তরে ভারতবর্ষ হ'য়ে যাবে সেই ঠাঁই।

ভারতের দাস-পর্ব্ব

ভারতের দাস-পর্ব্ব পড়িতে বেদনা যে পাই ভারী,
এ যেন দীর্ঘ হত্যাশালার মাঝ দিয়া পায়চারি।
কে কেমনে কি কি ধ্বংস করিল, লুণ্ঠিয়া হ'লো বীর,
কি হবে মাপিয়া লাজ লাঞ্ছনা অষ্ট শতাব্দীর ?
কি হবে গণিয়া সজ্জিত সব দস্যুদলের সারি ?

২

ঘোড়া ও হাতীর নাচ দেখাইল ঘুরাইল যারা গদা
নারীহরণের বীরত্ব ল'য়ে গর্ব্ব করিল সদা।
কি দিয়াছে তারা ? দেশ ও জাতিকে করিয়াছে শুধু নীচু,
উই-ইঁদুরের মেটে গর্ব্বের শুনিবার নাই কিছু।
ও হানা-বাড়ীতে পেচক ডাকুক উঠুক গোয়ালিলতা।

৩

সে বিভীষিকার কুশ্রী চিত্র রত কেন অঙ্কনে
ক্ষয়ে যা গিয়াছে কাল-সাগরের তীব্র রসাঞ্জনে ?

কি হইবে রেখে শতাব্দী চাপে পিষ্ট নষ্ট পাঁজি,
ভগ্ন মগ্ন ডাকাতি ছিপের অর্দ্ধদগ্ধ কাছি ?
মৃত কুমীরের জীর্ণ দন্ত গাঁথিয়ো না আভরণে।

৪

কেটে ফেলে দাও, ছেঁটে ফেলে দাও রাখ যা সাচ্চা খাঁটি,
ফোসিল হাঙর কচ্ছপ নয়, মুক্তা যা পরিপাটী।
মহা-সাগরের রত্নাকরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান,
কাল-তরঙ্গ শুধু বারবার বাড়ালো যাহার মান,
যুগে যুগে যাহা দিবে আশা আলো দিবে আনন্দ বাঁটি।

৫

কৃতঘ্নতা ও নৃশংসতার রঞ্জিত বিবরণ
কলঙ্কিত ও দূষিত করেছে যুগের তারিখ সন।
তাদের উপর নাইক শ্রদ্ধা নাই মমতার লেশ,
শপ্ত সপ্ত শতাব্দী কর সাতটা ছত্রে শেষ,
তাই কহ যাতে সুদূরাকাঙ্ক্ষী বলিষ্ঠ হয় মন।

৬

যাহা ঘটে তাই ইতিহাস নয়, কতটুকু তার রহে ?
অনন্ত এই কালসমুদ্রে সদা তরঙ্গ বহে,
চিহ্ন রাখে না ভাসাইয়া দেয় আবর্জ্জনার ভার ;
দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ ক'রে চলে তার কারবার,
কাঙ্ক্ষিত তরী বন্দরে আনে—অমৃতের কথা কহে।

৭

তাই কহ যাহা দেশকে জাগায় আনে দিব্যোন্মাদ,
শিশু গরুড়ের কানে এনে দেয় গোলোকের সংবাদ।
আনে তপস্বী ভগীরথ কানে গঙ্গার কলগান,
ধরে দধীচির মনশ্চক্ষে জগতের কল্যাণ
বিন্ধ্যের বুকে জাগায় আবার সূর্য্য-ঢাকার সাধ।

বাঙ্গালী

আমরা বাঙ্গালী হয় তো বা বটি দূষী,
মোদের নিন্দা করে যার যত খুশী।
'মেকলে' করিয়া বিষের কুম্ভ খালি,
সাধ মিটাইয়া আমাদের দিল গালি।
'কার্জ্জন' হ'তে মার্কিনী 'মিস্ মেয়ো'
গালাগালি দিতে কসুর করেনি কেহ।
ডাকুক মশক লাগুক যতই মাছি,
যেমন ছিলাম—তেমনি আমরা আছি।

২

ক'টা সেনা নিয়ে খিলিজি বক্তিয়ার
শুনেছি এ-দেশ করেছিল অধিকার।
'ক্লাইভ' কয়টা ফাঁকা গোলাগুলী ছাড়ি,
হেলায় নবাবী মস্নদ নিল কাড়ি।
নবাবে বধিতে, অবাধ করিতে গদী
সবেগে হাজির হইল মহম্মদী।
মির্জ্জাফরের উঠিল নামিল দর,
ছিয়াত্তরের এলো মন্বন্তর।

৩

শিবাজী-শাসনে বাঙ্গালী হইয়া দেক্
ইংরাজ-রাজে ক'রে নিল অভিষেক।
ভারত-বিজয় করিতে হ'লো না দেরী
বাঙ্গালী বাজালো বৃটিশের জয়ভেরী।
পাশ্চাত্ত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান,
লয়েছে বাঙ্গালী আগে হ'য়ে আগুয়ান।

বাঙ্গালী মনীষা অপ্রতিহত গতি—
সতত সেধেছে ভারতের উন্নতি।

৪

ইংরেজ যবে ত্যজিল ন্যায়ের পথ,
নিরপেক্ষতা লুকালো স্বপ্নবৎ।
দিলো সত্য ও যুক্তিকে উপহাসি,
কুবিচারে যবে নন্দকুমারে ফাঁসি,
স্বেচ্ছাচারের সাথে যবে নিপীড়ন,
রাজলক্ষ্মীরে করিল আলিঙ্গন—
জানালো বাঙ্গালী স্পষ্ট সত্য ভাষে
ঘুণ লাগিয়াছে তোমাদের কাঁচা বাঁশে।

৫

এলো দুর্দ্দিন, এলো সন্ত্রাসবাদ,
বিকটদন্ত, উদ্ভট অপরাধ।
যুধিষ্ঠিরের উষ্ণ শোণিতবৎ
বাঙ্গালী রক্তে রঞ্জিল এ ভারত।
বাঙ্গালী তরুণ ঝাঁকে ঝাঁকে দিল প্রাণ,
আকাশ বাতাস মাতালো তাদের গান।
বাঙ্গালী দেখিল সজল উজল আঁখি
তিমিরে ডুবিছে ব্রিটিশের রাঙা চাকি।

৬

নামিল বাঙ্গালী কল্পনালোক থেকে,
জ্যোতির্ম্ময়ের আলোক-আবীর মেখে।
দুর্দ্দমনীয় মানে না সে আর মানা—
হানাদার ঘরে দেবেই দেবে সে হানা।
যাহারা হয়েছে করেছে অত্যাচার,
প্রায়শ্চিত্ত হ'লো আরব্ধ তার।

যে যেথায় আছে কীচক দুঃশাসন,
এলো তাহাদের শোণিতের তর্পণ।

৭

বাঙ্গালী কপিল সগরবংশ দহি
সুন্দর ক'রে গড়িতে চাহে এ মহী।
সাগর তাহারি, গঙ্গা-সাগর তারি
পরশুরামের তীক্ষ্ণ পরশুধারী।
তার করতোয়া, তাহার চন্দ্রনাথ
হয়েছে তাহার কামাখ্যা সাক্ষাৎ,
ভগীরথ তারে দিয়াছেন তপোবল,
নব গঙ্গারে টানিছে সে অবিরল।

৮

বাঙ্গালী দিয়াছে ভারতকে সেরা কবি,
বাঙ্গালী দিয়াছে ভারতকে সেরা ছবি।
বাঙ্গালী দিয়েছে দরদী বৈজ্ঞানিক,
বীর সন্ন্যাসী, বাগ্মী অলৌকিক।
দেছে অনশনে দৃঢ়পণে তনুত্যাগী।
দেশবন্ধু ও জেতা নেতা অনুরাগী।
বাঙ্গালী ঘটালো অঘটন দুনিয়ায়
অদল বদল পূজারী ও দেবতায়।

৯

সোনার বাংলা ঘেরা মহাপীঠ দিয়ে,
বেড়েছে বাঙ্গালী সতীর স্তন্য পিয়ে।
শবসাধনায় করেছে সিদ্ধিলাভ
হেরেছে 'কমলে কামিনী' আবির্ভাব।
বাঙ্গালী প্রেমিক রসের ব্যবসা ক'রে
গৌর করেছে সে-ই শ্যামসুন্দরে।

তার ভজনের ক'জন নাগাল পাবে
কাঁদিয়া আকুল পুরুষ-প্রকৃতি-ভাবে।

১০

পৃথক ঋতুতে গঠিত এদের হিয়া,
বজ্র এবং ব্রজের নবনী দিয়া।
বিজয়ায় এরা কাঁদিয়া ফুলায় আঁখি,
করুণ কোমল হেন জাতি আছে নাকি ?
জগৎকে এরা আপন করিতে চায়,
মুখের অন্ন পরকে বিলায়ে খায়।
করিবে বাঙ্গালী ভুবন কান্তিমৎ
শুচি-সুন্দর শুদ্ধ শান্ত সৎ।

১১

'এটম বম' কি ল'য়ে 'কস্‌মিক রে'
সৃষ্টির নাশ করিতে আসেনি সে।
দেশকালজয়ী তাহার আবিষ্কার,
ঘুচাইয়া দিবে বিশ্বের জরাভার।
বাঙ্গালীর ভাষা মুগ্ধ করিবে ধরা,
জীবনীশক্তিভরা তা মধুক্ষরা।
সুসভ্যতর হইবে জগৎ যবে
বাংলাভাষায় মন্ত্র রচিত হবে।

১২

শ্রীগৌরাঙ্গ গঙ্গার এই দেশ
নব চেতনার করিয়াছে উন্মেষ।
বাঙ্গালী জাতিই বাঁচাইবে এ ভুবন,
রণমুখী নয় হরিমুখী করি' মন।
সুধাসত্রের সেই অধিকারী ভাবী,
সারা ধরণীর গুরুপদে তার দাবী।

ভালে দাও তার প্রথম হোমের টিকা,
গালে উষ্ণতা, সন্ধ্যাদীপের শিখা।

জাগ্রত ভারত

স্বর্গ হইতে হৃত ভূখণ্ড হের এ ভারতভূমি,
হীনতা দৈন্য পরাধীনতার গ্লানি ভুলে যাও তুমি।
হের জ্ঞানার্থী, বীর, নির্ভীক জাতি—
সত্যধর্ম্মনিষ্ঠায় যার খ্যাতি,
জীবন যাদের সুদীর্ঘ এক বাসন্ত পঞ্চমী।

২

আকাশ-দেবের আঁখিজলে ভরা নেহারো ঊর্দ্ধে চাহি
বায়ু রাজসূয়-অশ্বমেধের যজ্ঞ-গন্ধবাহী।
ভূতল ভূষিত মহতের পদরজে,
শান্তির বারি ছিটাইছে দিগ্‌গজে,
দ্রব-করুণার পবিত্র নীরে উঠ তুমি অবগাহি'।

৩

জন্ম মুনি ও ঋষির গোত্রে অপাপবিদ্ধ সৎ,
গৌরবময় অতীত তোমার উজল ভবিষ্যৎ।
ভক্ত তুমি যে তুমি কল্যাণকৃৎ
যুগে যুগে কর ধরাকে অকুৎসিত
শুভ সুন্দর মঙ্গলময় তোমার যাত্রাপথ।

৪

সিদ্ধ শুদ্ধ এই মৃত্তিকা বিধির জমাট স্নেহ
উহার বিকার করিতে পারে না দস্যু ও দানবেও।

মানুষ হয়েছ সতীর স্তন্য পিয়ে,
দেশ যে তোমার ঘেরা মহাপীঠ দিয়ে,
কবর রচিয়া কলুষিত তারে করিতে পারে না কেহ।

৫

হাজার বছর ব্যাপী দুর্গতি দারুণ নির্যাতন,
মহাকালদেহে মসীর বিন্দু রহিবে কতক্ষণ ?
গত গর্ব্বের গলিত মেদের স্তূপ
ভাসে গঙ্গায়, বদলাতে নারে রূপ,
বুকে আঁকা যার মহালক্ষ্মীর শুভ্র আলিম্পন।

৬

পুণ্য প্রাচীন এই ভারতের প্রোজ্জ্বল ইতিহাস,
মানব জাতিকে ছোট-করা নয় বড়-করা তার কাজ।
রাজরাজড়ার খেয়াল-খাতা সে নয়
দেয় না দম্ভী দুষ্টের পরিচয়,
মানবমনের ক্রমোন্নতির হয় তাতে পরকাশ।

৭

সে জানায় প্রতি অণুকণিকায় হরির অধিষ্ঠান,
জ্যোতির্ম্ময়ের আলোক-প্রপাতে করে এ ভুবন স্নান।
সব প্রাণময়, পরমাত্মার দেশ,
মৃত্যুতে হেথা কিছুই হয় না শেষ,
সকল প্রাণীই করিতেছে এক অমৃতের সন্ধান।

৮

ভুলিয়া যেয়ো না নর-নারায়ণ অধ্যুষিত এ ধাম,
শ্যাম ও শ্যামার আদরে শ্যামল তরুলতা অভিরাম।
তোমার ফুলের গন্ধ তাঁহার প্রিয়
তব ফল জল জেনো তাঁর গ্রহণীয়,
মধুর এ-দেশ সব চেয়ে মধু—তব মুখে তাঁর নাম।

দাবী

টার্কী কি টাস্‌খাণ্ড টোকিও কি মস্কো
কানাডা কি কেনটাকি যেথা হোক বাস গো,
হোক দেশ হোক বেশ আহারাদি ভিন্ন
একেবারে মুছে যাক স্বজাতির চিহ্ন,
যে-ভাষায় কথা কয় যেখানেই রয় সে
হিন্দু সে হিন্দুই আর কিছু নয় সে।

২

অমৃতের অধিকার জন্মের সঙ্গে
সূর্য্যের রশ্মি সে বিম্বিত রঙ্গে।
চরণে কি শিরে রোক হোক সে বিবর্ণ
সনাতন ছাপ মারা সে যে সেই স্বর্ণ।
জন্মের অধিকার জোরে পুন লয় সে
হিন্দু সে হিন্দুই আর কিছু নয় সে।

৩

যে-ডোবায় ডুব দিক্ সে যে রাজহংস
শুভ্রতা কোনমতে হবে নাকো ধ্বংস।
চৌদিকে ছুটে যায় বর্ষার জল গো
গঙ্গার বুকে এলে সেই সুবিমল গো।
অভয়ের বাণী শুনি সব ব্যথা সয় সে
হিন্দু সে হিন্দুই আর কিছু নয় সে।

৪

যে-বনেই থাক আর যে নামেই ডাকবে,
চন্দন চিরদিন চন্দন থাকবে।

কুর্ত্তা-কামিজ-কোটে ভেদ নাহি বিন্দু
যে-বাসেই ঢাকা থাক বুক তার হিন্দু।
ডাকনামে ডাকিলেই শুনি তন্ময় সে
হিন্দু সে হিন্দুই আর কিছু নয় সে।

৫

শ্মশানেতে শ্যামা তার, গৃহে তার লক্ষ্মী,
আপদে বিপদে তার নারায়ণ রক্ষী।
বাণী তার জিহ্বায়, বুকে তার স্বর্গ।
প্রাণ কাঁদে ইহাদের করিতে যে পর গো।
শিরে তার সুরধুনী মৃত্যুঞ্জয় সে
হিন্দু সে হিন্দুই আর কিছু নয় সে।

সোমনাথ

মিটিল না সাধ, হয় তো আমায় আবার আসিতে হবে,
সে মূরতি তব না দেখি যে মোর আঁখি উপবাসী রবে।
তব দেউলের প্রতি প্রস্তর ভাঙ্গা,
জানি প্রভু মোর রক্তে হয়েছে রাঙা।
অস্থি আমার পাষাণের চাপে পিষ্ট হয়েছে কবে।

২

ধূলি হ'য়ে আমি ঘুরি ঝঞ্ঝায় সেই হাহাকার ব'য়ে,
আগুলি এ-ভূমি আমিই রয়েছি ভগ্নস্তূপ হ'য়ে।
মোর আঁখিজল পারাবারে আছে মিশে,
শিলাজর্জ্জর মোর বেদনার বিষে,
আছি বাঞ্ছিত দরশন লাগি শত লাঞ্ছনা স'য়ে।

৩

মনে পড়ে সেই নীলাকাশভেদী মন্দির চূড়াগুলি,
স্বর্গসরণি দেখাইছে যেন বিধাতার অঙ্গুলি।
বিরাট দেউল শোভে ত্রয়োদশতল,
স্ফটিক-সোপানে আছাড়ে সাগরজল,
তীর্থযাত্রী হেরে বিস্ময়ে উর্দ্ধে নেত্র তুলি।

৪

জম্বুনদের সুবর্ণে গড়া দুইশত মন ভারী—
শৃঙ্খলে ঝোলে ঘৃত পরিপূর স্বর্ণদীপের সারি।
চূড়ার উচ্চ হৈমকলসতলে,
তারকার মতো সন্ধ্যা হ'তে যা জ্বলে,
নাবিকেরা সব বন্দি' সে-আলো সমুদ্রে দেয় পাড়ি।

৫

কণ্ঠে কণ্ঠে বন্দনা গাহে সিদ্ধ সাধকদল,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিধ্বনিত সে-গীত সুমঙ্গল।
কত আগ্রহে, কত আনন্দে তাঁরা
রচেন স্তোত্র হইয়া আত্মহারা,
ধেয়ান-মগ্ন কবি সন্ন্যাসী নয়ন প্রেমোজ্জ্বল।

৬

গুহায় গুহায় ক্ষোদিতেছে রূপ গুণী ভাস্করগণ,
করে অনন্তমূর্ত্তির কত মূর্ত্তি যে অঙ্কন।
কি অপরিমেয় চির লাবণ্যধারা
রঙে ও রেখায় ধরিয়া রাখিছে তারা
পটে ও শিলায় আঁকিয়া রাখিছে তাদের আকিঞ্চন।

৭

দেশ দেশ হ'তে আসে নর্ত্তক নর্ত্তকী শত শত,
নৃত্যে তাদের কত ব্যঞ্জনা ভঙ্গিমা তায় কত।

অঙ্গে অঙ্গে কি প্রয়াস প্রাণপাত
প্রসন্ন হ'লো প্রীত হ'লো সোমনাথ,
সর্ব্ব অঙ্গে পরমানন্দ প্রকাশ করাই ব্রত।

৮

জুড়ি পত্তন দিবানিশি শুধু তাঁরি আরাধনা চলে,
কেহ পূজে গীতে নাটভঙ্গীতে কেহ বা পুষ্পে জলে।
যোজনপ্রসারী সে-দেউল-অঙ্গন,
হেরি মহিমার অযুত নিদর্শন
ভক্তি-ক্ষুব্ধ জনসমুদ্র চলে কল-কল্লোলে।

৯

অরুণ-উদয়ে প্রভাতবেলায় কি ভিড় স্নানার্থীর!
তর্পণ করে করপুটে ল'য়ে ফেনিল সিন্ধুনীর।
লক্ষ কণ্ঠে একের স্তোত্রপাঠ
মহাভারতের মহামানবের হাট,
শিব শম্ভুর শ্রীচরণে সেই একসাথে নতশির।

১০

পুণ্যে বিশাল ধর্ম্মায়তন তার সে পূজার প্রথা
নব-জাগ্রত স্বাধীন ভারত ভুলেছে কি তার কথা?
মহাতীর্থের অমৃতাস্বাদ আর,
পাবে না কি হায় সন্তানগণ তার?
যুগ যুগ পর এ-স্বাধীনতার তবে কি স্বার্থকতা?

১১

ক্ষুদ্র শব্দ-গন্ধ-রূপেরও হয় না কখনো লয়,
যাহা ছিল তাহা আবার হইবে নাহি কোনো সংশয়।
সত্য মহৎ সুন্দর যাহা টুটে,
পঙ্ক হইতে পঙ্কজ পুন ফুটে,
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সেই অনুকূল বায়ু বয়।

১২

হাজার বছর আগেকার সেই শুভদিন ফিরে আসে,
অনাগত সুর অনাগত রূপ শ্রবণে নয়নে ভাসে।
আসে সোমনাথ নাহি আর নাহি দেরী
জ্যোতির্ম্ময়ের জটার ছটা যে হেরি,
শতদল দশ শত বরষের ফুটে উঠে উল্লাসে।

মেগাস্থিনিসের সোমনাথ-দর্শন

(৩১৭ খ্রীঃ পূঃ)

দেউল কি ! না না এ বিস্ময়,—
আবির্ভাব সুন্দরের নরের এ হাতে গড়া নয়।
তুঙ্গ মন্দিরের শ্রেণী মিশিয়াছে আকাশের নীলে।
ভূমারে আনন্দঘন আকার কে পাষাণেতে দিলে!
স্বরগের শিল্পী হেথা রেখে গেছে তার পরিচয়।

২

চূড়াগুলি সব স্বর্ণময়,
সুবর্ণ পরশ উর্দ্ধে 'জেস্‌ন' কি ক'রছে সঞ্চয় ?
সঙ্গীত অশ্রুতপূর্ব্ব সুধাস্যন্দী গম্ভীর মহান,
পাষাণ ভিতরে যেন 'অর্ফিউস' গাহিতেছে গান।
অনন্ত অম্বরে উঠি স্বর্গ মর্ত্ত্য করে সমন্বয়।

৩

স্নাত ভক্ত পূজারীর দল—
বিবিধ নৈবেদ্য বহি' অবিশ্রান্ত করে চলাচল।
বিনীত বিচিত্র বেশ বর্ণের কি সমারোহ তায়,

পুণ্য গন্ধ পরিবেশে মানুষ সংসার ভুলে যায়,
আছেন যে ভগবান মনে আর থাকে না সংশয়।

৪

দেবতা কি করে হেথা বাস ?
জানিনাকো দেখে শুধু বুকে জাগে অজানা উল্লাস।
হিন্দুর এ প্রাণকেন্দ্রে পাওয়া যায় জীবনের সাড়া,
সুদূর যুগের গন্ধ সুপ্রাচীন সাধনার ধারা।
হেথা আমি প্রজ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গীণ হেরি অভ্যুদয়।

৫

সুঠাম পেশল দৌবারিক,
যেন শত হার্কুলিস দাঁড়ায়ে রয়েছে নির্নিমিখ।
বিরাট তোরণদ্বার সুবিশাল সুন্দর কপাট
অভ্যন্তরে অফুরন্ত অপার্থিব আনন্দের হাট।
ধ্যানমগ্ন যোগিকুল প্রেমানন্দে মগ্ন হ'য়ে রয়।

৬

এযে দেশ জাতির গৌরব,
সাধু, যাত্রী, পর্য্যটক সবাকার চিত্ত নেত্রোৎসব।
এ মহা বৈরাগ্যক্ষেত্রে সবিস্ময়ে হ'য়ে যাই মূক,
ধর্ম্মের অমৃত মন্ত্রে অপাংক্তেয় আমি আগন্তুক,
তবু অবনত শিরে দেবতার গেয়ে যাই জয়॥

হুয়েনশাঙ্-এর সোমনাথ-দর্শন

(৬০৩ খ্রীঃ অঃ)

এই সেই সোমনাথ—জ্যোতির্লিঙ্গ যারে কয় লোকে,
উদ্গীত মহিমা যাঁর পুরাণের শত পুণ্যশ্লোকে।
এ তীর্থ যোজনব্যাপী সুপ্রাচীন অশ্বত্থের মতো,
ভারতের সব রস শান্তরসে করে পরিণত।
এর দরশনই পুণ্য এ শুধু মন্দির মঠ নয়,
হেথায় প্রস্তরীভূত জাতির আকাঙ্ক্ষা জেগে রয়।

২

শুদ্ধ অহিংসার ক্ষেত্র, কোথাও আমিষগন্ধ নাই,
অপরূপ গন্ধ গীতে পুণ্যের পরশ শুধু পাই।
অদ্ভুত দেবতা এর নাহি জানে মান অপমান,
কখনো বা হলাহল কখনো অমৃত করে পান।
এ-ঐশ্বর্য্য ভিখারীর? এ-সমৃদ্ধি, এই আড়ম্বর,
ভালো কি লাগিবে তার, ভোলানাথ যিনি দিগম্বর?

৩

প্রাচীন পবিত্র শান্ত তন্দ্রাবিষ্ট সুন্দর এ-দেশ,
দেখিনু অমৃতহ্রদে কি সহস্রদলের উন্মেষ।
উত্থান-পতনে এর ভারতের উত্থান-পতন,
বৈরাগ্যের ক্ষেত্র এ যে ভারতের সর্ব্বস্ব এ-ধন।
হেথাকার ধনী, সাধু, বীর সবে ধর্ম্মভাবময়,
আকর্ষিবে বিধর্ম্মীর শ্যেনদৃষ্টি মোর শঙ্কা হয়।

৪

ভাবে না বিমুগ্ধ জাতি, কখন আসিবে সর্ব্বনাশ,
হয়তো শ্মশান হবে তাহাদের অর্চ্চিত কৈলাস।

তবু নাহি নাহি ভয়, সনাতন ধর্ম্মের প্রতীক
পূর্ণতায় যত শক্তি চূর্ণতায় হবে ততোধিক।
রেণুতেই ষড়ৈশ্বর্য্য, বিন্দুতে অমৃত পারাবার,
স্ফুলিঙ্গে ব্রহ্মণ্যতেজ নির্ব্বাপণ নাহিক ইহার।

৫

কি বর্ণনা দিয়ে যাব—আসে মনে দ্বিধা ও সংশয়,
দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতায় দেব কি ইহার পরিচয়।
এ বিপুল মহিমায় ম্লান হয় রাজ রাজশ্রীও
ভক্তের এ-প্রাণরাজ্য একেবারে অনির্ব্বচনীয়।
ভারতের মহাদেব, হিন্দুত্বের হে রসবিগ্রহ,
সুপ্রাচীন মহাচীন—তার তুমি প্রণিপাত নিয়ো।

আল্‌বেরুনীর সোমনাথ-দর্শন

(১০২৪ খ্রীঃ অঃ)

গোটা দেশটাই মন্দির, ওই মন্দির গোটা দেশ,
করা যাবে এরে ধ্বংসি জাতির শক্তিকে নিঃশেষ।
আঘাত নিম্নে, আঘাত ঊর্দ্ধে, আঘাত ডাইনে বামে,
আঘাত হিন্দুজাতির মর্ম্মে, তার দেবতার নামে।
ধর্ম্মের নয়, অর্থের লাগি এ-দেউল লুণ্ঠন
জানিতে দিবে না স্বজাতিকে তার কূট মামুদের মন।

কি বিরাট এই ধর্ম্মায়তন—দেবের যোগ্য গৃহ
অদ্ভুত এই স্থাপত্যকলা যুগে যুগে স্মরণীয়।
এ কি সম্পদ, কি ঐশ্বর্য্য বিচিত্র মনোরম,
এ প্রাচীন জাতি কোনো জাতি চেয়ে সুসভ্য নহে কম

উগ্রতাহীন উন্মাদনায় গভীর ভক্তিভরে,
দার্শনিকের জাতি এরা তবু পাষাণের পূজা করে।

তারা বলে এই গোটা বিশ্বের সবটুকু ভগবান,
সর্ব্বময়ের সঙ্গে শিলার কেন রবে ব্যবধান।
পাথর যে নয় দেবতা, তাহা তো হীন জন্তুও জানে
পাথরে দেবতা দেখে যারা তারা বহু উন্নত জ্ঞানে।
ভাবভূয়িষ্ঠ মন ইহাদের বুকে অমৃতের ক্ষুধা,
পাষাণ নিঙাড়ি ভক্তচকোর বাহির করিবে সুধা ?

এই মন্দির ভগ্ন করিয়া ফলিবে না কোনো ফল,
ভগ্ন চূর্ণ হইয়া জাতির অধিক বাড়াবে বল।
আনিবে স্তব্ধ আগ্নেয়গিরি হেন অনলোৎপাত,
বিধর্ম্মীদের বিজয়চিহ্ন করিবে ভস্মসাৎ।
প্রলয় প্লাবনে ধুয়ে মুছে যাবে জয়ের আবর্জ্জনা,
ফুরাইয়া যাবে 'আবু হোসেনের' নবাবির দিন-গোণা।

স্বপ্নভঙ্গ

দীপ নাম তার, ভাস্কর তারা বহুদিন হেথা বাস,
গৌরবময় বংশের ইতিহাস।
পাঠশালে মোর সহপাঠী ছিল, মেধাবীও ছিল বটে,
আজ ভিক্ষুক কপালে যা থাকে ঘটে।
ভাবিনু এবার তীর্থভ্রমণে যাইব একটু দূর
সমুদ্রতটে পুরী জগবন্ধুর।

দীপ আসি মোরে আগ্রহে বলে সঙ্গে যাইব আমি
টেনেছেন মোরে পুরীর জগৎস্বামী।
মাসেক কাটানু পুরীধামে, পেয়ে তৃপ্তি দেহে ও মনে
জগন্নাথ আর জলনিধি দর্শনে।
দীপ খায় দায় ঝিমায় ঘুমায়, রহে সে আপন মনে
বেড়াতে গেলাম কোণারকে দুইজনে।
বিশাল সূর্য্য-মন্দির যেই চক্ষে পড়িল তার
নূতন মানুষ সে-দীপ নহে সে আর।
উল্লাসে তুলি' অঙ্গুলি তার দেখালো দেউল মোরে
সুন্দর এক সূর্য্যোদয়ের ভোরে।
হেরি সুগঠিত পাষাণপ্রতিমা, আগে চোখে পড়ে যেটি
দীপ বলে, 'আজো দাঁড়িয়ে আছিস বেটি।'
সব যেন চেনা, চলেছে ক্ষিপ্র দৃপ্ত পদক্ষেপে
জাগে যৌবন সর্ব্বশরীর ব্যেপে।
প্রতি প্রস্তর প্রতিটি মূর্তি নেহারে বারংবার
ওরা জীবনের শিলালিপি যেন তার।
পাষাণপুষ্প গন্ধ বিতরে, ছবি যেন হাসি নমে
যুগান্তরের সুহৃদের সমাগমে।
সম্ভ্রমে তারে ডাকিয়া বলিনু, ফিরিতে হবে যে ত্বরা
দীপের চক্ষু এখনো স্বপ্নভরা।
কহিল বন্ধু,—অপেক্ষা কর দেখ হ'য়ে সুস্থির
আমার হস্তে গড়া এই মন্দির।
আমি করিয়াছি পাষাণের এই সূর্য্য-অর্ঘ্যদান
কালের পরশ করিতে নারিবে ম্লান।
গড়িয়া দেউল লভেছিনু আমি সবিতার কাছে বর
—এখানে এলেই হইব জাতিস্মর।

হেরিয়া দেউল ফিরিয়া পেলাম পুরানো মমতা প্রীতি
মানসে জাগিছে জন্মান্তর-স্মৃতি।
অর্কপুষ্প, বনঝাউ যেথা দুলিতেছে সমীরণে
প্রথমে দাঁড়ানু ওখানে রয়েছে মনে।
রাজার নিদেশে প্রথম পাথর স্থাপিনু যখন আসি,
খণ্ডচন্দ্রে হেরিনু পৌর্ণমাসী।
সে কি আনন্দ, সে কি উচ্ছ্বাস, আমোদিত ভূর্ভুব
চৌদিকে ধ্বনি, 'আরম্ভ হোক শুভ।'
বিপুল জনতা, ধ্বজা ও পতাকা বাদ্য শঙ্খ রব
মনে পড়ে সেই যজ্ঞ মহোৎসব।
গায়ত্রীকে যে আমি দেখিয়াছি হইতে মূর্তিমতী
সৃষ্টি আমার হইয়াছে শাশ্বতী।
এই বিটঙ্কে কপোত-কপোতী দু'জনে থাকিত বেশ
মন্দিরগড়া তখনো হয়নি শেষ।
কর্ণিক দিয়া পাষাণে পাষাণে এইখানে দিনু জোড়
দেখিনি নৃপতি পার্শ্বে দাঁড়ায়ে মোর।
বিদায়ের দিনে ওই দেহলীতে রাখিনু যন্ত্রপাতি,
উত্তরায়ণে শেষ প্রস্তর গাঁথি'।
আমি নির্ব্বাক, বিমুগ্ধ মোরে করিয়াছে যাদুকর।
যা দেখায় দেখি—অনিন্দ্যসুন্দর।
দীপ তেজোময়, সর্ব্ব অঙ্গে জ্যোতি কি অপার্থিব
কথায় আমি কি বর্ণনা তার দিব?
হেরিনু তাহার সত্যমূর্তি, শুনিনু সত্যভাষ,
জন্মান্তর করি আমি বিশ্বাস।
আমার সঙ্গে দীপ গিয়াছিল বলিয়া ফেলেছি ভ্রমে,
দীন গিয়াছিল রাজেন্দ্র-সঙ্গমে।

নমস্কার

দেশের লাগিয়া যারা দলে দলে হেলায় দিয়াছে প্রাণ,
কঠিন কারার কক্ষে যাদের হ'লো দিবা অবসান,
যাদের শোণিতে রঞ্জিত হ'লো মেঘনা গঙ্গা রাবী,
বিধাতার কাছে সব আগে হ'লো পেশ যাহাদের দাবী,
বড় বড় প্রাণ ডারি দিয়া যারা বড় করিয়াছে দেশ,
অসীম যাদের সাহস এবং অশেষ যাদের ক্লেশ
তাদেরে বারংবার
আজি শুভদিনে গোটা এ-ভারত জানায় নমস্কার।

২

যুগের যুগের যেই কবিদল শিঙা বীণা বাঁশরীতে
পরাধীনতার যাতনা জাগালো—উন্মাদনার গীতে।
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে ভারতই ঘুমায়ে রবে?
ঠাঁই কি পাবে না সে স্বাধীনতার সুধার মহোৎসবে?
আট শতাব্দী ব্যাপী স্বজাতির হীনতার অপবাদ
হৃদয়রক্তে ধুয়ে দিতে যারা করিল ডঙ্কানাদ
তাদেরে বারংবার
আজ শুভদিনে গোটা এ-ভারত জানায় নমস্কার।

৩

সুদূরদর্শী মনীষী যেসব দিব্যদৃষ্টিমান,
ধ্যানে নেহারিয়া দেশের এ-রূপ গাহি বন্দনাগান,
ভবিষ্যতের এ মহিমাময় দিনের পাইল টের,
রসনা যাদের আস্বাদ পেল অনাগত অমৃতের,
ব্যথিত করিল যাদের হৃদয় পরাধীনতার গ্লানি,
শব-সাধনায় জাতিরে জাগালো দিয়া অভয়ের বাণী,

তাদেরে বারংবার
আজি শুভদিনে গোটা এ-ভারত জানায় নমস্কার।

৪

কটিবাসপরা যে-মহামানব নীরব তপস্থায়
এ-দেশ জাতির মুক্তি আনিল কেবল অহিংসায়।
কোনো দেশে কোনো যুগে যাহা কভু হয়নি অনুষ্ঠিত
সেই অসাধ্য সাধন করিয়া—ধরা হ'লো বিস্মিত।
মনুষ্যত্বে হ'লো বড়, যারা বড় ছিল পশুবলে,
সিংহ তাহার কেশর লুটালো সাধুর চরণতলে,
তাঁহাকে বারংবার
আজ শুভদিনে গোটা এ-ভারত জানায় নমস্কার।

৫

এসো স্বাধীনতা চিরকাঙ্ক্ষিত, ছিলে হ'য়ে তুমি পর,
চেয়ে আশাপথ ছিল এ-ভারত সহস্র বৎসর।
প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর তুমি পুন ইহার মৃত্তিকায়,
মহাভারতের গৌরবময় যুগ যেন ফিরে পায়।
হোক খণ্ডিত—অখণ্ড হ'তে হবে না অধিক দেরী,
বাজিয়া উঠুক শঙ্খঘণ্টা সঘনে বাজুক ভেরী।
চরণে বারংবার
গোটা এ-ভারত আজি শুভদিনে করিছে নমস্কার।

মায়ের পূজা

মুক্ত শুচি স্বাধীনদেশে তোমার পূজা আজ জননী,
আট শতাব্দী পরে এবার স্বাধীন মধুর হুলুধ্বনি।
ঘট ভরেছে স্বাধীন জলে, স্বাধীন মধু কমলদলে,
স্বাধীন হাওয়ায় যুগের পরে বাজছে তোমার আগমনী ॥
পরাধীন সব সুতের গৃহে বছর বছর এসেছ মা,
হেরি' অধীনতার গ্লানি নয়ন-জলে ভেসেছ মা।
সন্তানের আজ নিজের ঘরে এসো এবার গুমোর ক'রে
জয়ং দেহি দ্বিষোজহি শুনে অনেক হেসেছ মা।

স্বাধীন ভারত প্রাচীন ভারত দেখে তুমিই চিন্‌তে পার।
অখণ্ড তার প্রখর প্রতাপ ইতিহাসের আগেকারও।
শৌর্য্যে বীর্য্যে ভাবে ভাষায়, সান্ত্বনা ও অভয় আশায়,
ছিল সকল দেশ ও জাতির অহঙ্কার আর অলঙ্কারও।

আবার সেদিন সুখের সুদিন মাগো আবার উদয় হবে।
সকল জাতি দীক্ষা নিতে ইহার দ্বারে দাঁড়িয়ে রবে।
হবে ভারত নূতন করি' ভাবরাজ্যে-রাজরাজেশ্বরী—
মিশবে এসে স্বর্গ মরত অমৃতের এই মহোৎসবে।

গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড্

চলিয়াছ তুমি সড়কের রাজা কলিকাতা হ'তে 'পেশবার'
সুবিধা পেয়েছ কত নদ-নদী নগরীর সাথে মেশবার।
আঙুর পেস্তা কিস্‌মিস্
পেতে জিভ্ করে নিশ্‌পিস্
ডাকে 'খাইবার' গিরি-পথ ডাকে, ডাকিনী এলায়ে কেশভার।

২

'পাকুড়' পাথরে 'চূণার' আদরে কাঁকরে কাঁকরে ছয়লাপ,
কোথা কালো কোথা শুভ্র পাংশু কোথা লাল করে জয়লাভ।
পথে পথে ছায়া-ছত্র
হিরণ হরিৎ পত্র
সিন্ধু-বরুণা-গঙ্গা-যমুনা দর্শনে হরি' লয় পাপ।

৩

কোথাও গো-গাড়ী আদার ব্যাপারী জাহাজের খোঁজে চল্‌ছে,
টোঙ্গা একা পাল্কী ছক্কা লক্কার মতো টলছে।
ছুটেছে অশ্ব তুষ্ট,
উষ্ট্রের দল পুষ্ট
কোথাও মোটর ভাপ্‌রা উগারি' দাপটে ছুনিয়া দলছে।

৪

সাঁওতাল দল কোথাও নাচে, বা আয়োজন করে রাঁধবার,
খর্জ্জুর গাছে রজ্জুর সাথে বংশী ও হাঁড়ি বাঁধবার।
কাবুলীরা লাঠি হস্তে
চলেছে চাহে না বস্‌তে,
জননীর কোলে ছোট ছেলে ওই তোড়জোড় করে কাঁদবার।

৫

কোথাও নিকানো মাটির ছাদেতে বধূরা কাটিছে চরকা,
রাঙা পাথরের বুরুজের গায়ে মর্ম্মরে গাঁথা ঝরকা।
রূপসী কৃষক-কন্যা,
ছুটায় রূপের বন্যা,
কোথাও ঢেকেছে রমনীর রূপ রমনীয় সব বোরকা।

৬

বহুভাষী তুমি কথা কও কভু হিন্দি উর্দ্দু বাঙ্‌লায়,
পুস্তুতে তুমি চোস্ত দেখি যে, বল কে তোমারে সামলায়।
সুর যে তোমাকে হাতড়ায়
ঠুংরি কাজরী দাদ্‌রায়,
ঘটাও সখ্য খান্দানী সেখ, বাবু, শেঠ, চাষা লাঙ্‌লায়।

৭

ধর্ম্ম তোমার বিশ্বজননীন পথে পথে তব মন্দির,
নগরে নগরে কত মসজিদ গির্জ্জা ও প্রতিদ্বন্দ্বীর।
সমাধির সব গম্বুজ
কাল নীরে শ্বেত অম্বুজ
রয়েছে দাঁড়ায়ে স্বর্গে মর্ত্ত্যে ফন্দি করিছে সন্ধির।

৮

পথ দেখাইয়া পানিপথ দিয়ে, ভাঙ গড় কত দিল্লী,
কোথাও তোমার বাজিছে সারঙ্ কোথাও ডাকিছে ঝিল্লি।
কোথাও মিনার উঠ্‌ছে,
কোথা বীণাতার টুট্‌ছে,
কোথাও উগ্র ব্যাঘ্রের বাসা কোথাও আভীরপল্লী।

৯

তুমি নিয়ে যাও দুর্ব্বার সেনা কামান অশ্ব হস্তী,
দেশের ফসল নষ্ট করিয়া ছড়ায়ে মৃতের অস্থি।

ল'য়ে যাও দিবারাত্রি—
ঝোলা ঝাণ্ডা ও যাত্রী,
সোহাগে কোথাও লোহাকে গলাও দরিয়ায় স্থাপো বস্‌তি।

১০

স্বর্গ না হোক ভূ-স্বর্গ যেতে সড়ক বানালে শের শা,
সিধা আগাগোড়া, নয় বাঁকাচোরা কোনোখানে নয় তেরচা।
ভারতের দুই প্রান্ত
এক করি'।তবে ক্ষান্ত,
গঙ্গার তুমি সঙ্গীই বটে, দেখে মনে হয় ঈর্ষা।

১১

তুমিই মিশালে আমে-আখরোটে, আলু-বোখারায়, চালতায়,
এক পর্দ্দায় 'ফুটি' 'সর্দ্দায়' পুনকো পালং পলতায়।
বাঙালী এবং তুর্কে
দুর্গাবাড়ী ও দুর্গে,
জর্দ্দার সাথে সাঁচিপান আর সুর্ম্মার সাথে আলতায়।

১২

তুমিই মিশালে শালে মস্‌লিনে হুঁকার সঙ্গে ফরশী,
মিহিদানা কাছে বেদানা বসিল বর্শার কাছে বঁড়শী।
হিঙ্‌ কলায়ের পার্শ্বে,
চিনে লওয়া আর ভার যে,
ভুট্টা বালাম বাসমতি সব একদম পাড়াপড়শী।

১৩

বিলকুল ভাই তক্‌লিফ নাই হরঘড়ি সব ছুটছে,
কোথা খায় পাক ময়ূরের ঝাঁক, টিয়া টাকসোনা উড়ছে।
হরিণ ঊষর ক্ষেত্রে
চাহিছে আকুল নেত্রে,
বাঙালীর ছেলে বাঙ্‌লার লাগি' তবু আঁখি মন ঝুরছে।

বড়দিন

বড়দিন আজ সত্যই বড় দিন।
নহে এ-ভারত আজ কারো চেয়ে হীন
যীশুখ্রীষ্টের পুণ্য জন্মতিথি—
প্রেম, ক্ষমা, আর সব-জীবে সম্প্রীতি
লইয়া এসেছ—জগতের খ্রীষ্টান
সুধাই তোমারে কতটুকু দিল মান ?
প্রেমের ধর্ম্মে হিংসা করেছে গ্রাস,
জগদ্‌বন্ধু হ'লো জগতের ত্রাস !

২

আজ নহ তুমি—দম্ভে দর্পে লীন
শাসকদলের অভিনন্দিত দিন।
রাজার জাতির ধরিয়া হস্তখানি
তুমি বড়দিন এবার আসনি জানি।
এসেছ বিনীত সনাতন গৌরবে
বড়দিন—লই বরণ করিয়া সবে।
কেমনে বুঝিবে তোমার এ-সম্মান
বোমা-পেটা-পটু পশ্চিমী খ্রীষ্টান !

৩

হে যীশুখ্রীষ্ট ! এসো প্রাচ্যের দান,
হে পরশমণি ! পরশন চায় প্রাণ।
তুমি আনিয়াছ প্রেম-অমৃতের ধারা,
গরল করিল গর্ব্বে তাহাকে যারা,
যারা করুণাকে আবরিল ভ্রূকুটিতে
ক্ষমা নাই—জমা প্রতিহিংসাই চিতে ;

প্রাণ দিতে নয়—প্রাণ নিতে তারা দড়
তোমা ছেড়ে তারা ক্রুশকে করেছে বড়।

৪

পুঞ্জিত পাপ যাহারা করিল জমা।
এবারও তাদেরে তুমি কি করিবে ক্ষমা?
তোমার নামের তারা কি মহিমা বোঝে?
মদোন্মত্ত তারা কি তোমাকে খোঁজে?
ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে তাকায়ে থাকো—
তারা ধর্ম্মের মর্ম্মই বোঝে নাকো।
ভারত তোমারে পর ভাবে নাকো আর।
লহ প্রণিপাত—লহ এ নমস্কার।

ভৃগুমুনি

কৃষ্ণের বুকে পদাঘাত করি'
চলে ভৃগুমুনি বনপথ ধরি'
কিন্তু, মুনির মনটা বড় বিষণ্ণ।
কহে চার্বাক পথে হ'য়ে সাথী
শক্তিমানকে মারিয়াছ লাথি
গৌরব সে তো, বেদনা মনে কি জন্য?

সবে ভয়ে করে যাহারে প্রণাম,
জানাইয়া দিলে তাকে তার দাম
জগতের ভয় ভাঙালে এতে কি দুঃখ?
ভৃগু কন্ শোন্ মূঢ় তোরে কই
করিয়া আঘাত দুঃখিত নই
তাঁর ক্ষমা মোরে ব্যাকুল করেছে, মুর্খ।

শুনি তাঁর বুকে পদ ঠেকাইলে
অনন্ত কাল নরক যে মিলে,
তাই গিয়েছিনু তাঁরে পরীক্ষা করতে।
সর্ব্বশক্তিমানের বিনয়
দেখিনু তাহাতে টলিবার নয়
অনন্ত কাল হবে মোরে কেঁদে মর্‌তে।

নরক-যাতনা ছিল যেরে ভালো,
ক্ষমায় আমার বুক জ্ব'লে গেল,
আঘাত করিয়া কি আঘাত পেনু বক্ষে!
ষড়ৈশ্বর্য্যে নাই অভিমান
অধমে করে সে মর্য্যাদা দান
অনুতাপ-বারি রুধিতে পারি না চক্ষে।

তাঁরে পদাঘাত করা খুব সোজা
শক্ত তাঁহার মহিমাটি বোঝা—
করুণায় তাঁর নাহিরে নাহিরে অন্ত।
যিনি জগদীশ বিশ্বম্ভর
সব পদ পড়ে তাঁহার উপর
তাঁর পদ পায়—সে বড় ভাগ্যবন্ত।

পূর্ব্বাভাস

সারা দেশ জুড়ি' এই যে রক্তরাগ,
কোন অরুণের দেয় রে পূর্ব্বাভাস ?
কিসের লাগিয়া এই নরমেধ-যাগ ?
এ শব-সাধনে কি সিদ্ধি-আশ্বাস ?

চারিদিকে এই চিতাভস্মের রাশি,
মজ্জা অস্থি পরশ মাগিছে কার ?
স্বরগ হইতে কোন সে গঙ্গা আসি'
অভিশপ্তের করিবে রে উদ্ধার ?

এই হানাহানি নগ্ন বর্ব্বরতা
রক্তপাগল রক্তলোলুপ মন,
খর করবালে বিনাশের উগ্রতা
কোন কল্কির করিছে উদ্বোধন ?

উড়ে ঝঞ্ঝায় উদ্যত জটাজাল
এ কার বিষাণ বাজিছে নিরন্তর ?
খণ্ড চন্দ্রে ঝলমল করে ভাল
সত্য কি আজ আসে প্রলয়ঙ্কর ?

এত হলাহল এত কালকূট বিষ
নীলকণ্ঠকে দিতেছে কি পুন ডাক ?
সমরে কাহারে ডাকিছে অহনিশ
ব্যথিত বুকের পাঞ্চজন্য শাঁখ ?

প্রসব-বেদনা পরাধীনা দেবকীর
দেখি শঙ্কিত হ'য়োনা হে ভীরু তুমি
নাসিতে ও ভালোবাসিতে আসিছে বীর
নব কেশবের আজি জন্মাষ্টমী।

ব্রিটিশের বিদায়ে বিদায়-আরতি

(ব্রিটিশের ভারত-ত্যাগে)

বহু দোষ আছে, বহু পাপ আছে, সরল তোমরা নও,
অহঙ্কারীও চরম, সদাই আপনার কথা কও।
তবুও তোমার জাতির নিকট সকল জাতির হার,
তোমরা মানব-জাতির এবং ধরার অলঙ্কার।
ভারত হইতে চলিয়া যেতেছ—পথ গৌরবময়,
বিশ্বের ইতিহাসে রেখে গেলে সব সেরা পরিচয়।

২

ধুয়ে ক্লাইভের সব কলঙ্ক, হেস্টিংসের পাপ,
হ'লে নির্ম্মল, হ'লে পবিত্র খণ্ডাবে অভিশাপ।
তোমার জাতিরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ দিলে দান,
বিজয়কিরীট শিরে যে পরালে কখন হবে না ম্লান।
দাস-ব্যবসায় উঠায়ে করেছ যে পুণ্য-সঞ্চয়,
ক্ষয়ে গিয়েছিল—পেলে নব বল, জয় জয় তব জয়।

৩

এই যে বিশাল বৃহৎ ভারত, নর-দেবতার ভূমি
মুক্ত করিয়া মহাপুণ্যের ভাগী যে হইলে তুমি।
কালে মুছে যাবে হয়তো তোমার রাজ্য শৌর্য্য সব,
অটুট তবুও চিরদিন রবে এ কীর্ত্তি-গৌরব।

ক্ষয়ী এ-বিশ্বে অক্ষয় কিছু করিল তোমার জাতি
আনিল যশের আলো পরিবেশে অমরত্বের ভাতি।

৪

এই ধরণীর সব চঞ্চল, নহেক কিছুই স্থায়ী
তোমরা উঠিলে অমৃতের হ্রদে আনন্দে অবগাহি।
সকল দীনতা সব অপরাধ, সব গ্লানি করি' দূর—
স্থাপিলে তোমরা চির-স্মরণের দাবী যে সুপ্রচুর।
বজ্র লইয়া এসেছিলে তাতে কেবলি ছিল যে জ্বালা,
এখন যেতেছ অতিথি হইয়া ল'য়ে মন্দারমালা।

৫

হ'য়ে বিতাড়িত, লাঞ্ছিত, হৃত, অনেক জেতাই যায়
তুঁষের ধোঁয়ায়, কুলার বাতাসে,—নাহি গৌরব তায়।
তোমরা যেতেছ—মহা উল্লাসে করিয়া সমর্পণ—
যোগ্য হস্তে নবীন ভারত—ভাগ্য অসাধারণ।
ন্যাসের মতন ছিল এ-ভারত, করি' প্রত্যর্পণ
জানাইয়া দিলে নহ তুমি চোর—সত্যই মহাজন।

৬

তোমরা যেতেছ ঘন-গৌরবে উচ্ছল মহিমায়,
মাঘী-পূর্ণিমা যথা বসন্তে আহ্বানি চ'লে যায়।
তোমরা যেতেছ সাফল্যময় আনন্দে অনুরাগে,
যেমন দেউল করি' সমাপ্ত শিল্পী বিদায় মাগে।
শঙ্খ-ঘণ্টা-হুলুধ্বনিতে মুখর তোমার পথ,
গঙ্গার অবতরণ দেখিয়া চ'লে গেল ভগীরথ।

কণ্ঠ পন্থা

সভ্যতার সে রোমীয় গতির হয়নি ব্যতিক্রম,
'কেপুয়া' হইতে আমরা চলেছি রোম।
সভ্যতার আজ রন্ধ্রে শনিগ্রহ,
চারিদিকে শুধু ক্রীতদাস-বিদ্রোহ,
সারি সারি শব ঝুলিতেছে ক্রুশে, এ নহে স্বপ্নভ্রম।

২

কেপুয়া কোরিয়া কোঙ্গো কেনিয়ায় বিশেষ প্রভেদ নাই,
কাজ করিতেছে একই সে সভ্যতাই।
বাড়িছে শত্রু,—যতই হতেছে নাশ,
নব নব রূপে আসিছে "স্পার্টাকাস",
এ-পথে কেবল পচা কৃষ্টির আমিষ গন্ধ পাই।

৩

আনন্দ পায় জাতি নিপীড়নে ভয়াল নির্য্যাতনে,
সুরুচি সরম গিয়াছে, নির্ব্বাসনে।
দেখি মুমূর্ষু গ্লাডিয়েটারের দল
হাসিছে জনতা উল্লাসে চঞ্চল,
যাহা নির্ম্মল, রোমাঞ্চকর তাই দেখে তাই শোনে।

৪

শুচি ও সূক্ষ্ম রসানুভূতিতে আসিয়াছে অবসাদ,
এলো জঘন্য কদর্যতায় সাধ।
সঙ্ঘাতে, প্রতিহিংসা লোকক্ষয়ে,
জাতির স্ফূর্ত্তি তৃপ্তি লুকায়ে রহে,
নরহত্যাই সব চেয়ে হ'লো লঘুতম অপরাধ।

৫

বিভীষিকা আর বীভৎসতার হ'লো সবে উপাসক,
কাপালিক-ব্রতে সিদ্ধি লভিতে সখ।
মানুষ তো আর নহে কল্যাণকৃৎ
ধ্বসিয়া গিয়াছে সাধু-সমাজের ভিত্,
জ্ঞানের আলোক কালাগ্নি হ'য়ে জ্বলিতেছে ধক্ ধক্।

৬

নগরী যখন পুড়িত তখন 'নীরো' বাজাতেন বীণা
তাতে ছিল তবু সুর-শিল্পীর চিনা।
বীণা না বাজায়ে 'বোমাই' বাজায় যারা
নীরোর চেয়ে কি বেশী সদাশয় তারা ?
দহে হিরোসিমা তপে বর চায় ধ্বংস, হিংসা, ঘৃণা।

৭

সভ্যতা এলো সূক্ষ্ম শরীরে আণবিক পর্যায়ে,
'র‍্যাটল' সাপের 'টোটেম' তাহার গায়ে,
হাতে ঠগী-ফাঁস কনক কলস কাঁখে
উচাটন আর মারণ মন্ত্র হাঁকে,
বিভেদ এবং বিপ্লব-ডাকা মঞ্জীর তার পায়ে।

৮

'কেপুয়া' হইতে রোমের পথেই গতি তার অবিরাম
ঘৃণ্য যা তাই লাগিতেছে অভিরাম।
কৃষ্টি যে আজ পুষ্টি চাহিছে নিতে,
ইতিহাসে নয়, গোয়েন্দা-কাহিনীতে
ইহার লাগিয়া অপেক্ষমাণ পম্পীর পরিণাম।

শাক্ত

মা আমাদের দয়াময়ী, মা আমাদের সর্ব্বনাশী,
ভালোবাসি আমরা মায়ের বরাভয় ও অট্টহাসি।
তোমরা লহ সকল আলো আমরা রব অন্ধকারে,
অন্ধকারে মায়ের কোলে থাকতে বলো ভয় বা কারে ?
তোমরা সবাই ধ্যান কর গো জপ কর গো আপন মনে
মায়ের নূপুর ঝিন্‌ঝিনিতে নাচবো মোরা মায়ের সনে।
তোমরা ভুবন ভাগ ক'রে লও আমরা শ্মশান-মাঝে,
যম যে দূরে থমকে দাঁড়ায় মায়ের শঙ্খ বাজে।
পুণ্য-পাপের ধার ধারিনে ভয় করিনে দুঃখরাশি
মা যে মোদের দয়াময়ী, মা যে মোদের সর্ব্বনাশী।

২

কান্ত কোমল শান্ত যাহা, তোমরা বাঁটি লও গো সবে,
আমরা লব কঠিন কঠোর বীভৎস যা রুদ্র ভবে।
সূচীভেদ্য অন্ধকারে শ্মশানেতে জাগবো রাতি,
চণ্ডালের ওই সাধন-শবের বক্ষটিতেই শয্যা পাতি।
কণ্ঠে ল'য়ে অস্থিমালা কপালে ত্রিপুণ্ড্র এঁকে
পঙ্কমুণ্ডী রচবো মোরা অঙ্গে চিতা-ভস্ম মেখে।
ছিন্ন করি' কণ্ঠ নিজের প্রস্রবণের উষ্ণধারে,
হৃদয় ভরে শোণিত ধারায় জিয়াবো মা অম্বিকারে।
চামুণ্ডার ভীম তাণ্ডবেতে শাক্ত মোরা হর্ষে ভাসি
মা যে মোদের দয়াময়ী, মা যে মোদের সর্ব্বনাশী।

৩

শুষ্ক হাড়ের খট্‌খটিতে, শোকের কাতর কণ্ঠরোলে,
নিরাশার ভীম অট্টহাসে চিত্তদোলা আর না দোলে।

চক্ষে মোদের অশ্রু নাহি শঙ্কা নাশি' ডঙ্কা মারি,
মৃত্যু পায়ের ভৃত্য মোদের, নিত্য আছে আজ্ঞাকারী।
কর্ম্ম মোদের ধর্ম্ম জানি, ধর্ম্ম জানি সংযমেতে,
হৃদয়শোণিত ঢালতে পারি ছয়টি রিপুর তর্পণেতে।
সোনার টোপর সপ্তডিঙা ভুবনে বই হাস্যমুখে,
মা যে কমল-কামিনী গো অপার ভবসিন্ধু বুকে।
মায়ের সনে আমরা কাঁদি, মায়ের সনে ভালোই বাসি,
মা যে মোদের দয়াময়ী, মা যে মোদের সর্ব্বনাশী।

অঘোরপন্থী

অর্দ্ধ দগ্ধ গলিত কন্থাভার,
সদ্য চিতার অস্থি ও অঙ্গার,
করাল করোটি, ধুম্‌রা দুলিছে গলে,
আসব আবেশে ভোর হ'য়ে যেন চলে।
কর্ণে তাহার সুবৃহৎ কুণ্ডল,
উদ্যত জটা যেন ভুজঙ্গদল,
মূর্ত্তি তাহার রহস্যময় কি যে
অঘোরপন্থী তুম্‌ভ্র বলে সে নিজে।

২

সে সূচিভেদ্য গহন আঁধার যাচে
মেঘ ও বজ্র বিদ্যুতে বুক নাচে।
চুম্বক সম তাহার আকর্ষণ
টানে ধরণীর গ্লানি ও আবর্জ্জন।
যে থাকিতে চায় শুধু তাহাদের নিয়া,
রুদ্রদেবের ক্ষুদ্র সে সাপ্নড়িয়া।

শকুনির ঝাঁক নিশীথে যখন ডাকে,
ফুৎকার দেয় তুম্‌ভ্রূ তাঁহার সাথে।

৩

প্রভু যে তাহার অঘোরেশ্বর শিব,
তিনি জীবন্ত আর সব নির্জীব,
তার নামে যাহা গ্রহণ করে তা শুচি,
সম কুৎসিত অকুৎসিতে যে রুচি।
পান করে বিষ—খ্যাতি আর অখ্যাতি,
সে জানে নিজেকে নীলকণ্ঠের জাতি।
সব রসই মিঠা, কি ফল প্রভেদ গণি'
উঠে বংশীর সব রন্ধ্রেই ধ্বনি।

৪

তুম্‌ভ্রূ বলে ও কালির আঁখরগুলি,
জ্ঞানের বিশাল কি রাজ্য দেয় খুলি'।
যে-বীজমন্ত্র তোমারে দিলেন গুরু,
সেইখানে শেষ যেখানে তাহার সুরু।
রহিল সে-বীজ কঠিন মোড়কে মোড়া,
পিঁজরাপোলেতে অশ্বমেধের ঘোড়া।
মোরা সে-মন্ত্র সাধি সহস্র দলে,
অচিন্ত্যনীয় আদান-প্রদান চলে।

৫

ঘৃণার কি আছে? করি যাহা ব্যবহার—
এ নর-কপাল নহে তো অবজ্ঞার।
কত ভাব কত চিন্তার এ যে রাজা,
শিরায় শিরায় রঙিন গোলাপ তাজা।
কত অনুভূতি—কতই গভীর স্নেহ
বসতি করেছে ভুলিতে পারে কি কেহ?

ইহাতে-আমাতে প্রভেদ কদিন লাগি
তাই ভালোবাসি—এত তার অনুরাগী।

৬

অতি অদ্ভুত তুম্‌ব্রুর বিশ্বাস,
কুৎসিত মাঝে সুন্দর করে বাস।
হীরক যেমন অঙ্গার হ'তে জাগে,
শিব হ'তে হ'লে—শব হ'তে হবে আগে।
মুক্তি পাইতে ঠিক মুক্তার মতো
সহিতে হইবে সাগরের দেওয়া ক্ষত।
ঘৃণা-আবরণ সব আবরণ সেরা
সেই তো মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া।

৭

সঙ্গ তাহার খোঁজে কুতূহলী দলে
নিগূঢ় তাহার সাধনের কথা বলে।
স্পর্শে তাহার একথা মিথ্যা নয়
দ্রব্যগুণের পরিবর্ত্তন হয়।
পঙ্কশয্যা যত পারো ঘৃণা কর,
ফোটায় কমল সে তাহা তুলিতে দড়।
ব্যাসকাশী হ'তে কাশী কতটুকু দূর?
তুম্‌ব্রু কি হবে জানেন চন্দ্রচূড়।

কাপালিক

ষোড়শ বর্ষের যুবা বৈভব সংসার তুচ্ছ করি'
ভৈরব ত্রিশূল করে, মাখি' ভস্ম ব্যাঘ্রাজিন পরি',
বাহিরিল গৃহ হ'তে, সাধু এক বলেছিল তায়,
লভিবে সে মহাসিদ্ধি অম্বিকার উগ্র তপস্যায়।
ধরি' কাপালিক ব্রত, অভ্যাসিয়া কঠোর সংযম,
দৃঢ় তার হৃদিটিরে করেছে সে আজি দৃঢ়তম।
সাঙ্গ করি' এত দিনে ভারতের তীর্থ পর্য্যটন
পুণ্যতীর্থ উজানিতে উপনীত আসি' সে এখন।
মহাপীঠ উজানির, খড়্গ মোক্ষণের পূত মাঠে
বিজন 'ভ্রমরাদহ' 'খুল্লনা'র চিহ্নিত সে-ঘাটে,
শ্যামল বিল্বের তলে কাপালিক রচিল আসন
সুবৃহৎ হোমকুণ্ড 'পঞ্চমুণ্ডী' দেখিতে ভীষণ।

২

সূচিভেদ্য অন্ধকার ঝটিকা-মুখর অমানিশি,
নিবিড় জলদজাল, সব তারা মেঘে গেছে মিশি।
সহসা উঠিল জ্বলি' সন্ন্যাসীর হোম-কুণ্ড মাঝ
নয়ন ঝলসি' ভীম উজ্জ্বল বহ্নির শিখা আজ।
পার্শ্বে কৃষ্ণ শবদেহ, হস্ত-পদে রজ্জুর বন্ধন
নর-কপালের মাঝে অপূর্ব্ব নৈবেদ্য আয়োজন।
সিন্দূরাক্ত হাড়মালা, কাপালিক ধরি' নিজ গলে,
পরিয়া কৌষেয় বস্ত্র রক্তসূতা বাঁধিয়া কপালে।
আঁকি' অঙ্গারের ফোঁটা রুদ্র জটা তুলি' শির'পর
চণ্ডাল শবের পরে বীরাসন রচিল সত্বর।

আরম্ভিল তপ যোগী, আসে বিভীষিকা প্রলোভন,
হ'লে সাধনার সিদ্ধি লভিবে সে শ্যামার দর্শন।

৩

মগ্ন তাপসের পাশে প্রথম আসিল মৃদু হাসি',
উদ্ভিন্ন-যৌবনা নারী আলুথালু কৃষ্ণ কেশরাশি
স্ফীত বক্ষ উঠে কাঁপি', চঞ্চল অঞ্চল বারে বারে,
বিভ্রম বিলাস কত করিল সে তপঃ ভাঙিবারে।
সংযমী রহিল স্থির ধ্যানমগ্ন স্তিমিত নয়ন,
লজ্জায় মোহিনী মায়া পলকে হইল অদর্শন।
তারপর মধুবাদ্য কলকণ্ঠ অপ্সরার গান,
মদন উৎসবে শত ষোড়শীর সলাজ আহ্বান।
ঐশ্বর্য্যের সমারোহ মণি-মাণিক্যের ছড়াছড়ি
আসবে অলস নেত্র এলো সব নাগর নাগরী।
অচল সংযমী চিত্ত দুই চক্ষু বাহি' পড়ে নীর
'মা' 'মা' রব উচ্চারিল থাকি' থাকি' কণ্ঠ সুগম্ভীর।

৪

তারপর উলঙ্গিনী নিশাচরী রাক্ষসীর দল,
দীর্ঘ দন্তে নরমুণ্ড ভ্রূকুটিয়া চিবায় কেবল।
দুই ওষ্ঠ বহি' পড়ে দরদর শোণিতের ধার
অর্দ্ধ কবলিত শিশু প্রাণপণে করিছে চীৎকার।
ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের সারি, শৃগাল গৃধিনী শত শত
বদন ব্যাদান করি' আসিতে লাগিল অবিরত।
তবু নড়িল না সাধু, অটল রহিল বীরাসন
আয়ত বিশাল বক্ষ হ'লো যেন লোহার মতন।

৫

তারপর শ্রান্ত পদে একাকিনী সুমন্দ গমনে
আসিল কি এক মূর্ত্তি সন্ন্যাসীর মানস-নয়নে।

ক্ষীরধারা বহে স্তনে দুটি চক্ষু জলে গেল ভরি',
ডাকিল সে সন্ন্যাসীর শৈশবের ডাকনাম ধরি'।
চমকি উঠিল যোগী সে মধুর সে করুণ স্বরে,
যুগ-যুগান্তের কথা আজ যেন জাগিল অন্তরে!
সহসা পড়িল মনে, সেই গ্রাম সেই গৃহখানি
শত পরিচিত মুখ শত কথা কে আনিল টানি'।
বিস্ময়ে মেলিল আঁখি সব শূন্য অট্ট অট্ট হাসি
ভাঙি' তাপসের ধ্যান পলাইল নিরাশা রাক্ষসী।

৬

বুঝিল সন্ন্যাসী সবি মোহময়ী মায়ার ছলন।
ভূতলে লুকায়ে মুখ লুটাইয়া করিল রোদন,
নিভাইল হোমকুণ্ড, কাটি' দিল শবের বন্ধন
ভাঙি' দিল পঞ্চমুণ্ডী, নৈবেদ্য করিল বিসর্জ্জন।
ফেলিল ভ্রমরা-জলে কণ্ঠের সে হাড়মালা টুটে,
বলিল তটিনীকূলে সাশ্রুনেত্রে, যুক্ত-করপুটে—
"দয়াময়ী মা আমার ক্ষমো এ দীনের অপরাধ
মিটিয়াছে চিরতরে অভাগার জীবনের সাধ,
শৈশবে সংসার ত্যজি' করিবারে তোমার সাধন
কাটানু জীবন সারা, বিফল সে হ'লো আরাধন।"
যৌবনের প্রলোভন রূপ বিত্ত নিখিল সংসার,
পারে নাই ভাঙিবারে ক্ষণতরে যে-ধ্যান আমার।
শ্মশানে জননীকণ্ঠে ডাকি' মায়া করিল চঞ্চল
কঠিন শাক্তের চিত করিল মা সকলি বিফল।
আমি অসংযমী মাতঃ, দেখিলাম শক্তি নাহি মোর,
কাটিবারে সংসারের অতিমাত্র ক্ষীণ স্নেহডোর।
চল্লিশ বৎসর ধরি' স্নান করি' শত নদীস্রোতে
ধুতে নারিলাম মাগো সেই ছবি হৃদিপট হ'তে।

৭

এত বলি' কাপালিক ভ্রমরার ঘন কৃষ্ণজলে
ঢালিতে তাপিত দেহ দুই হস্ত প্রসারিল বলে।
আরাধ্যা মঙ্গলামাতা হাসি হাসি দুটি' কর ধরি'
অবশ সাধক-দেহ রাখিলেন নিজ ক্রোড়ে করি'।
বলিলেন, "উঠ বৎস, মহাব্রত পূর্ণ তব আজ
আশিস্ নির্ম্মাল্য লহ, আজি তব সিদ্ধ সব কাজ।
নহে তোর ব্যর্থ পূজা, দেবগ্রাহ্য সার্থক, সুন্দর,
প্রীতা আমি উঠ বৎস লভ নিজ আকাঙ্ক্ষিত বর।
স্নেহপ্রেমপ্রীতিহীন কর্কশ কঠিন কারাগার
পারে না হইতে কভু দেবতার বিলাস আগার।
আপনার জননীরে জেনো বৎস পারে যে ভুলিতে
বিশ্বজননীর স্নেহ সে কখনো পারে না লভিতে।"

রামপ্রসাদ

তুমি আসিবার আগে ফুটিত না হেথা
আমাদের গৃহ-জবা বারমেসে ফুল,
তুমি আসিবার আগে রাঙা রঙে আর
সে রাঙা চরণ ব'লে হত নাকো ভুল।

২

তুমি আসিবার আগে রাজ-রাজেশ্বরী
শুভঙ্করী ভয়ঙ্করী ছিল মা মোদের,
মায়েরে মা ক'রে নিলে তুমিই প্রথম
চিনাইলে অন্নপূর্ণা ধাত্রী জগতের।

৩

তুমি যে দামাল ছেলে আত্নরে গোপাল,
কেড়ে নিলে মুণ্ডমালা, অসি খরধার,
মায়ের আটহাসে ছেলে অতুল সোহাগ
দশ হস্তে ঘুরে ফিরে ঝিনুক খোকার।

৪

ভক্তি আর শক্তি এক নহে ভিন্ন ভেদ
তুমিই দেখায়ে দিলে করিলে প্রচার,
গান আর প্রাণ তুমি ক'রে দিলে এক,
ভক্তিকে করিয়া দিলে পূজা উপচার।

৫

হে ভক্ত, পূজার লাগি' গ'ড়ে ছিলে তুমি,
ভক্তিভরে যেই শিব গঙ্গামৃত্তিকায়,
জাগ্রত দেবতা হ'য়ে মহামহিমায়
হ'লো তা অনাদিলিঙ্গ পূজিত সবার।

বৈষ্ণব

মোদের হরি বংশীধারী, মোদের হরি মাখনচোরা,
যুগল রূপের উপাসী যে, পিপাসী যে রসের মোরা।
স্মরণে তাঁর পরশ-মধু, নামে ঝরে পীযুষধারা,
মুগ্ধ মোদের মানস-বধূ, পেয়ে তাহার গীতের সাড়া।
কোথায় কুরুক্ষেত্রে কোথা পাঞ্চজন্য যেথায় বাজে,
গাণ্ডীবের ভীম টঙ্কারেতে দলে দলে সৈন্য সাজে।
আমরা তাহার ধার ধারিনে, খুঁজি কোথা তমাল-ছায়ে,
মিশেছে রাই কনকলতা কল্পতরু শ্যামের গায়ে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান তোমরা লহ, শাস' বরুণ প্রভঞ্জনে,
তুচ্ছ কর বিশ্বনাথে দর্পহারী নিরঞ্জনে।
জ্ঞান তাহারে চিনিয়ে দেবে, প্রমাণ তারে আনবে কাছে
এমন দারুণ তুষ্ট আশায় বৈষ্ণবের হায় প্রাণ কি বাঁচে?
চাইনে মোরা শক্তি ওগো, ভক্তিভরে ডাকবো তাঁরে,
প্রণয়ী সে রাখাল-রাজা দূরে কি আর থাকতে পারে?
মগ্ন রব সে-রূপ ধ্যানে, মনে মনে গাঁথবো মালা,
আসবে হৃদয়-কুঞ্জে ওগো আসবে ফিরে চিকনকালা।

তোমরা প্রবল, তোমরা প্রখর, নিত্য নূতন বাঞ্ছা মনে
ক্ষুদ্র তবু চাই যে ধরা ঢাকতে প্রেমের আচ্ছাদনে।
যুদ্ধ কর শত্রু নাশো, কাঁপাও ধরা গর্জ্জনেতে,
আনন্দ পাই আমরা আগে, শান্তি যে পাই বর্জ্জনেতে।
রক্ত মেখে তোমরা নাচ—টলাও ভারে বসুন্ধরা,
প্রীতির আবীর কুঙ্কুমেতে হোলি খেলাই করবো মোরা।
দাও দেবে দাও টিট্‌কারী, ধিক্ নিত্য রটাও নতুন কথা
নিবিড় মিলন-আনন্দে সব ভুলবো মোরা প্রাণের ব্যথা।

রহস্য

ভগবান—যেমন কৃপণ আবার তিনি তেমনি দানী।
কি বিরাট—ব্যাপার দেখে মরিস্ কেঁদে রে সন্ধানী॥
নিদাঘে—কেবল ধূ—ধূ, ধূসরের—ধুলোট শুধু,
বরষায়— সাজান ধরা শ্যামলিমার ভাসান আনি'॥

২

শরতে—কমলবনে মহোৎসবের ছড়াছড়ি,
শেফালি—যূথী বেলা লতায় পাতায় জড়াজড়ি।

পুলকে—যে ফুল ফোটে, ধূলাতে—যে ফুল লোটে,
শীতে তার—আধেক পেলে ধরা যে লয় ধন্য মানি॥

৩

ময়ূরের—গায়েই দিলেন রঙের তূলি উজাড় ক'রে।
কালি আর—কেবল ভূষো পাপিয়া আর পিকের তরে।
আকাশে—পট ঝুলানো কেবলি—নীল বুলানো,
ফড়িঙের—ফিন্‌ফিনে গায় নানান্ রঙের কি আমদানী॥

৪

কি সুরের—পরিবেশন ক্ষুদ্র শ্যামার কণ্ঠে মরি,
ডিমে ঐ—প্রজাপতির পান্না মণির কি মাধুরী।
বাঘিনীর—বক্ষে আহা, কি নিবিড়—শাবকমায়া,
চকোরের—চক্ষে আহা গড়লে সুধার কি রাজধানী।

৫

খুঁজিয়া—ধরার ভিতর কোথাও কি আর মেলেনি দেশ!
মৃগের ওই—নাভির ভিতর এই সুরভির উপনিবেশ।
দশনে—অহির দিলে হলাহল—বেবাক ঢেলে,
মধুর ভার—মৌমাছিকে, মিললো না কি অপর প্রাণী॥

৬

করুণায়—কেউ দেখেছে সে বিশ্বরূপ ভুবনজোড়া,
কেহবা—যুগলরূপের মাধুরীতেই আপনহারা,
কেউ পেলে—সেবাধিকার, কেউ কৃপা-দৃষ্টি বা তাঁর,
যেচে এই—জীবন ধ'রে পেলাম না তাঁর পা দু'খানি।

বাউল

বাউল আমি, আমিই রাজা—আমিই যুবরাজ রে
'আওরাখা' মোর সখের পোশাক অভিষেকের সাজ রে।
ওইটি গায়ে নূপুর পায়ে
গান গেয়েছি বাদলবায়ে
আমার সাধের গাবগুবাগুব সঙ্গে নাহি আজ রে॥

২

নাচের ছিল ভঙ্গী কত মত্ত ছিল চিত্ত।
মন যে তখন দেহের সাথে করতো সদাই নৃত্য।
হাজার তালির আওরাখাতে
লাগতো হাওয়া সন্ধ্যা প্রাতে,
গুনগুনানির উনঘুনানি আর ছিল না কাজ রে॥

৩

ঢংটি নূতন, রঙটি ছিল গৈরিক এবং খৈরী,
যেন যুগের জমাট পুলক উল্লাসে তা তৈরী।
সে কি অগাধ স্ফূর্ত্তি তাহার,
যেমন মূর্ত্তি, তেমনি বাহার
অঙ্গে তাহার শান্তিপুরের সাতটা রাসের ঝাঁঝ রে॥

৪

বাবার সময় বলতে আমার নাইকো মোটেই লজ্জা,
জীর্ণ আমি ওইটি আমার আসল 'আমি'র সজ্জা।
ওতেই আমি জড়িয়ে আছি,
ইচ্ছা যে হয় কেবল নাচি
মনের বাউল লুকিয়ে আছে আজও উহার মাঝ রে॥

গোপীযন্ত্র

সেতার আমি নই তা জানি নইকো আমি সারঙ্গ।
তবু আমি বাজবো খানিক ক'রো না কেউ বারণ গো।
অসম্ভব বা আজগুবি যা
সেটা বুঝেও যায় না বোঝা,
আমি তারি কারবারী যে জানিনাকো কারণ গো॥

২

আমি ভবের পাগলা পথিক, দমকা হাওয়া বসন্তর,
উড়িয়ে বেড়াই ফাগের পরাগ পথ যে আমার স্বতন্তর।
চাই অচেনায় চিনিয়ে দিতে
আনন্দকে ছিনিয়ে নিতে,
রসিককে রাগ রসের মাঝে—করতে যে চাই ধারণ গো॥

৩

ধনী মানীর আদর পেতে করিনাকো প্রাণান্ত
সহজিয়া সহজ খুঁজি সহজে পাই আনন্দ।
দু' দণ্ডেরি আলাপই খুব
বাজিয়ে যাব গাবগুবাগুব
অকূলের কোন কেঁদুলিতে করবো গিয়ে পারণ গো॥

বৈষ্ণব-বন্দনা

তোমরা উদাসী গৃহী নহ প্রভু চরণে প্রণাম করি,
মনকে তোমরা করিয়াছ বন কুঞ্জ সেখানে গড়ি।
বুঝিতে পারিনে ভিখারী কি ধনী,
কানু লাগি' আনো ক্ষীর-সর-ননী
তাঁহারি সেবায় গোটা দিন যায় কেটে যায় বিভাবরী।

২

নামে এত রুচি এমন পীরিতি ভুবনে মেলা যে ভার,
দেবতারে কর প্রেমের পুতুল তুলনা যে নাহি তার।
বিপুল পৃথিবী গৃহ পরিজন,
কেহ যেন তব নয়কো আপন
গরবী নাগরী শ্যামের সোহাগে নিয়েছ গাগরী ভরি'।

৩

তোমরা জ্ঞানের পাষাণভূমিতে মধুর মালতী ফুল,
ঊষর মরুর ধূসর বালুতে যমুনার কুলুকুল।
হাটের মাঝারে যেন মৃদঙ্গ
কঠোর কারায় সাধুর সঙ্গ,
তোমাদের প্রীতি মনোহর সাহী পদাবলী মধুকরী।

৪

তমালের তলে তোমাদের গৃহ যমুনার কূলে বাসা,
অনুরাগী কর রসের বেসাতি প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা।
বংশীর স্বরে উদাস পরাণ
হরিণীর মতো কর আনচান
গোরা গরবিনী তোমাদের আমি পুরুষ বলিতে ডরি।

৫

দেহ-মন সব হরিরে স'পেছ তিল ও তুলসী দিয়া
কালা কলঙ্কে গরব ধরে না কানুকে স'পেছ হিয়া।
সব কাজ তব তাঁরি আরাধনা
তাঁরি দেওয়া দুখ, তাঁহারি বেদনা,
সংসার তাঁর সমুখে রেখেছ তাঁরে নিবেদন করি' ॥

৬

মুক্তি চাহ না, মুক্তি বিতর তোমরা ভক্তিকামী,
কৃষ্ণসেবার অধিকারে জানো মোক্ষের চেয়ে দামী।
হেরি নবঘন ঝরে আঁখিধার
ভকতির কথা কি বলিব আর।
অনুরাগ-ফাগে ভুবন রাঙালে এ কি প্রেম মরি মরি ॥

পুরীমন্দিরে

বিদায় হৃদয়রাজ,
নয়নের জলে কাঙাল যাত্রী—বিদায় মাগিছে আজ।
ল'য়ে অতি ক্ষীণ ভকতির কণা,
বহুদূর হ'তে এসেছে এ-জনা
ভবনে তোমার ঠাঁই দিলে প্রভু হরিলে সকল লাজ

২

মন্দিরবায়ু শত ভকতের ভরা অনুরাগ মাখা।
ভকতি-নম্র অক্ষয়-বট ছায়াময় তারি শাখা,
তৃষিত অযুত আঁখির আলোক,
ভকত-হিয়ার অধীর পুলক—
দেবতা-চরণ-চিহ্নিত পথ মরমে রহিল আঁকা।

৩

দুর্ব্বল হিয়া কাঁপে দুরু দুরু দাঁড়াইতে তব আগে,
ও বিশাল আঁখি হেরি পাপ-তাপ সভয়ে বিদায় মাগে।
বেদী পরশিতে শিহরে যে বুক,
পূত শঙ্কায় শুকায় এ-মুখ,
পাষাণ-হৃদয় হয় বিগলিত গ'লে যায় অনুরাগে।

৪

রাখিয়া গেলাম, আঁখির পিয়াসা আরতির দীপে তুলি',
হিয়ার ভকতি রাখিয়া গেলাম পাদ্য-সলিলে গুলি'।
মিশায়ে গেলাম বিদায়ের ক্ষণে
কাতর কামনা পথধূলি সনে
তোমার প্রসাদে ভিখারীর আজ পূর্ণ হয়েছে ঝুলি।

এসো

এসো, গোটা এ বাগান আলো-করা ফুল অনিমেষ পথ চাওয়া,
এসো, খর নিদাঘের হৃদয়জুড়ানো সজল মলয় হাওয়া।
তুমি সাগরের শেষ সীমা হে,
তুমি ধূ ধূ মাঠে শ্যামলিমা যে,
তুমি, দুখের প্রবাসে বুকের সে-গান বহুদিন ভুলে যাওয়া।

২

এসো, ভাঙা এ বুকের রাঙা রাঙা দাগে গোপন চরণ ফেলে,
এসো, কমলদীঘিতে নব অরুণের অনুরাগ আঁখি মেলে।
এসো, নব আষাঢ়ের ঘন ঘোর,
এসো, চির মধুময় বঁধু মোর।
এসো, মরুর বালুতে তরুর মমতা ফুলে ফুলে পথ ছাওয়া।

৩

এসো, তমালের শাখে বহুদিন পরে ঝুলুক ঝুলন ডুরি,
এসো, শিস্ দিয়ে ডাকা কপোতের ঝাঁকে ফাঁকে ফাঁকে মোরা ঘুরি।
এসো, এসো মুখভরা মধুনাম
এসো, এসো হে নয়ন-অভিরাম,
এসো, বুকভরা ধন সোনার স্বপন আপনা করিয়া পাওয়া।

কীর্ত্তন-গান

কেন থাকি ল'য়ে রূপরস রূপা সোনা,
এ-গান আমারে ক'রে দেয় আনমনা।
মনে হয় আছি হ'য়ে দীনহীন,
কোথা করঙ্গ, কোথা কৌপীন ?
কে আমি ? কাহার করিতেছি উপাসনা ?

বন্দী সিংহ নগরের পিঁজরায়
গিরি গহনের কুসুম-গন্ধ পায়।
চাতকের মতো আছে যে ঈগল,
কাটিতে চাহে সে লতার শিকল
পাহাড়িয়া ঝড় এসে লাগে তার গায়॥

বদ্ধ হরিণ শোনে বংশীর স্বর,
মনে পড়ে তার পিয়াল বনের ঘর।
রাজপথে ভারবাহী 'কুলিয়ার'
মনে পড়ে মহাসাগরের পার,
কল-কল্লোলে হয় সে জাতিস্মর॥

এহ্যেহি

হে প্রভু আসিছ তুমি কি ?
রাঙা হ'য়ে কেন উঠিতেছে ধরা জানিতে পেরেছে ভূমি কি ?
জনসমুদ্র কেন উতরোল ?
কোথা থেকে উঠে হেন কল্লোল ?
আবর্ত্তময় যত পল্বল দেখিয়া দাঁড়াই থমকি'।

২

তুমি কি আসিছ হে কেশব ?
র'য়ে র'য়ে মোর কানে যে পশিছে তব অশ্বের হ্রেষারব !
খর করবালে রক্তের রেখা—
করে ঝলমল, কেন যায় দেখা ?
মণ্ডলী রচি' নর্ত্তন করে নারায়ণী সেনা ও কি সব ?

৩

ও কি উৎসব মরণের ?
এই চরাচর ইঙ্গিত পেল বুঝি তব অবতরণের।
উন্মাদনায় যায় জীব মরি',
কদম্বরেণুসম পড়ে ঝরি',—
হিন্দোলে এসে ঘন দোল দেয় কোন সে শঙ্কাহরণের ?

৪

কুসুম ঢেকেছে পিয়ালে
জীর্ণ শীর্ণ মৃতকল্পেরে এমন ক'রে কে জিয়ালে ?
প্রলয় দোলের রাঙা পিচকারী
বিস্মিত ভীত—চিনিতে যে পারি,
ভুবন ভরিয়া উড়ে রাঙা ফাগ ও মরণবাহী খেয়ালে।

৫

দেখি আঁখি মেলে কি করি ?
কিরীটে তোমার কোটী সূর্য্যের কিরণ পড়িছে ঠিকরি'।
তীব্র জ্যোতিতে হারা হল সব,
তুমি ছাড়া নাই কিছুই কেশব,
ছন্নছাড়া এ-বিশ্বে বাঁধুক তোমার প্রেমের নিগড়ই।

৬

বট হে তুমিই বট হে,
পাঞ্চজন্য কম্বুনিনাদ পশিছে কর্ণপটহে।
নহে আনন্দ, নহে সৎ চিৎ,
এ বিশ্বরূপ লোকক্ষয়কৃৎ,
নূতন যুগের করিতে সূচনা হ'লে প্রলয়ের নট হে।

৭

কই শার্ঙ্গ পাণিতে ?
দুষ্কৃতদলে দলিতে আসিছ, সাধুরে অভয় দানিতে।
মহাসমুদ্র উঠিছে ফাঁপিয়া,
জীবময়ী ধরা উঠিছে কাঁপিয়া,
করাল কোটাল জোয়ার আসিছে শফরী পেরেছে জানিতে।

৮

ধরাতলে লুটে প্রণমি,
ভুবন-টলানো তব আগমন এই লীলা গণি চরমই।
বহুদিন পরে আসিছ আবার
উদ্বেল করি' সুধাপারাবার—
রেখে যাই নতি,—জানিনে রহিব কোথায় কি হ'য়ে জনমি'।

প্রণতি

মোরা—ভক্ত সাধুর পদরেণু পিয়াসী।
তাই—চরণে লুটাতে শির ভাল যে বাসি।
তোমরা গরবে শির কর না নত,
হাসিয়া চলিয়া যাও ঝড়ের মতো,
আহা,—চরণে দলিয়া যাও আশিস্ রাশি।

২

আহা,—ও ধূলার কত গুণ জান না ধনী!
ও যে,—লোহারে কনক করা পরশমণি।
অশনি কুসুম হয়, পাষাণ গলে,
মরুরে ভাসায়ে দেয় জোয়ার-জলে,
ওরে,—ধূলি নয় ও যে রজ কলুষনাশী।

৩

ওই,—স্বরগের দেওয়া স্বাতী তারার জলে,
বুকে—ভকতির রূপে মহামুকুতা ফলে।
ও যে—শ্যাম-অনুরাগীদের আবিরকণা
কলুষ কালিয়া নাগ লুকায় ফণা,
ও যে,—মূকেরে মুখর করে মরি সাবাসি।

ভক্তির যুক্তি

শুভ ফাল্গুনে দেখা হ'লো মোর এক কৃষকের সাথে,
পুলকে দেখিছে ক্ষেত্রের ফসল হুঁকাটি লইয়া হাতে।
দেখিয়া আমারে নোওয়াইয়া মাথা কহিল, ঠাকুর শোনো—
"তুমি পণ্ডিত, আমি তো মূর্খ, জ্ঞান নাই মোর কোনো।

পাড়ায় আজিকে তর্ক হয়েছে একটা বিষয় নিয়ে,
এই ছুনিয়ার মালিক যে-জন পুরুষ বটে, কি মেয়ে ?
ধর্ম্মরাজের দেয়াসী মহেশ বলিয়াছে জটা নাড়ি'—
ধরার কর্ত্তা জগদীশ্বর হইতে পারে কি নারী ?
আমি তো অবাক ! প্রসব করেছে এই যে ছুনিয়াখানা
শ্যামা মা আমার, একথা জানে না সবারি-তো আছে জানা।
জগৎ-জননী মা না হ'তো যদি দোপাটী পেত কি ফোঁটা ?
গোলাপ পেত কি রাঙা চেলী তার কদলী গরদ গোটা ?
ময়ূর পেত কি ময়ূরকণ্ঠী রেশমী পোশাক টিয়া ?
ঝুঁটি কোথা পেত ছোট বুলবুলি বাঁধা লাল ফিতা দিয়া ?
ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে পারে, পারে যে সোহাগ দিতে—
কাজলে সাজাতে পারে টিপ দিয়ে, দেখিনি তো হেন পিতে !
সামনেই দেখ ছুষ্টু বোল্‌তা সোনালী ঘুন্সী-পরা।
বকের কামিজে কিবা ইস্তিরি যায় না ময়লা করা !
ডোবার যে পানা—তাহারও পোশাক তাহাতেও ফুল-কাটা ;
ওর-ও গায়ে দেখ সবুজ দোলাই—ওই যে খেজুর-কাঁটা।
তুমিই ঠাকুর, কর মীমাংসা"—বলিল সে হাসিমুখে ;
আমি তার সেই কর্কশ কর টানিয়া নিলাম বুকে।
বলিলাম জেনো ধর্ম্ম-ক্ষেত্র এই যে তোমার মাঠ,
নীরবে হেথায় তুমিই করেছ বুকের চণ্ডীপাঠ !
তুমি ভক্তির গরদ পরেছ তোমারে প্রণাম কোটি,
পাতা খেয়ে খেয়ে ভোঁতা হ'লো মুখ, আমরা কাটছি গুটী।

; ১

অন্ধ

অন্ধ আমি রে অন্ধ।
বন্দী অমার এ তনু-কারার সিংহ-দুয়ার বন্ধ।
প্রবেশ নিষেধ রবি ও শশীর
চারিদিকে ঘন গণ্ডী মসীর
সেথায় আলোক রূপ ও রঙের নাই প্রবেশের রন্ধ্র।

২

ব্যথিত চিত্তবৃত্তি
ভাবে কি নিবিড় যবনিকা ঢাকা
রূপময়ী এই পৃথ্বী।
নিকটে বিপুল আলোক-পাথার
আমি রে যাত্রী কালো দরিয়ার
পশে কানে শুধু সপ্ত-ডিঙার বৈঠা ফেলার ছন্দ।

৩

কি বিপুল প্রেমানন্দ,
ভেসে আসে যবে বিচিত্র সুর
দূর বনফুলগন্ধ।
শুনি কর্কশ কঠিন এ ক্ষিতি,
মোর কাছে এ যে গন্ধ ও গীতি,
না জানিয়া পান-পাত্র কেমন পান করি মকরন্দ।

৪

কাড়িয়া লয়েছ দৃষ্টি,
হে সৃষ্টিধর দেখিতে দিলে না সুন্দর তব সৃষ্টি।
তব মহিমার বহিঃপ্রকাশ
দেখিতে দিলে না মোরে নীলাকাশ
বুঝালে জগৎ জগদীশ একই মিটায়ে সকল ধন্দ।

৫

বুঝিনে ইহার অর্থ,
শুধু ছোট তুটি কালো বর্ত্তুল জীবন করিবে ব্যর্থ ?
দরশনে যদি এতই কৃপণ
চাহিনা তা,—দাও তব পরশন
সর্ব্ব অঙ্গে সুধা সিঞ্চনে ঘুচাও মনের দ্বন্দ্ব।

মূক

করেছেন মূক—আমাদেরে ঈশ্বর
বুঝিতে পারিনে অভিশাপ ? না এ বর।
ব্যথা দিই নাকো কারেও কথার বিষে,
মাটি হ'য়ে থাকি মাটির সঙ্গে মিশে,
পাষাণ-দেবতা মোরা তাঁরই অনুচর।

২

রবি-শশী-তারা গ্রহগণ সব মূক,
তাদেরে হেরিয়া কতক ভুলি এ তুখ !
এ বসুন্ধরা বাক্‌হীনা মৃন্ময়ী
আমাদের কাছে হ'য়ে থাক চিণ্ময়ী,
থাকি ভাবঘোরে তন্ময় অন্তর।

৩

ভগবান তুমি শুনি অবর্ণনীয়,
ভাষা নাই যার তার স্তব আগে নিয়ো।
নারি আনন্দ প্রকাশ করিতে নিজে
মুখে খেলে জ্যোতি নয়ন উঠে যে ভিজে,
শিহরে পুলক রোমাঞ্চে কলেবর।

৪

এই সংসার রঙ্গমঞ্চোপরি,
মোরা নির্ব্বাক অভিনয় শুধু করি।
রস পায়—কথা রসনা পায়না খুঁজি
অনুচ্চারিত মন্ত্রে তোমারে পূজি,
অগীত এ গীত হোক তব প্রীতিকর॥

অর্জ্জুন

মহাপ্রস্থান ঘনায়ে আসিছে স্থির হ'য়ে আছে দিন,
যাবে পাণ্ডব—ধরা বান্ধবহীন।
কর্ম্মব্যস্ত ইন্দ্রপ্রস্থ, আজি অবসাদময়—
এবার যাত্রা দিগ্বিজয়ের নয়।
নগরের আলো মিটমিট করে, নীরব নাট্যশালা—
বিরাট বিদায়-আরতির এলো পালা।
রাজকার্য্যেতে শ্লথ শৃঙ্খলা, কঠোরতা চারিপাশে,
বসন্ত যায়—জানায় নিদাঘ আসে।
পার্থ সমীপে দাঁড়ালো জনেক চিত্রশিল্পী আসি'
আলেখ্য তার দেখাইতে অভিলাষী।
কহিল বিনয়ে, হে পরন্তপ, তোমার কীর্ত্তিগুলি
রঙে ও রেখায় এঁকেছে আমার তূলি।
সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের অগ্রগণ্য বীর
হেরি আনন্দে ঝরে মোর আঁখিনীর,
তন্ময় হ'য়ে আঁকিয়াছি ছবি দ্বাদশ বর্ষ ধরি'
সময় হবে কি? দেখিবেন কৃপা করি?

লভি অনুমতি, শিল্পী তাঁহাকে দেখান চিত্রাবলী—
যেন সজ্জিত পুষ্পের অঞ্জলি।
যাজ্ঞসেনীর স্বয়ম্বরের সভা ওই দেখা যায়,
চন্দ্রের পরিমণ্ডল ধরা গায়।
মৎস্য-চক্র ভেদ করিছেন কিশোর সব্যসাচী,
বিপুল জনতা হেরে সাফল্য যাচি'।
চিত্রসেন ঐ দুর্য্যোধনকে কুরুকুলবধূসহ
ধ'রে লয়ে যায়—লজ্জা দুর্বিষহ।
শরজালে তার পথ রোধ করি' রোষে ফাল্গুনী ক'ন
"চেন না উনি কে? নৃপতি দুর্য্যোধন।
বিচার-বিমূঢ়, জেনো ভায়ে ভায়ে কলহ থাকুক যত
আজ মোরা ভাই পঞ্চোত্তর শত।"
রণে মহাবল চিত্রসেনকে বন্দী করিয়া আনি
ওই শুনিছেন যুধিষ্ঠিরের বাণী।
বিরাট গোগৃহে যুঝিছেন দেখ বৃহন্নলার বেশে—
চেনে শত্রুরা শরের আঘাতে শেষে।
তার শর হের কুরুক্ষেত্রে কপিধ্বজের পর
মুহ্যমান সে পার্থ ধনুর্ধর।
কৃষ্ণের তনু মাধুর্য্যময়, স্বেদের বিন্দু ভালে
বাণীরূপা গীতা আলোর অন্তরালে।
শরশয্যায় তৃষিত ভীষ্ম, গাণ্ডীবী চঞ্চল
ভোগবতী ধারা উঠে ভেদি' ধরাতল।
ওই দহিছেন খাণ্ডব-বন ওই হের শরে শরে
রচিছেন সেতু নীলাম্বুধির পরে।
যত বিক্রম তত লাবণ্য, সংযমী তত তিনি
অভিমানে ফেরে উর্ব্বশী গরবিনী।

প্রতি চিত্রটি রঙে অনুপম, নাহিক অঙ্গ হানি,
জয়-মুখরিত জীবন নাট্যখানি।
হেরিয়া পার্থ প্রীত-বিস্মিত শিল্পীরে ডাকি' কন
সত্যই তব চিত্র অসাধারণ।
কিন্তু কেন এ রঙ ও রেখার করিয়াছ অপচয় ?
তব অর্জ্জুন এ অর্জ্জুন তো নয়।
ও অর্জ্জুন যে চির-কিশোরের বন্ধু ও অনুচর
দেখিছ না মোর নিত্য রূপান্তর।
তোমার দিব্যবর্ণে তূলিতে তিনি রহিলেন বাঁচি'
মহাপ্রস্থান-পথে আমি চলিয়াছি।
একটি ছবি যে, হে চিত্রকর আঁকিতে রেখেছ বাকী
ভবিষ্যৎকে এখনি দিও না ফাঁকি।
তোমার অজেয় ওই অর্জ্জুন কৃষ্ণ-সারথিহারা
কত অসহায় জানে দর্শক যারা,
ছিল না শক্তি তুলি' গাণ্ডীব শত্রুকে রোধিবার
লুটে নিল তারা দ্বারকার ভাণ্ডার।
তাঁহাকে খেলার পুতুল করিয়ো, কৃষ্ণকে বাজিকর
সে ছবিই হবে সত্য ও সুন্দর।”

পূজা

ফোটার পুলক স্মরায় ঝরার ব্যথা
ফুল চায় তার ফোটার সার্থকতা।
সে খোঁজে না কোথা আছে মুক্তির চাবি,
কেবল পূজার অধিকার করে দাবী,
দেবতা তাহার যেথা আছে যায় তথা।

২

রূপ তো পূজার মর্য্যাদা কত বোঝে,
ধূপ অনলের অঙ্গ যেমন খোঁজে,
চায় শুধু তুলির বিলাসলীলা
ছেনীর আঘাতে পুষ্পিত হয় শিলা
রেবা মর্ম্মরশিলাতলে অবনতা।

৩

সাধনা চলিছে শুধু সিদ্ধির লাগি'
পূজারী যে সেই সুরসিক অনুরাগী,
করে তপস্যা নির্জ্জনে ভগীরথ,
সুরধুনী খুঁজে অবতরণের পথ,
ভাবকে সদাই সন্ধান করে কথা।

ভক্ত

একজন শুধু আপনার বটে, তবু তার কেহ পর নাই,
যেখানেই থাকে সেই তার ঘর কোনো খানে তার ঘর নাই
সকল ভবনে তার ভাণ্ডার
নিঃস্ব যদি সে ধনী কেবা আর ?
করপুট তার স্বর্ণপাত্র ভৃঙ্গার নদী-ঝরনাই।

২

দেহ করে শুধু মনকে ধারণ মন করে সব কার্য্য,
পৃথিবী তাহার দূরে প'ড়ে থাকে বুকে অমৃতের রাজ্য।
নিমীলিত আঁখি পিয়াসী চকোর
রূপরস পিয়ে রহে সে বিভোর
বরণীয় তার একটি বস্তু আর সব তার ত্যাজ্য।

৩

সে হরিপ্রেমের নব অম্বুদ কি অমিয় করে বৃষ্টি।
নবীন মাধুরী লভে নরলোক হয় লাবণ্য সৃষ্টি।
উর্দ্ধে তোলার মন্ত্র সে জানে,
স্বরগের পথে ধরা টেনে আনে,
দুর্লভ করে সুলভ তাহার অমৃতমধুর দৃষ্টি।

৪

অসম্ভবেরে সম্ভব করে সত্যসন্ধ বাক্য,
তাহার কৃপার যোগ্য যে হয় অতি বড় তার ভাগ্য।
শ্যামের বাঁশরী তার অধিকারে,
যে সুর ইচ্ছা বাজাইতে পারে,
তার চরণের ধূলিকণা জানি কিরীটের চেয়ে শ্লাঘ্য।

প্রতীক্ষায়

এখনো নদীকূলে রেখেছি তরীখান,
নিরাশে কেটে গেল দীরঘ দিনমান।
অদূরে নীলাকাশে
তপন নিভে আসে,
দিনের আলো ধীরে হ'লো যে অবসান।

২

গহন কালো মেঘ ঢাকিছে নীলিমায়,
ঝটিকা হু হু করে মরম বেদনায়।
ধূসর তরুশিরে
আঁধার নামে ধীরে,
পথিকে একেবারে পথে না দেখা যায়।

৩

ডেকেছে বান আজি ফুলিছে নদীজল,
আঘাতি দুটি তীর করিছে কলকল,
ভাঙা এ তরী মোর
ভাসাতে করে জোর।
তরণী ঘায় ঘায় কাঁপিছে অবিরল।

৪

আঁধার ঘন ঘোর নব তুফান মাঝ
তরণী ডুবু ডুবু বুঝি গো শেষ আজ।
আজিকে শেষ দেখা
দাও হে প্রাণসখা,
হৃদয় মাঝে এসো, এসো হৃদয়রাজ।

ভৃত্য

প্রভু হইবার নাহিক আমার শক্তি সামর্থ্য,
যুগ যুগ ধরি' পরিচারক আর আমিই যে ভৃত্য।
মনুরে আমিই মানুষ করেছি, সহিয়াছি আব্দার,
কোলে করি' আমি কান্না ভুলানু সেদিন মান্ধাতার।
রামভদ্রের হামাগুড়ি দেখে হাসিয়া হয়েছি খুন,
'দাদা' ব'লে মোরে গরব বাড়ালে বালক ভীমার্জ্জুন।
আমি যাই আসি শুধু সেবা করি সদা প্রফুল্ল মন,
আমার সুখের নিকট তুচ্ছ রাজার সিংহাসন।

২

উমার বিয়ের টোপর এনেছি, আনিয়াছি চিঁড়া ক্ষীর,
অক্ষয় শাঁখা গড়ায়ে এনেছি বিবাহে সাবিত্রীর।

দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের বহিয়াছি শত ভার,
দ্বিরাগমনের সঙ্গী হয়েছি শ্রীবৎস-চিন্তার।
পাতিয়া দিয়েছি বেদব্যাসের আমিই অজিনাসন,
জনমান্তর ভাগ্য স্মরিয়া উড়ু উড়ু করে মন।
প্রভু যে ছিলেন কালিদাস মোর, ছিনু তাঁর অনুরাগী,
তুলট কাগজ কিনিয়া এনেছি শকুন্তলার লাগি।

৩

কৃষ্ণদাসের পাদুকা বহেছি সাথী ছিনু দিবাযামী,
মোর হাত হ'তে হরীতকী লন সনাতন গোস্বামী।
চণ্ডীদাসের লেখা পদাবলী আমি রাখিতাম তুলি'
স্বহস্তে আমি সেলাই করেছি নরোত্তমের ঝুলি।
রামপ্রসাদের বেড়ার বাখারি আমিই এনেছি বহি',
মহামায়া এলো কন্যা সাজিয়া দেখিয়াছি দূরে রহি।
ধনী মহাজন, রাজা মহারাজ হিংসা করিনে কারু,
গর্ব্ব আমার বিদ্যাপতির বহেছি গামছা-গাড়ু।

৪

আনন্দে সহি' শত গঞ্জনা ধরি' ভৃত্যের ভেখ
জীবনে হয়েছে কত না সাধুর পদরজে অভিষেক।
অকিঞ্চনের কি মহাভাগ্য ? এ ভুবন তার গেহ
পরশমণির পরশে তাহার কাঞ্চন হ'লো দেহ।
গরুড়ের আমি জ্ঞাতি ও দায়াদ, এ যে আনন্দ ভারী,
ভৃত্য হয়েই হয়েছি নিত্য অমৃতের অধিকারী।
আমি আসি যাই শুধু সেবা করি সদা প্রফুল্ল মন,
আমার সুখের নিকট তুচ্ছ রাজার সিংহাসন।

সোমনাথের পূজারী

পোহায়েছে কালরাত্রি কেটেছে বিষবাষ্পের জাল,
হলাহল পান শেষ—ফিরে এসো সোমনাথ মহাকাল।
পিনাকী তোমার ডমরুর সাড়া পশিছে আমার কানে,
গরজিছে অহি—তৃতীয় চক্ষু বহ্নি শলাকা হানে,
সুধাস্যন্দী খণ্ডচন্দ্র আলোকিছে তব ভাল—
প্রণমামি মহাকাল।

২

তোমার লাগিয়া কেঁদে ফিরি আমি কোথা তুমি জগদীশ ?
সর্ব্ব অঙ্গে সুধা যে আমার সর্ব্ব অঙ্গে বিষ।
তব মন্দির পাষাণের সনে চূর্ণ হয়েছি আমি,
আমার সর্ব্ব মর্ম্মবেদনা জানো অন্তর্য্যামী,
পথ চেয়ে আছি হে নীলকণ্ঠ—আমি যে অহর্নিশ
ফিরে এসো জগদীশ।

৩

বক্ষে সাগর উথলে আমার এ কি উল্লাস জাগে ?
ত্র্যম্বক্ তব অট্টহাসের ধ্বনি কানে এসে লাগে।
শুনিতেছি আমি তব জটাজালে গঙ্গার কুলুকুল,
আসিতেছ তুমি বিশ্ব ব্যাপিয়া বহে বায়ু অনুকূল।
আবার বেপথুমতী বসুমতী লাজারুণ অনুরাগে
তব আগমন মাগে।

৪

কাল মেঘে উড়ে তব জটাজাল ভারত আকাশ ঘেরি,
তব ত্রিশূলের জ্যোতিঃ বিদ্যুৎ চমকে—চমকি হেরি।

ঝঙ্কার রোলে শঙ্খ বাজিছে উঠিছে হুলুধ্বনি
জাগো হর হর ব্যোম ব্যোম ডাক শুভ সঙ্কেত গণি,
বাজে র'য়ে র'য়ে ভুবন কাঁপায়ে মঙ্গল জয়ভেরী
নাই আর নাই দেরী।

বিন্ধ্যের আনন্দ

গর্ব্বিত মন, অভ্রংলিহ শির
যেন বিস্ময় মুগ্ধ ধরিত্রীর।
বিন্ধ্য মূর্ত্ত দম্ভ দর্প ক্রোধ
উঠিছে করিতে সূর্য্যকে অবরোধ।
দাঁড়ালেন তার সমুখে সহসা আসি'
স্নিগ্ধ দৃষ্টি বদনে মধুর হাসি
ঋষি অগস্ত্য বিন্ধ্যের গুরু তিনি
করেন সাগর গণ্ডূষে পান যিনি।
উদ্ধত গিরি সচকিত সম্ভ্রমে
হেরি' গুরুদেবে ভূমে লুটাইয়া নমে।
বিন্ধ্য গুরুর পদরজ অভিষেকে
নবীন চেতনা লভিয়া ভুবন দেখে।
কোথা অহমিকা আত্মপ্রতিষ্ঠার
আত্মসমর্পণেই তৃপ্তি তার।
সূর্য্যকে রোধ করুক যাহারা পারে
বিন্ধ্য বিলীন একটি নমস্কারে।
প্রতাপ-পিয়াসী পাহাড় নহে সে আর
অফুরন্ত সে একটি নমস্কার।

নিষ্কর্ম্মা

পাড়াগাঁয়ের অকেজো দল গ্রামকে তারা আপন জানে,
জটলা ক'রে এক সাথে সব দিনরাত্তির তামাক টানে।
বকুলতলে চাটাই পেতে সারা দুপুর খেলছে পাশা,
উচ্চহাসে ফাটায় পাড়া সংশোধনের নাইকো আশা।
কবির গানের আখড়া দেওয়া, খোল বাজায়ে নৃত্য করা,
মতি রায়ের নতুন পালা এক সঙ্গে সবাই পড়া।
জরুরী কাজ এ-সব তাদের বকুনি খায় ফিরলে ঘরে,
তবু তাদের ভক্ত আমি, দরদ আমার তাদের তরে।

সকল বিয়ের বরযাত্রী যেতে হ'লে আগায় তারা,
'নষ্টচন্দ্রে' রাত্রি সারা ঘুরে বেড়ায় সকল পাড়া।
তারাই করে পরিবেশন, ভোজের কাজে তারাই লাগে,
'অষ্টপ্রহর' তারাই জমায়, মেলার চাঁদা তারাই মাগে।
তারাই নিত্য সেবার পুরুৎ, তারাই তো যায় নিমন্ত্রণে,
আত্মীয়তা তারাই রাখে, আপন করে সকল জনে।
কেবল পরের কাজ ক'রে যায় অকেজো তাই সবাই বলে,
স্মরি তাদের গুণের কথা, ভাসি আমি নয়ন জলে।

গ্রামে কোন অতিথ এলে আদর ক'রে তারাই ডাকে,
গ্রামের রোগী দুখীর খবর সবার আগে তারাই রাখে।
রাতদুপুরে ডাকলে পরে লম্ফ দিয়ে তারাই আসে,
সুদিনে সব সুখের সুখী, দিল্ খুলে যে তারাই হাসে।
গ্রামবাসীদের বিপৎকালে তারাই আগে কোমর বাঁধে,
গাঁয়ের মড়ার সদ্গতি হয় চ'ড়ে তাদের শক্ত কাঁধে।

গ্রামে গ্রামে হে ভগবান অকেজো দল এমনি দিয়ো,
তারাই গ্রামের গৌরবই যে আমার পরম বন্দনীয়।

ডোমের মেয়ে

দ্বাদশ বরষ দেশান্তরী, স্বামী তাহার আসবে কি ?
মেঘে ঢাকা দ্বাদশী চাঁদ নীল আকাশে ভাস্‌বে কি ?
স্বামীর লাগি' ব্রত পারণ নিত্য করে চণ্ডীমার,
প্রণামে খাল হ'লো মাটি তুলসীতলের গণ্ডীটার।
যখন তখন স্বামীর লাগি' নিত্য ফেলে নেত্রনীর,
কথা শোনে ভক্তিভরে সতী সীতা সাবিত্রীর।
বাহুতে কী শক্তি তাহার, করে না সে কাউকে ডর,
লাঠির ঘায়ে মেরেছিল একটা বড় বন্‌-শূয়র।
ভক্তি করে ভয়ও করে চামুণ্ডার সে বোন নাকি ?
রূপকে ঘিরে কী তেজ জাগে, সত্য সে নাগকন্যা কি ?
হঠাৎ ঘরে ফিরলো স্বামী, গ্রাম ভরেছে উল্লাসে,
ফিরে এলো কোথায় থেকে লখিন্দরের তুল্য সে।
এলো গাঁয়ের নারী পুরুষ, অন্দরের-ও বন্দিনী,
মূর্চ্ছা গেছে দেখল পতির পায়ে ডোমের নন্দিনী।
যেমন কঠোর তেমনি কোমল কোন বাগানের ফুল ওরা ?
ওরাই পারিজাতের জাতি, ওরাই মোদের ফুল্লরা।

গ্রামের মায়া

জমিদারী বিকিয়ে গেছে, গেছেন জমিদার—
কেবল শিশুপুত্র ল'য়ে পত্নী থাকেন তাঁর।
নেইকো স্বজন নেইকো বিষয়, থাকবে না তো মান,
পুত্র ল'য়ে বাপের বাড়ী পালিয়ে যেতে চান।
এসেছে আজ পাল্‌কী যে তাঁর বাপের বাড়ী থেকে,
কাতার দিয়ে কাতর চোখে প্রজারা তাই দেখে।
তাঁর নিরুপায় বুক ফাটে হায় ছাড়তে সোনার পুরী,
পড়ছে মনে র'য়ে র'য়ে কৌশল্যা শাশুড়ী।
টানছে তাঁকে তাঁর যে স্বামীর সাতপুরুষের ভিটে,
দুঃখ হেথায় অন্য ঠাঁই-এর সুখের চেয়ে মিঠে।
চোখে অতীত উৎসবাদি ভাসছে ফিরে ফিরে,
বসুধারার ধারায় ধারায় জাগছে সবই ধীরে।

এমন সময় প্রাচীন পাইক প্রণাম ক'রে বলে,
"বৌ-রাণী আজ গ্রামটি ফেলে কোথায় যাবে চ'লে ?
পাল্‌কী সাথে এসেছিলাম যেদিন তোমার বিয়ে ,
আজকে চলুক পালকী আমার বুকের উপর দিয়ে।
মাগো তোমার ষড়াননের শিখীই যদি মরে,
বেঁচে আছে নন্দী তাকে ফিরবে কাঁধে ক'রে।
দল বেঁধে সব তোমার প্রজা বলছে—কথা রাখো,
মাটি গেছে মানুষ নিয়েই না হয় মাগো থাকো।
রাজ্য গেছে, মুকুট গেছে, শনির শাপে জানি—
তবু তুমি চিন্তাদেবী কাঠুরেদের রাণী।"

অজয়ের চর

আমি ব'সে দেখি অজয় নদীর চর,
নব নব রূপ ধরে সে নিরন্তর।
দূরে বহে স্রোত রজতরেখার মতো
শত জলচর কলরব করে কত।
কাশবনে তার যত শালিখের ঘর॥

সোনালী উষায় আগে তারে দিনমণি
করে 'কোলারের' যেন স্বর্ণের খনি।
ক্ষণেক পরেই শুভ্র-রবির তেজে—
'গোলকুণ্ডার' হীরক-আকর সে যে,
জগৎশেঠের নিজামতী বন্দর॥

বৈকালে তার বুক দিয়া সারি সারি
কুম্ভ লইয়া আসে যায় কত নারী।
হয়ে বেলাভূমি অপূর্ব্ব মনোলোভা
ধরে যেন নব কুম্ভমেলার শোভা,
ছায়া ও আলোর হরিহর-ছত্তর॥

অজয়ের চর ভুলায় আমার মন—
দর্শনীয়ের পাই সেথা দরশন।
তীর্থের ফল সেই দেয় মোরে আনি',
আমি তো তারেই কন্যাকুমারী জানি,
তা-ই মোর সেতুবন্ধ রামেশ্বর॥

পাড়াগেঁয়ে

(১)

কাঠ-পাথরের শহরেতে হয় না আমার ঘুম,
রাত্রি ভরি' হরঘড়ি সেই ঘর্ঘর গুম্‌গুম্‌।
স্বস্তি নাহি তিল, গর্জিছে হুইশিল,
কড়া নাড়ার নাইতো বিরাম যাতায়াতের ধুম্‌।

(২)

আমি থাকি সুদূর গ্রামে বনরাজির মাঝ,
শোভন লোভন শ্যামল কোমল নিয়েই আমার কাজ।
শর্ব্বরী নিঃঝুম ঝিঁঝিঁদের মরশুম্‌
চারিদিকে মধুর মৃদু মিষ্টি সব আওয়াজ।

(৩)

প্রান্তরেতে শিয়াল ডাকে শুন্‌তে বেশ আরাম,
মনে পড়ায় পদ্মদীঘি পদ্মনাভের নাম।
রাত্রি যতই হোক জড়িয়ে থাকে চোখ্‌
মোহান্ত হায় ঘুমের ঘোরেই ডাকেন 'রাধে শ্যাম'।

(৪)

শেষ রাতেতে কাছের গাছে পাপিয়া দেয় ডাক,
গন্ধ যে পাই কোথায় পোড়ে অম্বুরী তামাক।
কেউ বা ভানে ধান কেউ বা ধরে গান,
কোথাও ওঠে হুলুধ্বনি কোথাও বাজে শাঁখ।

(৫)

রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন দেখি রোজ—
সোনার স্বপন সুধার স্বপন দেয় অজানার খোঁজ।
রাত যে আমার প্রিয় স্নিগ্ধ রমণীয়।
অন্ধকারের রাজসূয়োতে অনাগতের ভোজ।

(৬)

নিদ্‌নগরীর কালিন্দীতে করি আমি স্নান,
পবিত্র হয় দেহের সনে আমার মনঃ প্রাণ।
মুনি ঋষির সাথ হয় যেন সাক্ষাৎ,
সেই সময়ে মর্ত্ত্য করে স্বর্গকে আহ্বান।

অজয়ের বন্যা

অজয়ে তো জানো দুর্দ্দম তার গতি
যত ভালোবাসা তত বেশী তার রাগ,
বরষ বরষ করে সে আমার ক্ষতি,
তবু ভালোবাসি তাহার সেই সোহাগ।

২

বরষ ধরিয়া আমি যে প্রাচীর গাঁথি
চোখোচোখি হওয়া যেমনি বন্ধ হয়,
বড় আবদার—রাগিয়া উঠে সে মাতি'
দেখিতে না পেয়ে ঘটায় এই প্রলয়।

৩

তার গৈরিকে রাঙায় আমার বাস,
মোরে দেখে জল উচ্ছল হয় তার,
বুকে পাই তার নির্ম্মল নিশ্বাস,
আমারে না দেখে থাকিতে পারে না আর।

৪

বান এলো গেল—হাপ্‌সে পড়িল ধান,
ভাসাইল গ্রাম—ডুবে গেল হাট বাট;

হৈ চৈ করে দেখে না অসাড় প্রাণ
রাঙা পথ দিয়ে চলে গেল সম্রাট্।

৫

দেখি মহারোহ, দেখি বিজয়োৎসব,
অশ্বমেধের যজ্ঞের কোলাহল।
তোরা খুঁজে মর ভুলি' আনন্দ সব,
হারালো কাহার পুঁটুলির সম্বল।

শ্রীপঞ্চমী

ঝরা পাতার আসন পাতা গাছটিভরা মল্লিকাতে,
আসছে ভেসে স্থদূর স্মৃতি অশ্রুশীকরসিক্ত বাতে।
ওই সেখানে শশক চরে নিরুদ্বেগে হৃষ্ট মনে,
মিশছে নদীর কলধ্বনি, মৌমাছিদের গুঞ্জরণে,
প্রকৃতির ওই নর্ম্মগৃহে, শোভার প্রমোদ ভবন মাঝে,
মোদের বাণীর মৌনমুখর মধুর বীণা নিত্য বাজে।

২

ওই যে বিশাল হর্ম্ম্য ভাঙ্গা জঙ্গলেতে পূর্ণ বাড়ী,
চঞ্চলা তাঁর পেচক রাখি, অনেক দিবস গেছেন ছাড়ি'।
রুগ্‌ণ বালক-পৌত্র ল'য়ে সেথায় থাকে একলা বুড়ী,
করবীর ওই জীর্ণ শাখায় একটি ছোট ফুলের কুঁড়ি।
অতীত স্থখের পাষাণলিপি, ধরার মাঝে বড়ই দীনা
ওই বাড়ীতে মোদের বাণীর বাজে করুণ মধুর বীণা।

৩

শস্যশ্যামল মাঠের মাঝে ওই দেখ ওই অশথছায়ে,
পল্লীরানীর ভক্ত দুলাল, কতই গীতি নিত্য গাহে।

কোন্ সে অতীত যুগের দিনে মাঠে গেল ফসল মারা,
পঙ্গপালে শস্য সকল ক'রেই গেল 'ছন্নছাড়া'।
সেই অতীতের ক্ষুদ্র কথা দুঃখ-সুখের কান্নাহাসি,
মোদের বাণীর মৌনমুখর বীণার স্বরে উঠছে ভাসি'।

৪

বারেক ফেলে কাজের বোঝা, বন্ধ কর বই-এর পাতা,
মায়ের বিজন মন্দিরে এই এসো তোমায় ডাকছি ভ্রাতা।
আজকে শ্যামল মাঠ যে আলো নীল বেগুনী মস্নে ফুলে,
মেঠো ঝিঞার সতেজ লতা পড়ছে ঝুলে নদীর কূলে,
পল্লীরানীর শান্ত গৃহে, পল্লীরানীর স্নিগ্ধছবি,
দেখতে তোমায় ডাকছি মোরা এসো ভাবুক, ভক্ত, কবি।

গ্রামের পথে

আমার গ্রামের পথে আমার ঘুরে বেড়ায় মন,
যেমন নদীর ঢেউয়ে নাচে প্রভাত সমীরণ।
পরিচিত পথের গাছে
কি মমতাই মাখা আছে,
ঘাসের ছোট ফুলটি যেন করছে আলাপন।

এমন শ্যামল এমন কোমল লতা কোথায় আর ?
ফুলের ভারে নুয়ে পড়ে শীর্ণ তনু তার।
কি যেন এ পথের ধূলি,
করলে নরম সোহাগ গুলি'
সূর্য্যকরে পাই যেন তার করের পরশন।

ফিরে যদি জন্মাতে হয় এই করুণা চাই,
এই গ্রামেতেই দিও দয়াল ফিরে আমার ঠাঁই।
দেবালয়ের এ অঙ্গনে
আসব আবার শুভক্ষণে,
তুচ্ছ করি' ইন্দ্রপুরী নন্দন-কানন।

পথ

দুই ধারে ধান ক্ষেত, আঁকাবাঁকা পথ,
ওই পথ দিয়া ধায় মোর মনোরথ।
এই পথে আনাগোনা
প্রীতির পড়েন টানা
যোগ ক'রে রেখেছিল স্বর্গ মরত।

২

পরিচিত প্রতি তরু—রূপ কি শ্যামল,
আহা কত আতিথেয়—ছায়াসুশীতল।
গুল্মের ফুলগুলি—
চাহিত যে মুখ তুলি,
হরষ জানাত পাখী করি' কোলাহল।

৩

দীঘিভরা কমলেরা চাহি বারবার
চেষ্টা করিত যেন কথা কহিবার।
শঙ্খচিলের দল,
সুধাইত কি কুশল ?
পথিকের প্রণতিতে পথ একাকার।

৪

আজি হায় ফুরায়েছে সে-পথের কাজ,
পিচঢালা পথে ডাকে সভ্যসমাজ।
আনমনা হরিণে যে
বনভূমি ভুলায়েছে,
বংশীর সাড়া তবু জাগে মনোমাঝ।

৫

লাগেনাকো ভালো, এই জনকোলাহল
সে-পথের লাগি' মোর চিত চঞ্চল।
পলে পলে পায় প্রাণ
সেই সে পথের টান,
তার সে মাটির মায়া করে বিহ্বল।

৬

পাকা পথে চলা মোর কভু কি মানায়?
চোখে জল ভ'রে উঠে কানায় কানায়।
মৃত মৃত্তিকাবৎ
আছে ছায়া আছে পথ,
হায় তারে ছায়াপথ আর কে বানায়?

পল্লী

(১)

তোমারে যে আমি ভালোবাসিয়াছি কাব্য পড়িয়া নহে,
নহেকো শ্যামল স্নেহের লাগিয়া অন্যে যে কথা কহে।
হয়েছি তোমার সুখ-দুখভাগী,
নয় তা নেহাৎ অভাবের লাগি,'
আমার ভক্তি—এ অনুরক্তি বুকের রক্তে বহে॥

(২)

তোমার আদরে মানুষ হয়েছে মোর পিতা পিতামহ।
তব অণুকণা সে পুণ্যকথা কহে মোরে অহরহ।
তুমি মোর ব্রজ, তুমি মোর কাশী
সকল তীর্থ মিলিয়াছে আসি,
একদিকে তুমি 'ভ্রমরা' আমার—আর দিকে 'কালীদহ'।

(৩)

প্রতিভাদীপ্ত মহতে বৃহতে হেরি দূরে পুরোভাগে।
ক্ষুদ্র যে আমি উল্লাসে ভাসি হিংসা তো নাহি জাগে।
সাগরের তলে শুক্তির মত—
মুক্তার কথা ভাবি অবিরত,
মহাসাগরের বিশালতা হেরি' ভরে বুক অনুরাগে।

(৪)

জয়যাত্রা ও শোভাযাত্রার দিই আমি বলিহারি,
শুধু তৃপ্তির স্নান-যাত্রার হ'তে যাই অধিকারী।
নই বিজলীর আলোক নগরে
মাটির প্রদীপ আমি কুঁড়েঘরে
তুলসীতলায় ক্ষণিকের তরে ক্ষীণ আলো দিতে পারি।

(৫)

ভালোবাসি হেথা ভক্তিতে জ্বলা শান্তিতে ধীরে নেভা,
ভালোবাসি শত অভাবের মাঝে দীন অতিথির সেবা।
আছি আমি ল'য়ে হেথা কোন দূরে,
দীনতা এবং দীনবন্ধুরে,
খ্যাতি যশ মান জয় যুদ্ধের সংবাদ করে কেবা?

(৬)

আমি নর্ম্মদা মর্ম্মরতটে বাঁধিতে চাহি না ঘর,
উচ্চ প্রাসাদ অলিন্দ হেরি' ভীত মোর মধুকর।

লেবুর কুঞ্জে—মাধবীর শাখে,
ছোট মৌচাক বাঁধিয়া সে থাকে,
নয় কাশ্মীর-কমলকানন তার চেয়ে মনোহর।

(৭)

মোর কাছে তব পথের এ ধূলি রজের গরিমা পায়,
আমি ভালোবাসি গড়াগড়ি দিতে এ প্রেমের নদীয়ায়।
তিমির সদয় বন্ধুর মত—
সরাইয়া দেয় বাজে ভিড় যত,
মুদিত চরণপঙ্কজে মন গুঞ্জন ভুলে যায়।

কুন্নুর

১

আমি চ'লে যাবো হে বন্ধু মোর দীর্ঘ তোমার স্থিতি,
বরষ বরষ আনিবে বন্যা উদ্দাম কলগীতি।
এমনি করিয়া ডুবে যাবে কাশবন
ঘাট মাঠ বাট দীন গৃহ অঙ্গন,
খর উচ্ছল ঘন রাঙ্গা জল জাগাবে দারুণ ভীতি।

২

তোমার দুকূল হইবে শ্যামল পুনঃ হেমন্ত শীতে,
সজ্জিত হবে বেগুনী হরিৎ লাল নীল শ্বেত পীতে।
স্বচ্ছ সলিল দ্রব হীরকের ধার
হয়তো দেখিতে পাবেনাকো আঁখি আর
তব পারঘাটে, যাত্রীর ভিড় যেন উৎসব-তিথি।

৩

যুগ যুগ পরে কোনো সুলগনে হয়ত হইবে দেখা,
পথিকের মত পরিচিত তটে আসিয়া দাঁড়াব একা।
জন্মান্তর-সৌহার্দ্দের বাণী
হয়ত হইবে সমীরণে কানাকানি
শুধু চেনা চেনা লাগিবে তোমার আধভোলা মুখস্মৃতি।

৪

দিনে শতবার এই যে মিলন এই নয়নোৎসব,
তোমার জলকে প্রেম-অশ্রুর দেবে নাকি গৌরব?
নাগেশ্বরের পরাগপুঞ্জ সম
ভরা এ বুকের ঝরা অনুরাগ মম,
তোমার জলে কি রেখে যাবেনাকো কিছু ক্ষীণ পরিচিতি?

৫

রহিল তোমার বুকে ভালোবাসা কূলে কূলে উল্লাস,
আমার আদর রাখিবে ধরিয়া এই বনফুলবাস।
হেরিবে সকলে পাণ্ডুর সৈকতে
তব খেয়াঘাটে নির্জ্জন বনপথে,
মোর কবিতার অটুট পাণ্ডুলিপি ছড়ানো প্রাণের গীতি॥

একটি গ্রাম

রূপটি তাহার ত্রিশটি বছর তিয়াসা মেটেনি দেখে,
শান্ত সজল শ্যামল সুষমা চক্ষে রয়েছে লেগে।
অমার মুক্ত নিবিড় আঁধার
কাল এলো কেশ যেন শ্যামা মার,
আসিত লক্ষ্মীসমা পূর্ণিমা পারিজাত রেণু মেখে।

২

অশথের নব পত্রোদ্‌গমে মনে পড়ে ফাল্গুনে,
গৃহ-কপোতের মঞ্জু কূজন শ্রান্তি হ'তো না শুনে।
ঝিঁঝিরও শব্দ লাগিত মধুর,
ইঙ্গিতে যেন ডাকিত সুদূর,
জোনাকি ফিরিত অথই আঁধারে আলোকের জাল বুনে।

৩

মুগ্ধ করিত বরষার শোভা জলের কলধ্বনি,
রুদ্ধ দুয়ারে ডাকিত আসিয়া সমীরণ সন্‌সনি।
নিম্নে ছুটিত ছলছল জল,
ঊর্দ্ধে সজল জলদ চপল,
মেঘলা দিবস এনে দিত বুকে হারানো মুক্তামণি।

৪

ভালোবাসিতাম উদার আকাশ মুক্ত মাঠের হাওয়া,
বন-বিহগের সাথে তান রেখে রাখালের গান গাওয়া।
ভালোবাসিতাম চেনা তরুতল,
ডাক দিত যেন ছায়া সুশীতল,
নিতি অকারণ আনন্দে সেই অজানার পথ-চাওয়া।

৫

আষাঢ়ে গগনে মেঘমালা হেরি' হরষে গাহিত ভেক।
আমার হিয়ার আনন্দে হ'তো আষাঢ়ের অভিষেক।
পথের দু'ধারে তরুলতা গায়ে—
দেহ যেন মোর দিতাম বিছায়ে।
ভ্রমর বাতাসে টেনে রেখে যেত ফুল-পরাগের রেখ।

৬

ক্ষুদ্র বৃহৎ কাজের মাঝারে আমি যাপিতাম দিন,
কর্ণে আমার দুঃখ-পাসরা কে যেন বাজাত বীণ।

মধুর করিত বেদনা আমার,
উৎসবময় নিতি চারিধার,
কার স্নেহ হাসি করিত আমারে সদা সন্দেহহীন।

৭

কার বরাভয় ব'লে দিত কানে আমি মৃত্যুঞ্জয়।
প্রেমামৃতের অধিকারী আমি, নাই নাই মোর ভয়!
অতি সাধারণ অতি যা সুলভ
কার পরশনে হ'তো দুর্লভ।
শান্তির জল হ'তো আঁখিজল পরাজয়ে হ'তো জয়।

৮

আমিই সৌধ, আমি প্রাঙ্গণ আমি তার শশী-রবি,
আমি আলোছায়া গীত ও গন্ধ মাঠ দিগন্ত শোভি।
আমি তার বায়ু, আমি তার জল,
আমিই কুমুদ, আমিই কমল।
আমি তার রূপ, আমি তার প্রাণ, আমি তার দীন কবি।

হংস খেয়ারী

তার সে ছোট কুটীরখানি অজয় নদীর পারে,
ছোট ছোট শিশুর গাছ ঐ জাগছে চারিধারে।
বসলে আঙিনায় ক্ষেতটি দেখা যায়,
ছুটে ছুটে ভেড়া ছাগল আসে তাহার দ্বারে॥

তরুলতার রাঙা ফুলে চালটি আছে ঢেকে,
বাতাস আসে শিউলি ফুলের বাসটি গায়ে মেখে॥
নদীর কালো জল, ক'র্‌ছে টলমল,
হাঁসের সারি বিকালে যায় ডাঙ্গায় এঁকে বেঁকে॥

ছুপাট ডোঙায় একা কেবল যাত্রী করে পার,
চারটি জনের বেশী কভু নেয় না সেতো ভার।
ঝিঞে কচু পুঁই, ভাবে কোথায় থুই,
হাটের লোকে আঁজুল-আঁজুল দেয় যে উপহার।

মামলা, দলাদলি, ভাঙা হাটের কোলাহল,
পায় না সে তো শুনতে, বিনা নদীর কলকল।
শুধু গঙ্গাস্নানে, যায় 'কাটোয়া'-পানে,
আদালতের নামে তাহার চরণ টলমল।

চণ্ডী-মায়ের 'সোনার কোর্গা,' তার বুকে যে থাকে,
ভোরে উঠেই 'লোচন-দেবের' চরণ-ধূলা মাখে।
গাজন, চড়ক রেতে হৃদয় উঠে মেতে,
সুখে দুখে 'মঙ্গলারে' হৃদয় ভ'রে ডাকে॥

ধান্যক্ষেত্র

হেমন্তে এই পল্লীমাঠে আয় গো,
দেখ গোধূলি কি সোনা ছড়ায় গো।
যায় যতদূর দৃষ্টিসীমা,
নত শীষের মাধুরিমা,
মিশে গেছে আকাশ-মোহানায় গো।

২

গ্রামগুলি সব দ্বীপের মত ভাসছে।
সোনার সাগর থেকে যে ঢেউ আসছে।

এর চেয়ে কোন তীর্থ নগর
বড়, এ যে গঙ্গাসাগর,
এখান থেকেই স্বর্গ দেখা যায় গো।

৩

ছেড়ে তাঁহার বাহন পেচক পক্ষী
অলক্ষ্যে আজ ফিরছে মাঠে লক্ষ্মী।
স্নিগ্ধ তাঁহার রূপের আলো,
জুড়ালো মোর চোখ জুড়ালো,
তাঁর দেখা তো ভাগ্যবানেই পায় গো।

৪

শোভার লাগি' বৃথাই ঘুরিস্ বিশ্ব,
দ্বারেই যে তোর পাবে দেখার মত দৃশ্য।
পুণ্য মোদের অগ্রহায়ণ
আনে এমন রূপনারায়ণ,
এ সোনা নাই সুবর্ণরেখায় গো।

৫

বক্ষে আনে তৃপ্তি আশা স্ফূর্ত্তি
অন্নপূর্ণার এই বালিকা মূর্ত্তি।
বিশ্রাম আর শ্রম যে দুয়ে
আলাপ করে ধানের ভুঁয়ে
ভোগের আসন আনন্দ বিছায় গো।

৬

কি অপরূপ হেমন্তের এই সন্ধ্যা।
নাই ফুটিল শিউলি নিশিগন্ধা।
হের কনকচূড়ের খনি,
অপূর্ব্ব যোগ চূড়ামণি
ধরার গায়ে অমৃত গড়ায় গো।

গ্রামে

শহর ছেড়ে এলাম যবে দশ বছরের মেয়ে,
কোলাহলের আমোদ গেল নীরবতায় ছেয়ে,
পাড়াগাঁয়ে শ্বশুরবাড়ী কেমন করে মন,
লাগে না যে ভালো আমার গভীর নিরজন।

২

কোথায় গেল লোকের সারি, গাড়ী-ঘোড়ার গোল?
নিত্য উজান জীবন নদী, সদাই উতরোল!
হেথায় নিতি বেণুর বনে হাওয়ার হুড়াহুড়ি,
যায় না ডেকে খেল্না কাচের, বেলোয়ারী চুড়ি।

৩

মাটির দেওয়াল, খড়ের চালা, বেড়া-দেওয়া বাড়ী,
এলাম কোথা রঙ্-করা সে দালানকোঠা ছাড়ি'?
নতুন নতুন সঙ্গী, তাদের নতুন রকম কথা,
থেকে থেকে জাগছে মনে নতুনতর ব্যথা।

৪

ছাড়া কোকিল ডাকছে গাছে—পোষমানা সব পাখী,
মানুষ চেয়ে বনের পাখীর অধিক ডাকাডাকি।
কে যেন মোর সব ভুলায়ে ডাকছে করুণ স্বরে—
কঙ্কাবতী বোনটি আমার আয়রে ফিরে ঘরে।

৫

শহর ছেড়ে হলাম হেথা সাতটি বছর বধূ,
ভ্রমরী আজ করেছে পান বন-ফুলের মধু।
কপোতী আজ কপোত সনে নীড় বেঁধেছে বনে,
প্রাসাদচূড়ার খোঁপটি তাহার ক্বচিৎ পড়ে মনে।

৬

এই জগতের বিপুল বুকে ছড়িয়ে ছিল প্রাণ,
সকল কাজে চক্ষু ছিল, সকল কথায় কান।
মুখরা আজ হ'য়ে গেছে আপ্‌না হতে মূক,
ভুলায়েছে গুঞ্জরণে আস্বাদনের সুখ।

৭

পর্ণকুটীর ভুলিয়ে দেছে ভোগবিলাসের গেহ,
বুঝেছি হায় পশুপাখীর তরুলতার স্নেহ।
অর্দ্ধ অশন ছিন্ন বসন, কোলে পিঠে ছেলে,
চাইনে যেতে কোথাও আমার পাগলা ভোলা ফেলে।

৮

তীর্থ আমার স্বর্গ আমার ক্ষুদ্র গেহকোণ,
সফল আমার পুণ্যিপুকুর, সফল আরাধন।
দিলেন যবে ব্রহ্মচারী আমার করে কর,
চিনতে আমি পারিনি যে এই সে মহেশ্বর।

৯

কাজ কি আমার রত্নমণি রাণীর আভরণ,
কোলটি ভ'রে থাকুক আমার সোনার গজানন,
ইন্দ্রালয়ের গরিমা সুখ, তোমরা সহি' লহ,
আমার থাকুক কমল কানন স্নেহের কালীদহ।

শেষ

দীন পল্লীর মেঠো গান তোর কে শুনিবে রাজসভাতে ?
কি করিবি আর বসিয়া একাকী তফাতে।
সু-তার সেতার বাঁশরী বীণায় কেবলি
যেখানে সুরের লহরী উঠিছে উথলি'
মাঠের জলের জলতরঙ্গ সেথায় এলি রে শোনাতে ?

২

এ হাটে ও তোর মেঠো ঘেঁটু ফুল বল্ কে রে ভালোবাসিবে ?
দীনতার ছবি দেখে লোকে শুধু হাসিবে।
পাপিয়া কোকিল শুক ময়নার কাকলী
পিপাসু শ্রবণ যেথায় রেখেছে আগলি'।
সেথায় লাজুক এ শ্যামার শিষ কে আর শুনিতে আসিবে ?

৩

চল গাবি গান উদাস বাতাসে তোর চেনা মাঠে সেখানে,
নদী কলকল মিলাইবে সুরে সেখানে।
উঠানে সূর্য্যমুখীটি উঠিবে ফুটিয়া
শেফালী হাসিবে ঘাসের উপরে লুটিয়া,
তুই কবি তোর পল্লীবাণীর শ্যামল মাধবী বিতানে
চল গাবি গান উদাস বাতাসে
তোর চেনা মাঠে সেখানে।

আমার বাড়ী

বাড়ী আমার ভাঙ্গন-ধরা অজয় নদীর বাঁকে,
জল যেখানে আদরভরে স্থলকে ঘিরে থাকে।
সাম্‌নে ধূসর বেলা   জলচরের মেলা,
সুদূর গ্রামের ঘর দেখা যায় তরুলতার ফাঁকে।

ঠিক দুপুরে বাতাস লেগে নাচে জলের ঢেউ
আমি দেখি আপন মনে, আর দেখে না কেউ।
জেলেরা দেয় বাচ   লাফায় বোয়াল মাছ,
নীরব আকাশ মুখর করে শঙ্খচিলের ডাকে।

ভাঙ্গা বাড়ীর ভাঙ্গা ঘাটে আছ্‌ড়ে পড়ে জল,
মেঠো ফুলের মিঠা বাসে মন করে চঞ্চল।
যত দূরেই চাই   শোভার সীমা নাই
পল্লীবধূ কলসী ভ'রে জল ল'য়ে যায় কাঁখে।

মাধবী যুঁই মালতীতে ঘেরা উঠান মোর,
আমের গাছে কোকিল ডাকে দিবস নিশি ভোর।
দোয়েল পাপিয়ায়   গানে কানন ছায়
চক্র রচে মৌমাছিরা নিত্য ঝাঁকে ঝাঁকে।

ঘোষাল-পুকুর

ঢল ঢল কালো জলে ভরা
সারি সারি তালগাছ পাড়ে,
কে না চেনে ঘোষালপুকুর
গ্রামে যেতে রাস্তার ধারে।

২

সকালে বিকালে বাঁধাঘাটে
রাখাল-বালক করে খেলা।
পাকা তাল কুড়াবার লাগি'
ছেলেরা ঘুরিছে দুইবেলা।

৩

একদিন দু'টি পাকা তাল
শিশু এক কুড়াইয়া পায়,
আর শিশু হাত হ'তে টানি'
সবলে কাড়িয়া নিতে চায়।

৪

না পারিয়া জোরে কেড়ে নিতে
বালক বলিল বারবার,
এ পুকুর কিনেছি আমরা,
জানিস তোদের নয় আর।

৫

তাল দু'টি এতক্ষণ ধরি',
বুকে চাপি' রেখেছিল টুনী—
নামায়ে রাখিল ধীরে ধীরে
শুধু এই দু'টি কথা শুনি।

৬

জননী দাঁড়ায়ে ছিল দূরে
কাছে গেল শিশু ম্লানমুখে,
পুকুর-বেচার ব্যথা আজি
প্রথম জাগিল মার বুকে।

বকুলতরু

[এই বকুলতরুটি অজয় নদের তীরে বহুদিন ধরিয়া বিরাজ করিতেছিল, সমস্ত গ্রামবাসীর মিলন, আনন্দ ও বিশ্রামের স্থান ছিল ঐ বকুল তরুটির ছায়াতল।]

পাঁচশো বছর হেথায় ছিলে প্রাচীন তরুরাজ,
অজয় নদের স্রোতের ঘায়ে পড়লে ভেঙ্গে আজ।
কালও ছিলে নিবিড় শ্যামল লোহার মতো দৃঢ়
ফুলের রাজা প্রফুল্লমুখ লাখো পাখীর গৃহ।
কালও ছিল তোমার তলে ছেলেমেয়ের ভীড়,
আজকে নত নদীর জলে অভ্রভেদী শির।

সিদ্ধ তুমি না হও মোদের বৃদ্ধ তরুরাজ,
বক্ষ উঠে টন্‌টনিয়ে বিদায় নিলে আজ।
তুমি মোদের অক্ষয় বট বোধিদ্রুমের সম।
পিতামহের পিতামহ তোমায় নমো নমঃ।
অক্ষরণের কুরুক্ষেত্র দেখলে হ'তো ভ্রম
রামায়ণের তুমিই মোদের বাল্মীকি-আশ্রম।

পুরাণের নৈমিষারণ্য তুমিই ব্যাসাসন,
হরিগুণগানের তুমি শ্রীবাস-অঙ্গন।

লোচনদাসও তোমার তলে করেছিলেন খেলা,
বাদল দিনে নালার জলে ভাসিয়ে দিলেন ভেলা।
তোমার ফুলে মালা গেঁথে ছেলেখেলার ছলে,
অপেক্ষিতে পরিয়ে দিলেন বনমালীর গলে।

তোমার তলে ঝর্‌ল তাঁহার নয়ন থেকে জল,
তুমিই প্রথম শুনলে তরু চৈতন্যমঙ্গল।
কাছেই তোমার শিবের দেউল, তুমি মোদের কাশী,
ঘরের কাছেই স্বর্গ মোদের তোমায় ভালোবাসি।
গ্রামের প্রাচীন অধিবাসী সবার চেয়ে বুড়া।
একটি তোমার চুল পাকেনি চির শ্যামল চূড়া।
আজকে তোমার স্বর্গারোহণ ওগো বনস্পতি,
আজকে গোটা গ্রামের অশৌচ, গোটা গ্রামের ক্ষতি।
মনে পড়ে তোমার স্নেহ তোমার শীতল ছায়া।
মনে পড়ে ফুলের সুবাস, স্নিগ্ধ শ্যামল কায়া,
জমছে মনে হারিয়ে যাওয়া চেনা মুখের ভিড়,
প্রিয়জনের বিচ্ছেদে মোর বেদনা গভীর।

নন্দনে ঠাঁই হউক তোমার কল্পতরুর কাছে
গ্রামের তরুণ বৃদ্ধ বালক স্বর্গ তোমার যাচে।
স্বর্গ থেকে বকুলতরু মর্ত্ত্যপানে চেয়ে
আশীর্ব্বাদী তোমার ফুলে বুকটি দিও ছেয়ে।
মিত্র ও দৌহিত্র আমি ভুলতে তোমায় নারি,
আমায় করো তোমার প্রেমের উত্তরাধিকারী।

পুরানো বাড়ী

শিউলির গাছছুটি ছুয়ার-গোড়ায়
তলে ফুল বিছাইয়া ফিরাইতে চায়।
দক্ষিণে সারি সারি হাসনুহানা,
ছেড়ে যেতে বারবার করিছে মানা।
মালতী মাধবী বেলা চামেলী ও যুঁই
আমার প্রিয়ারে বলে কোথা যাবি তুই!
আম তাল বেল তরু বলে—'কিবা ভয়!
মোরা আছি, তোরা থাক ফাঁপুক অজয়।'

২

মাথা নাড়ে বেনুবন, ওই বুড়া বট,
বহুদিন কাটায়েছি তাদের নিকট।
শাখে শাখে আজও পিক পাপিয়া ডাকে,
মৌমাছি গুঞ্জন করিতে থাকে।
এখনো ছাড়েনি বাড়ী কপোতগুলি,
বুলবুলি ঘুরে ফিরে আসে কেবলি।
এখনো আসিছে ঝাঁক কাক শালিকের,
সঙ্গ ছাড়েনি তারা গৃহ মালিকের।

৩

অর্দ্ধেক ভিটে হ'লো অজয়ে চড়া
তবুও তা একি কত মাধুরীভরা।
আধা তার স্বর্গেতে আধেক ধরায়।
জোড় মানাইতে, দোঁহে সুধা যে গড়ায়।
কল্পনা বাস্তব ছুই তীরে হায়
মুখোমুখী হ'য়ে আছে চখাচখী প্রায়।

পূর্ব্ব ও উত্তর মেঘের মাঝার
এ অজয় যক্ষের চক্ষের ধার।

৪

ঘোর প্রিয় বাড়ী বটে ভাঙ্গিছে অজয়।
সে দরদী শিল্পী যে দেয় পরিচয়।
শোভে বাড়ী, আহা একি ভাঙ্গনের ছাঁদ!
মহাকাল ভালে এ যে তৃতীয়ার চাঁদ।
মনে ভাবি ভাসাইল কে কৃপা করি'
মন্দাকিনীতে মোর কাঠের তরী।
ভাগ্য এ! নর আমি ছিলাম যেথা—
এখন যেখানে বাস করে দেবতা।

৫

করি আমি জয়দেব-পাদোদক পান
আমার এখানে বহে অজয় উজান।
বলে নদী কল্‌কল্ মধুর স্বরে—
জলধারা দিয়ে আনি লক্ষ্মী ঘরে।
অভিষেক অন্তে অ-মৃত নীরে তার
অপরূপ হ'য়ে গৃহ ফিরিবে আবার।
সেই দুখ উৎসব শান্তি নিবিড়
পুনরায় তার বুকে পাতিবে শিবির।

প্রাচীন অশথ

(গাছটি বহু প্রাচীন, অজয়ের ঠিক ধারেই ছিল, ক্রমশঃ অজয় সরিয়া আসে। গাছটি প্রতিষ্ঠা-করা। সেই জন্য লোকের ভালোবাসা ও ভক্তির পাত্র ছিল। অল্পদিন হইল নদীর ভাঙ্গনে পড়িয়া গিয়াছে।)

গুল্ম তৃণের রাজ্যে একাকী উচ্চে তুলিয়া শির,
প্রথম নমিলে প্রভাত সূর্য্যে সপ্ত শতাব্দীর।
উষর ভূমিতে এল শ্যামলিমা, এলো ছায়া সুশীতল,
এলো ভ্রমরের মধু গুঞ্জন, বিহগের কলকল।
প্রথম তোমারে দেখিয়া কেহই পায়নি তখনো টের,
তুমিই বহাবে মরুর মাঝারে জোয়ার বসন্তের।
শাখে শাখে হ'লো পাখীদের বাসা তলে বিশ্রামবেদী,
দেশের চক্ষু দেখে বিস্ময়ে মুরতি অভ্রভেদী।
বরষের পর বরষ করিলে আলোছায়া সনে খেলা
পাপিয়া পিকের কাকলী শুনিনে, সন্ধ্যা সকালবেলা।
দুপুরে বাজিত রাখালের বেণু, জুটিত পথিক কত,
কৃষক শিশুর সোহাগ চলিত নৃত্য অসংযত।

২

মন্বন্তর কতই সহেছ ভীম ঝঞ্ঝার কোপ—
ক্ষুধিত বিদেশী পঙ্গপালের দারুণ উপদ্রব।
নবাবের হাতী ভাঙিয়াছে ডাল, তলায় কাটাল রাত,
মূঢ় কাঠুরিয়া গোপনে করেছে অঙ্গে কুঠারাঘাত।
সাধু সন্ন্যাসী তব পাদমূলে জ্বালায়েছে কত ধুনী,
বিশাল ছায়ায় পেল আশ্রয় ফণীর সঙ্গে খুনী।
তব মমতার মুক্ত সত্রে অবারিত ছিল দ্বার,
বাছিত না হায় শত্রু মিত্র হৃদয় মহাত্মার।

গ্রামের পিতৃপিতামহদের বৃদ্ধ প্রপিতামহ
তোমার তলায় শিবিকা নামালো বরণের বধূসহ।
টোডরমলের জরিপী আমিন নিশান গেড়েছে তলে,
নিম্নশাখায় ঘোড়া বাঁধিয়াছে দস্যু বর্গীদলে।
অদূর মেহুর কেঁতুলীর হাওয়া উড়ায়ে আনিল পিক।
শ্রীচৈতন্য বাবা নানকের তুমি সমসাময়িক।

৩

চলে গেছ তুমি, শুধু প্রান্তর ধূ ধূ করে অনিবার,
চারিদিকে ক্ষীণ কাশের শীর্ষ দীনতা বাড়ায় তার:
আছে ঝটিকার প্রবল স্বনন, রোদের তীব্র জ্বালা,
নাই আর নাই ধূসর বেলায় তোমার ধর্মশালা।
যাও তরু তুমি, তোমার লাগিয়া ঝ'রে পড়ে আঁখিনীর—
যাও মঙ্গল চামরছত্র কানন রাজশ্রীর।
যাও তাপিতের দয়াল বন্ধু, সবল সরল প্রাণ,
যাও অতীতের স্তম্ভ অরুণ প্রকৃতির মহাদান।
তরুর মধ্যে অশ্বথ যিনি বড় যাঁর কেহ নাই,
তাঁরি সাথে তুমি মিশে যাও পুন তাঁরি বুকে হোক ঠাঁই।

একটি চিত্র

নাচিছে তালে তালে গভীর কালো জল,
তরুর ছায়াগুলি ভাঙিয়া অবিরল।
লহরী গায়ে ঢলি' পড়িছে "কাঁসাতলি"
সরমে মুখ চাপি' হাসিছে শতদল,
নাচিছে তালে তালে গভীর কালো জল।

সবুজ শ্যাম ক্ষেত ঘিরেছে চারিধার,
হলুদ শোণফুল শোভিছে মাঝে তার,
আখের ক্ষেতে ক্ষেতে, বাতাস উঠি' মেতে,
অস্ফুট বেদনায় ধ্বনিছে বারবার !
সবুজ শ্যাম ক্ষেত ঘিরেছে চারিধার।

'তুনীর' তালে তালে কৃষক গায় গান,
সমীরে ভাসা সুর মোহিত করে প্রাণ।
ফিঞেরা ঝাঁকে ঝাঁকে, বসি' বাবলা শাখে,
ডাকে আঁধারে ঢাকি' আঁধার তনুখান,
'তুনীর' তালে তালে কৃষক গায় গান।

একাকী ব'সে আছি মধু মাধুরী মাঝ,
দেখাব কারে কেহ কাছে যে নাহি আজ।
আকাশে তারকাটি উঠিছে ধীরে ফুটি',
পড়িছে মনে কার বদনভরা লাজ,
একাকী ব'সে আছি মধু মাধুরী মাঝ।

বনবাসে

বনবাস মোর শেষ হবে কবে ? জান যদি কেহ, কহ রে।
চৌদ্দবরষ রহেছি যে আমি মোর গ্রাম ছাড়ি' শহরে।
কাননে রামের বহু সুখ ছিল, ছিল ফুলতরু লতিকা
স্বচ্ছসলিলা ছিল গোদাবরী সকল বেদনাহারিকা।
এখানে তো নাই বনমর্ম্মর বনবিহগের সাড়াটি,
অগাধ জনের বদলে পেয়েছি ক্ষীণবল জনধারাটি।

কোথা আমগাছে ঝুপ ঝাল্লুর কোথা বটগাছে ঝুলব ?
কোথা অজয়ের সেই শ্যামকূল যেথা বুনো কুল তুলব।

কোথা কস্‌কসে কাঁকুরের ক্ষেত ছোলা মটরের ভুঁই মা
রাজা হব কোথা, বিমাতার মতো বনে পাঠাইলি তুই মা ?
যাব মিথিলায় মহাসমারোহে কোথা হরধনু টুটতে,
তুই মা আমারে বনে পাঠাইলি মারীচের পিছু ছুটতে।
হাঁফ ছাড়িবার সময় নাহি মা জঠরে নাহি মা অন্ন,
দিশেহারা হ'য়ে ছুটেছি কেবল স্বর্ণমৃগের জন্য।
আর কি তোমার কোমল কোলে মা পাবনাকো আমি ফিরতে—
শৈশব সুখস্বর্গ আমার সরযূর তীর-তীর্থে।

স্মৃতির খেয়াল

১

বিস্মিত হই, হই যে অবাক—স্মৃতির খেয়াল দেখে,
কত সমারোহ ঢেকে মুছে দেয়, ছোটখাটো ছবি রেখে।
কোথা বর্ণের উজ্জ্বল ছটা—কেমনে এমন ঘটে ?
ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ ক্ষণিকের ছবি অটুট চিত্রপটে।
কারে কি যে দেয় দর ?—
শুকায় বারিধি বড় বড় নদী বহে যায় নির্ঝর।

২

আষাঢ় গগনে নব ঘনঘটা, দেখালো যে মোরে ডাকি',
মূরতি তাহার সে শোভার সাথে স্মৃতি যে রেখেছে আঁকি।
কতই আষাঢ় এলো গেল পুন করিনি তাদের খোঁজ,
বিচিত্র এই চিত্রে দিয়েছে নূতন রঙের পোঁচ।

ব্যাপার কি অদ্ভুত !
দামী হ'লো মোর জীবন আষাঢ়ে মেঘ চেয়ে মেঘদূত ?

৩

মাঠের মাঝারে রেলের স্টেশন গাড়ীতে তুলিয়া দিতে,
বন্ধু এলেন, তুচ্ছ ঘটনা—অঙ্কিত আছে চিতে।
তিনি নাই আর, নামি গাড়ী হ'তে—দ্রুত চ'লে যায় ট্রেন,
তীর্থ হয়েছে এখন আমার সেই সে ইস্টিশন।
স্মৃতি বেছে নিল কি রে
গোলাপগুচ্ছ, চম্পক ফেলি' ছোট আকন্দটিরে ?

৪

গভীর রাত্রে চলেছে গো-গাড়ী, 'আউচ' ফুটেছে কোথা ?
এখনো আমার বক্ষে তাহার গন্ধের মধুরতা।
ভুলেছি জলসা বাদ্যভাণ্ড নৃত্য-গীতের জাঁক,
মনে পড়ে শোনা সুদূর 'চুনারে' সাঁজে শিয়ালের ডাক।
বলেছিনু ওগো দেখো—
উহাদের সাড়া বিনা আমাদের সন্ধ্যা মানায় নাকো।

৫

বাঙালীবাবুটি 'সান্তারা' কেনে ফেরীওয়ালাকে ডাকি',
'আম্বালার' এক ভবনদুয়ারে, সেটা স্মরণীয় নাকি ?
ক্ষণিক আলাপে 'লুণ্ডি কোটালে' হাতে দিল মোর হাসি'—
দুইটি আপেল, যুবক জনেক 'খাইবার-পাস'বাসী।
কোথা বড় বড় দান ?
স্মৃতি করিয়াছে কেন জানিনাকো উহাই মূল্যবান।

৬

মনে পড়ে দূরে ছাদ হ'তে সেই রুমাল ওড়ানো কার ?
কাঁধে ছোট নাতি, মেলা হ'তে ঘরে ফেরে শিখ-সর্দার।

জালন্ধরের সরিষার ক্ষেতে এখনো কেন যে স্মরি—
দাঁড়াইয়া ছিল কৃষক-বালিকা রঙিন ঘাঘরা পরি'।
ঢেকে আছে মন গোটা—
রামধনুকের সপ্ত রঙের এই সব ছিটেফোঁটা।

৭

চলেছে মেমদের স্টীমার সজোরে শুনিলাম যেতে যেতে,
'মণিপুরীদের' নৃত্য হইবে, চণ্ডীমণ্ডপেতে।
আলো ল'য়ে সবে করে ছুটাছুটি, আনন্দে উৎসাহে,
অপেক্ষমাণ গ্রামবাসিগণ আগ্রহে পথ চাহে।
সাবাস স্মৃতির দাবী!
'মণিপুরী দল' এলো কিনা সেথা এখনো তা আমি ভাবি।

৮

স্মৃতির খেয়ালই রঙিন ঝুলিতে আহরি' রেখেছে মরি,
সুদীর্ঘ মোর জীবনপথের এই সব মাধুকরী।
কোথাও সিঁদুর আবীরের দাগ, প্রসাদের রেণুকণা,
তীর্থমহিমা মাখানো মধুর গন্ধের আনাগোনা।
উৎসব গেছে মুছি'—
মনে ভেসে আসে চালচিত্রের ভাঙা রাঙতার কুচি।

পথের দাবী

ঘন দুর্য্যোগ, গরজে জলদ ঝর ঝর বারি ঝরে,
রুদ্ধ দুয়ারে করাঘাত করি' কারা ডাকাডাকি করে?
যে-সব ডাকের দিই নাই সাড়া,
বুকের দুয়ারে ভিড় করে তারা,
শ্রান্ত পথিক চমকিয়া ওঠে পথের দাবীর ডরে।

২

দেখিব বলিয়া কথা দিয়া কোথা না দেখে এসেছি চ'লে,
দিতে পারি নাই ভুলিয়া গিয়াছি কাহারে কি দিব ব'লে।
আজ দুর্য্যোগে ব্যথা পাই প্রাণে,
তারা যেন আসি' হাত ধ'রে টানে,
বুঝিতে পারিনে এবার তাদের ফিরাব কিসের ছলে।

৩

পথে দেখেছিনু হা'ঘরে বালক কাঁপিছে দারুণ শীতে,
বলেছিনু তারে বাসায় যাইতে ছিন্ন বসন নিতে।
সে গেল ফিরিয়া না পেয়ে আমায়,
আমি তদবধি খুঁজে মরি তায়,
আজি এ-বাদলে ম্লান মুখ তার উঁকিঝুঁকি দেয় চিতে।

৪

ধুনি জ্বালিবার কড়ি দিব বলি' গিয়াছিনু আমি ভুলি'—
রাত্রে সাধুর ক্লেশ হ'লো কত কি হবে সে-কথা তুলি'।
আকাশেতে আজ শুনি ডাক তার।
সরমেতে মরি মরম মাঝার
চোখে আসে জল, ক্ষমা মাগি আমি হইয়া কৃতাঞ্জলি।

৫

রেলে যেতে কবে লয়েছিনু ফল দিলাম পয়সা ছুড়ি'
কোথায় পড়িল ভিড়ের মাঝারে খুঁজিতে লাগিল বুড়ী।
গাড়ী চ'লে এলো জানিনে তো আহা
সেই পশারিণী পেলে কিনা তাহা
আজ মনে হয় সে রয়েছে চেয়ে নামায়ে ফলের ঝুড়ি।

৬

বদরীর পথে সন্ন্যাসী এক ডেকেছিল আশ্রমে,
ফিরিবার পথে আসিব বলিয়া আসা হয় নাই ভ্রমে।

প্রসাদ লভিতে পাইনি সময়,
ঠেলিয়া এসেছি শত অনুনয়।
করুণার ঋণ জবর হইয়া বাড়িয়া উঠিছে ক্রমে।

৭

মন্দির দ্বারে মালা দিতে এলে লই নাই তাহা গলে,
ভিখারী বালকে ফিরায়ে দিয়াছি কোথায় কু-কথা ব'লে,
কোথা ব্যথা দেখি' ঝরে নাই আঁখি,
কোথা কি অর্ঘ্য আসি নাই রাখি',
পূজ্যে কোথায় পূজিতে ভুলেছি—ভকতির শতদলে।

৮

দীর্ঘ পথেতে পরিচয় হ'লো সে-সব সুহৃদ্ সনে,
লওয়া হয় নাই খবর তাদের বেদনা জমিছে মনে।
আজ জেগে ওঠে তাহাদের স্মৃতি,
অযাচিত কৃপা, অযাচিত প্রীতি
হায় এ বেতার বুকের সেতারে বাজিতেছে ক্ষণে ক্ষণে।

৯

স্মৃতি-সৌরভ এ-বুকে ধরিয়া সভয়ে আমি যে ভাবি,
পথ ফুরাইল মিটিল না কই এখনো পথের দাবী!
এদেরি লাগিয়া হয়তো আবার
পেতে হবে ক্লেশ আসা ও যাবার।
কিরাতের দাবী না মিটায়ে ঘরে আনিলাম মৃগনাভি।

ক'খানা পুরানো রেকর্ড

সারানো হয়েছে পুরানো সে গ্রামোফোন
খোকাখুকীদের নাই কোনো আর কাজ।
বাজাইছে বসি'—করি' বেশ আয়োজন
বহু পুরাতন রেকর্ড ক'খানা আজ।

২

সেই সে কণ্ঠ—সেই গান—সে আসর
নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' তেমনি সে মধু ঢালে,
অতীত শ্রোতায় যেন ভ'রে গেছে ঘর
সব ফিরে আসে সুরের ইন্দ্রজালে।

৩

ঝরাফুল পুন দেখা দেয় হ'য়ে কুঁড়ি
সেই পরিজন ফিরে যেন আসে ঘরে।
ভগ্ন তমালে ঝুলনের রাঙা ডুরি
উতল বাতাস পরাণ ব্যাকুল করে।

৪

ফিরে নিয়ে আসে সেই মুখ সেই হাসি
মনের যযাতি যৌবন ফিরে পায়,
গোদাবরী নীর সরযূতে মেশে আসি
বহায় উজান জীবনের যমুনায়।

৫

'ভাল হ'লো বঁধু'—এই সেই গান বটে
ভোরেতে বাজিত, লাগিত বড়ই ভালো।
সেই সে-প্রভাত আনিল সন্নিকটে
বহুদিন হায় যেদিন বহিয়া গেল।

৬

হাসির এ-গান—বহুৎ হেসেছি শুনে
সে সকল যুঁই কখন গিয়াছে ঝরি',
রেখেছিল কে তা সাধের সাজিতে গুণে
এনে হাসিমুখে সাম্‌নে যে দিল ধরি'।

৭

কখানা রেকর্ড—কালো কালো ক'টা চাকী,
কালের চক্র ফিরালো এমন দ্রুত,
রেখাতে রেখেছে কত আনন্দ ঢাকি'
গত উৎসব নিশি যেন ঘনীভূত।

৮

মনে দোল দেয় সহসা ফিরায়ে আনে
রঙিন বুকের রাঙানো আকাশ গোটা,
দেখি নাই হেন হাসি-অশ্রুর বানে
শুষ্ক এমন মালঞ্চে ফুল ফোটা।

জাতিস্মর

অলকনন্দা পুলিনে একটি বাড়ী—
তুহিনের ভয়ে অতিথি হলাম তারি
আত্মীয়তায় মনে হ'লো সারারাত
একটা জন্ম কেটেছে ওদের সাথ।
একদা নিশীথে স্তব্ধ মৌন সব
চমকি' উঠিনু শুনিয়া বংশীরব
সে-সুর এমনি পরিচিত আর প্রিয়,
ডাকে যেন দূর জন্মের আত্মীয়।

২

কভু যমুনায় কভু সরযূর তীরে,
নারায়ণে আমি হেরেছি নরের ভিড়ে।
ভিক্ষু হইয়া ছিলাম অজন্তাতে
সোমনাথে আমি লড়েছি পাঠান সাথে
নিরঞ্জনার তীরে করিয়াছি দান,
মহাপথে আমি করিয়াছি প্রস্থান।
ত্যাগ করি’ দেহ, আমিই কাম্যকূপে,
গিয়েছি এসেছি হেথা নব নব রূপে।

৩

সুন্দর আমি যাহা কিছু দেখি ভবে
মোর দৃষ্টির কষ লেগে আছে সবে।
রয়েছে ধরায় সব সৌরভ জুড়ি’
আমার বুকের প্রণয়ের কস্তুরী।
সকল সলিলে আমার অঙ্গবাস,
সব সমীরণে আমারি যে নিশ্বাস।
ঘন অনুভূতি দেয় মোরে সন্ধান,
সকল প্রাণেই রহেছে আমার প্রাণ।

বিষাদ-ছবি

তোমারে দেখেছি ওগো আকুলিত লোচনে
অনুক্ষণ শোচনে ও আঁখিজল মোচনে।
রাঙা রাঙা ভাঙা মেঘে সবিতার শ্মশানে,
সুষমার চিতাপাশে, বিজয়ার ভাসানে।

২

ফলশেষ তরুতলে, ফুলশেষ লতাতে ;
আঁখিজলে বাধা পাওয়া আধা আধা কথাতে।
বুকে চাপা দুখে কাঁপা দুখিনীর অধরে,
পোকাধরা নুয়ে পড়া যূথীকলি ভাদরে।

৩

শিশুহারা হরিণীর ছলছল আঁখিতে
ভোল নাই ভাবাকুল আঁখি তব রাখিতে।
বিহগেরে খরশরে বেঁধে যেই নিষাদে,
বুকে তারে ধরি' কাঁদ বিষাদিনী বিষাদে।

৪

রক্ত আঁকা ধূলা ঢাকা বিধবার মুকুরে,
ঘুণধরা কাঁচা বাঁশ পদহারা নূপুরে।
এসো কেঁদে কেঁদে আঁখিকোলে জমা মসীতে,
মিশে রও নিশিশেষে ঢুলে পড়া শশীতে।

৫

বল কোন্ উচাটন ব্রতে ছিলে লগনা,
ছিলে কোন ধূমাবতী ধ্যানে তুমি মগনা ?
হ'লে তুমি বল কার বঞ্চিত সোহাগে,
মরমের বীণাতার বেঁধেছ কি বেহাগে ?

চেনা চেনা

পরিচিত নয় তবু যে লাগছে চেনা চেনা,
পরের জিনিস যেন আমার নিজের হাতে কেনা।
পথের ধারের ঘরটি যেন কোন দেশেতে যেতে
একটি দিবস ছিলাম হোথা দুর্যোগেরি রেতে।
নিজের জমির জিনিস যেন দূর সোহাগের হাটে
গ্রামের ধনীর বজরাখানি অচিন নদীর ঘাটে।
আপন আপন লাগছে কেন বুঝতে নারি সেটি
বাল্যকালে কখন লেখা নিজের হাতের চিঠি।
চেনা গলার স্বরটি যেন বহুরূপীর সাজে,
সখার আঁকা চিত্রখানি প্রদর্শনীর মাঝে।
কোথায় গেছে ফুলটি ঝ'রে গন্ধ আছে জেগে
কনক-কেয়ূর কোথায় গেছে কষ্‌টি আছে লেগে।
পড়ছে নাকো শব্দ মনে অর্থ টেনে আনে,
গানের কথা হারিয়ে গেছে সুরটি জাগে প্রাণে।

একটি দিনের মেলা

বসিয়াছে নদীর বাঁকে একটি দিনের মেলা,
উৎসব সব ফুরিয়ে যাবে, না ফুরাতেই বেলা।
বেচা-কেনা লেনা-দেনা চুকিয়ে যাবে সব,
নীরবতায় তলিয়ে যাবে মেলার কলরব।
রাঙা কাগজ, ভাঙ্গা চুড়ি, টুকরো কাঁচের ছবি ;
পট্‌কা পোড়া রইবে প'ড়ে, দেখবে সাঁজের রবি।

এ যেন রে অভাগিনী বালিকাটির বিয়ে,
মুখ না দেখে সুখ পালালো সিঁথার সিঁদুর নিয়ে।
একটি রাতের কালীপূজা, চতুর্দ্দশীর আলো,
ক্ষণেক তরে উজল ক'রে, আঁধার রেখে গেল।

সমাপ্তি

ধুলোট হ'য়ে গেছে, ভাঙিয়া গেছে মেলা,
পাতের ঠোঙা ল'য়ে কাকেরা করে খেলা।
ভাসান হ'য়ে গেছে, বিজন পূজাবাড়ী,
জাগিছে আরতির স্মৃতিটি বুকে তারি।
ফুরায়ে গেল শুভ বিবাহ-উৎসব,
নীরব নহবৎ, নীরব হুলুরব।

যেতেছে পায়ে পায়ে মুছিয়া আলিপনা,
বিদায় নিল সবে, বিরল আনাগোনা।
এই তো শেষ, ওগো এই তো সমাপন,
হৃদয় খালি ক'রে কাঁদায় প্রাণমন।
সহে না প্রাণে এই আসিয়া চ'লে যাওয়া,
পাওয়ার চেয়ে ভালো ছিল যে পথ-চাওয়া।
এ যেন প্রভাতের মলিন রাকা শশী,
সুখের চেয়ে এতে দুখ যে মাখা বেশী।

জন্মান্তর সঙ্গতি

পরিচয় পাই তার
এই পৃথিবীতে এসেছি গিয়েছি আমি যে অনেকবার।
সে-তারার আলো এখনো রয়েছে যে-তারকা গেছে ডুবে,
মৃগ নাই, মৃগনাভির গন্ধ এখনো যায়নি উবে।
কত জনমের আখির পরশ রয়েছে রূপের গায়,
প্রণয়ের গাঢ় আলিঙ্গন দাগ রাখিয়াছে তায়।
চেনা চেনা লাগে দেখে—
মাণিক্যহারে রয়েছে আমার বুকের পরশ লেগে।

২

সকল শব্দ ভাষা ও কাকলি সব স্থর সব গীতি,
আমার জিহ্বা কণ্ঠ তালুর বহিতেছে পরিচিতি।
সুরের মীড় যে কোন নীড়ে ডাকে ভাবিয়া পাই না সীমা।
বিস্মৃত প্রিয় কতই কণ্ঠ দিল ওতে মাধুরিমা।
ভালো লাগা সব বর্ণে গন্ধে ভালো লাগা সব গানে
জন্মান্তর সৌহার্দ্দ্যের অভিজ্ঞান যে আনে।
পাইনি অমর বর
যুগের যুগের প্রেম শুধু মোরে করেছে জাতিস্মর।

৩

স্পর্শে গন্ধে রসে কি আভাস কি যে ইঙ্গিত রয়,
প্রতি শৈলে রয়েছে আমার শিলালিপি মনে হয়।
হেথাকার প্রেম স্নেহ মমতায় অফুরন্তের চিনে ;
আগন্তুকেরা ধরাকে বেঁধেছে অপরিশোধ্য ঋণে।
ল'য়ে যে বিপুল পণ্য এমন করি হেথা কারবার
একটি জনমে হিসাব-নিকাশ চুকিতে পারে না তার।

তাই এই গতায়তি
অপার্থিবের পরিবেশে করে ধরাকে কান্তিমতী।

৪

এসেছি গিয়েছি এটা ঠিক জানি, দিয়ে নিয়ে গেছি কী?
নিয়ে গেছি এর বেদনা দিয়েছি বুকের সামগ্রী।
রূপে রূপবান ওই লাবণ্য ওই যে আকর্ষণ
ফিরিয়া আসিতে বার বার মোরে করেছে নিমন্ত্রণ।
বিদায়ী নয়নে সেই রূপ ভাসে ত্যজিতে যা ব্যথা বাজে
ধরার কঠিন বন্ধন তাই পুনরাগমনে যাচে।
অমৃতের কণা বহি'
এসেছি গিয়েছি ধরার প্রেমকে করিবারে কালজয়ী।

জালন্ধরের পথে

পাংশু-বরণ পথ চলেছে অন্ত নাহি তার,
সূর্য্যে এবং গোধূম ক্ষেতে সবুজ চারিধার।
স্টেশনে টোঙা মোটর এক্কা গাড়ীর ভিড়,
পায়জামা আর পাগড়ী টুপির অরণ্য নিবিড়।
সলাজ আঁখি নাই প্রাসাদের জানালা-ফাঁকে
জল আনিতে যায় না বধূ কলসী কাঁখে।
বঙ্গবধূর মধুর শোভা বঞ্চিত দেশে—
ভুল করেছি, ভাবছি আমি সখ ক'রে এসে।

২

এমন সময় কে ও এলো হরিণনয়না,
কাঁচাসোনার ঢেউ খেলিয়ে, কথাটি কয় না।

পালটে চেয়ে আগিয়ে গেল রূপের বিজলী
ঝাপসা দিনের সন্ধ্যাবেলা শোভায় উজলি'।
নয়ন সে কি সে যে গভীর প্রেমের সরসী
চ'লে গেল পদ্মবুকের পরাগ বরষি'
যেথায় পেলাম হলুদ পরীর হঠাৎ দরশন
জালন্ধরের পথে আমার আজও বেড়ায় মন।

৩

কুঞ্চিত-কেশ চাঁদমুখে তার পড়ছে আকুলি'—
ভুল করিয়া চাঁদের দলে বসলো কি অলি।
সান্ধ্য তারার কাঁচপোকা টিপ পরার কি মরসুম,
কোকিলকে কি ডাকলে ক্ষেতে কাশ্মীরী কুঙ্কুম?
ছলছলে সে রূপের নদী যায় না পাসরা
চাউনি তাহার বঙ্গবালার অমৃতে ভরা।
সেথায় আমার আটকে গেল এই দুটি নয়ন,
জালন্ধরের পথে আমার ঘুরে বেড়ায় মন।

অশরীরী

ভুজঙ্গ বিশাল ভগ্ন ভবন—ঘন জঙ্গল মাঝে,
সেখানে সতত আলো আঁধিয়ার, ঝিঁঝিঁর ঝাঁঝর বাজে।
ছিন্ন সৌধমালা, স্মৃতির বন্দীশালা,
তোরণে তাহার কুতূহলী হ'য়ে পঁহুছিনু এক সাঁজে।

২

ডাকিলাম জোরে, 'কোথা পুরবাসী? কোথা ওগো পুরবাসী?
লও, ডেকে লও, অতিথি তোমার দ্বারে যে দাঁড়ালো আসি।'

ধ্বনিত হইল গেহ, আসিল না কই কেহ ?
শুধু পেচকের কর্কশ রব সাড়া দিল উপহাসি'।

৩

দ্বিতলের সব কক্ষে কক্ষে, বায়ু বহি' সন্‌সনি'
গত-গৌরব গম্বুজগৃহে তুলিল প্রতিধ্বনি।
কে যেন বলিছে 'আজও আছ কি তোমরা আছ ?
শতাব্দী পর শতাব্দী ধ'রে আমরা যে দিন গুণি।'

৪

সুবৃহৎ বট রচি' মণ্ডপ, 'নামালে'র পাকে পাকে,
রয়েছে দাঁড়ায়ে, চীনা ফাহিয়ান হয়তো দেখেছ তাকে।
দম্‌কা বাতাস লাগি,' শিলা-ছবি উঠে জাগি,'
বলে 'আমাদের ভরা ঘুমে কে রে গায়ে হাত দিয়া ডাকে ?'

৫

রঞ্জিত যেন হয়েছে বাড়ীটি যুগের যুগের কষে,
ডালিমের গাছে ডালিম ধরেছে ফেটে পড়ে রূপে রসে।
ফুটিয়া হয়েছে ফুল ? কাহার হয় যে ভুল ?
মানুষ ম'রে কি ফুল ফল হয় ? আমি ভাবি হেথা বসে।

৬

ভগ্নস্তূপে উঠেছে যে-সব বলিষ্ঠ তরু-লতা,
সাবাসি তাদের উদ্দাম গতি, আরণ্য সরসতা।
যাহাদের এই ঘর, এরা কি তাদের পর ?
পায়নি কি রূপ এতেই—তাদের বক্ষের ব্যাকুলতা ?

৭

হাজার বছর আগে এ আবাসে ছিল যারা পরিজন,
অনিন্দ্য শত মুখচ্ছবি যে করেছি নিরীক্ষণ।
সুমুখে ঘুরিছে তারা, জরা ও মৃত্যু হারা,
রূপ যে অমর, যুগে যুগে তার নাহি পরিবর্ত্তন।

৮

কণ্ঠের স্বর তেমনি—সুর যে অবিনশ্বর ভবে,
গুণী মহাকাল মধুরতা তার কেমনে কাড়িয়া লবে ?
সুরভির চারিপাশ করে কস্তুরী বাস,
সুবাসিত যাহা করিত সুদূর অতীত মহোৎসবে।

৯

হাজার বছর কয়টা বা দিন কয়টা বা নিশ্বাস ?
হাজাব বছর ত্র্যম্বকের যে একটা অট্টহাস।
মাটির প্রদীপে হায় একটা দীপালী যায়,
বিসর্জন তো নব বোধনের কেবল পূর্ব্বাভাস।

১০

এখানে জমেছে কালের কুহেলী ঘন যবনিকাপ্রায়,
রহস্যময় করি' চরাচর আবরি' রাখিতে চায়।
মোরা ধরণীর প্রাণী ধরাই আসল জানি,
তাহাকেই যেন ছায়া মনে হয় এ ভবন আঙিনায়।

১১

এখানে যা শুনি তাহাই তো ধ্বনি, প্রতিধ্বনি তো নয়
আমরা যা বলি তাহাদেরই কথা নাহি তাতে সংশয়।
স্পন্দন তাহাদের, এই বুকে পাই টের,
তাহাদের ব্যথা দুশ্চিন্তাই হ'য়ে আছে অক্ষয়।

১২

আসল ভুবন কোনটা ? তারা'ই জানে বুঝি সন্ধান,
তাদের জগৎ স্থির—আমাদের সদা দোদুল্যমান।
ভাবি·মোরা যাব যেথা, উহারা রয়েছে সেথা,
যে-সুধার মোরা পিয়াসী—তারা তা আগেই করেছে পান।

১৩

কর্ম্ম তাদের দিয়ে চ'লে গেছে লভিবারে বিশ্রাম,
সেই সে আদিম ভীতি ও ভাবনা মোরা সহি অবিরাম।

সেই চলা-পথে চলি সেই বলা-কথা বলি,
মোদের সাধনা পূর্ণ করিছে তাদেরই মনস্কাম।

১৪

তাদের খবর অধিক কি পাব মাটি বা পাথর খুঁড়ে,
এখন তাহারা বসত করিছে নিখিল ভুবন জুড়ে।
ডাকিয়া বলিছে "আজও আছ কি তোমরা আছ ?
দেবতার কাছে আছি বটে—নাই তোমাদেব বেশী দূরে।"

বিদেশে

চোখ ফেটে মোর জল যে আসে হৃদয় ছোটে সুদূর পানে।
আধভোলা ওই মেঠো গানে।
বিদেশীর ওই গীতের ছাঁদে,
প্রবাসীর হায় প্রাণ যে কাঁদে,
শুষ্ক কুঞ্জে গুঞ্জে অলি ঝরা ফুলের গন্ধ আনে।

২

আমারি সে সোনার গাঁয়ে 'শ্রীমন' সে আজ নেইকো বেঁচে,
গাইত এ-গান আইল পথে শুনে হৃদয় উঠত নেচে।
কচি ধানের সবুজ গায়ে
উঠতো লহর সাঁঝের বায়ে
ডুব্‌তো রবি আকাশ গাঙে সিঁদুর রাঙা শোভার বানে।

৩

আশায় ভরা বুক যে তখন সুখের স্রোতে ভাসতো ধরা,
সুখসাগরে নিতাম ভ'রে মুগ্ধ হিয়ার সোনায় ঘড়া।

কতই স্মৃতি কতই কথা,
কতই হাসি কতই ব্যথা,
জাগছে আজি এ-সুর সাথে সে-সব কথা মনই জানে।

৪

কাছ-ছাড়া সব সুহৃদ্ জনে বুকের মাঝে আনছে কে রে?
সুখ যে সব দুঃখ হয়ে দেখছি এ-সুর সাথেই ফেরে।
যে-সব ব্যথা যাচ্ছে ঘুচে,
যে-সব ছবি ফেলছি মুছে'
সে-সব আজি উঠছে ফুটি' স্মৃতির অমর তূলির টানে—
আধভোলা ওই মেঠো গানে।

সেই আঁখি

ঝাপসা হয়ে আসছে ক্রমে সেই আঁখি, তোর সেই আঁখি,
পলক পলক আন্‌তো পুলক আজকে সে হায় দেয় ফাঁকি।
শৈশবে সেই কাজলমাখা
মায়ের স্নেহের চুমায় আঁকা,
চাঁদকে দেখা, চাঁদকে ডাকা আর কি মনে নাই নাকি?

২

এরাই কি সেই চপল আঁখি? সেই বিজলী জলভরা,
প্রেমের দেশের পান্থপাদপ শিখলে কোথায় ছল করা?
সেই যে শুভ দৃষ্টি ক'রে
আন্‌তো পীযূষ বুকটি ভ'রে,
কান্না-হাসির ইন্দ্রধনু গহন মেঘে যায় ঢাকি।'

৩

ওরাই কি সেই টান্‌তো মধু ফোটার আগেই ফুল থেকে?
দূর সাগরের কনকতরী দেখতে পেত কূল থেকে?
বিনা তারের খবর দিয়ে
নিতো চাঁদের পীযূষ পিয়ে
ছায়াছবির নাচের গৃহ আঁধার হ'তে নাই বাকি।

৪

এ তো নয় সে তমালছায়া, এ নয়তো সে মেঘ করা
কালিন্দীর এই কালো লহর ভাসিয়ে নেওয়ার বেগ ভরা।
এই ছায়া হায় মায়ার ছলে
কমলকে আজ মুদতে বলে,
সাম্‌নে ঝিঙার ফুল ফুটেছে যায় ডুবে যায় ওই চাকী।

স্মৃতিভোর

যেখানেই যাই ফাঁকা ঠাঁই নাই পাই নাকো নিরিবিলি,
চারিদিকে মোর সুদূর স্মৃতির ঝুলিতেছে ঝিলিমিলি।
ক্ষীণ হয়ে আসে জীবনের আলো সোনা যা তা কেড়ে নিল
সোনালী রঙের ছোপে ছোপে কেন হৃদয় ভরিয়া দিল?
কারণ খুঁজে না পাই—
কে নিভানো আতশবাজিতে নিতি করে রোশনাই?

২

সব চেনা পথে গত চেনা ঘুম, দূরগত দেব ভিড়।
পথ তরুশাখে উড়ো দিনগুলি বাঁধিয়াছে যেন নীড়।
কত শরাহত কপোতের ব্যথা শ্যেনের তীক্ষ্ণরব,
শুষ্ক তৃণের মঞ্জরীগুলি যেন জেগে উঠে সব।

পর্য্যুৎসুকী মন—
স্মরে কত গত মহাসমারোহ নীরব নিষ্ক্রমণ।

৩

তীব্র ব্যথাকে কেমনে যে কাল সহনীয় করে ভাবি,
প্রিয় হরিণের বক্ষ চিরিয়া এনে দেয় মৃগনাভি।
জীর্ণ ছিন্ন হিন্দোলে দেয় গত ঝুলনের দোল,
হাজারছিদ্র কলসীতে তোলে যমুনার কল্লোল।
আমি চেয়ে দেখি কিরে
কত বিজয়ার প্রতিমা ভাসিছে আমার নয়ননীরে।

৪

সরায়ে আমার ভাস্করে আজ বসেছে চিত্রকর।
ভূলোকের চেয়ে ছায়ালোক মোর হতেছে বৃহত্তর।
পাই যক্ষের বক্ষের ধন সেইখানে মাটি খুঁড়ি,
প্রতি রোহিতের কাছে সে হারানো হীরকের অঙ্গুরী
চিনি না সে মধুকরে—
কাঁটার ফুলের মধুতে যে মোর খালি মৌচাক ভরে।

৫

নয়নে যা দেখি তাহা বেশী নয়, পুরাতন এই ক্ষিতি
কতই যুগের মাধুরী ইহাতে কত জনমের প্রীতি।
অসুন্দরকে সুন্দর করে ক'রে তোলে মনোলোভা,
ক্ষুদ্র সলিলবিন্দুতে দেয় ইন্দ্রধনুর শোভা।
জানায় আমার প্রাণ,
জন্মান্তর কেবল কয়টা নিশ্বাস ব্যবধান।

৬

জীবনে ধরিয়া বুনিছে যে এই স্মৃতির রেশমীগুটি,
চ'লে যায় যবে কোথায় সে যায় সব বন্ধন টুটি'?

পাখায় তাহার লাগে নাকি কস্ বুকে কি রাখে না দাগ
এত দিবসের সুনিবিড় প্রেম সুগভীর অনুরাগ ?
সত্য কি পায় ছুটি—
কিংবা আবার ফিরে এসে বোনে এমনি রেশমীগুটি।

ছেলেবেলার টান

করতে সেবন মুক্তবায়ু, শহর ছেড়ে প্রান্তরে,
রাজার কুমার দিবস শেষে যেতেন হলে শ্রীন্ত রে।
শ্যামল ক্ষেতে কুটীর মাঝে কৃষকবালা একলাটি,
গাইত যে গান শুন্‌তো কুমার কেউত নাহি জানতো রে

থাকতো ক্ষেতের বেড়ার গায়ে হলুদ ঝিঞা ফুল ছুলে।
নদীর মাঝে উজান যেত নৌকাগুলি পাল তুলি'।
কাজলকালো অলক-ঘেরা মুখখানি তার ফুটফুটে,
টুকটুকে তার ঠোঁট ছ'খানি চোখ ছুটি তার ঢুলঢুলে।

কণ্ঠ তাহার অকুণ্ঠিত মিষ্টি তাহার দৃষ্টি যে,
করতো কিশোর-রাজার প্রাণে সুধার ধারা বৃষ্টি রে।
কোথায় গরীব চাষার মেয়ে কোথায় রাজার রাজধানী,
ভাবতো দোঁহে মনের মাঝে কতই অনাসৃষ্টি যে।

কেটে গেছে অনেক বছর মগ্ন কুমার রাজকাজে,
এসেছেন আজ মাঠের দিকে অবসর তো নাই কাজে।
জাগিয়ে প্রাণে সুদূর স্মৃতি হঠাৎ কাহার সুর চেনা
অন্য সুরে সুর মিশায়ে কুটীর পাশে ওই রাজে।

দেখেন রাজা সলাজ মধুর সেই সে চেনা মুখখানি।
বারেক চেয়ে তাঁহার পানে ঘোমটা সে তার লয় টানি।
দাঁড়ায় স্বামী সসম্ভ্রমে নাচছে ছেলে উল্লাসে,
রাজা ভাবেন ইহার চেয়ে নয়কো সুখী মোর রাণী।

বলেন—'কৃষক, মুগ্ধ আমি তোমাদের ওই সঙ্গীতে
অধিকতর মুগ্ধ তোমার ছেলের নাচের ভঙ্গীতে।
অদ্য হ'তে এ সব জমি ভোগ করগে নিষ্করে,
রাজার হুকুম ভক্ত প্রজার নাইকো জেনো লঙ্ঘিতে।

মাঝির ব্যথা

হয় নাকো ঘুম রাত্রে আমার ভাবছি নিরবধি—
কোথায় আমার নাও—কোথায় আমার নদী।
পড়ছে মনে রে, সেই যে খেয়াঘাট,
নিবিড় তরু-তল, মখমলিয়া মাঠ,
দেশ ছেড়ে আজ বিদেশ পানে আনলে মোরে বিধি।

২

ছিলাম মাঝি, কাঠ কেটে আর পাথর ভেঙ্গে খাই।
কোমলতার চিহ্ন হেথা নাই।
জলের পাখীরে ডাঙ্গায় এসে আজ
পেট ভরে না যে চরতে লাগে লাজ,
পড়ছে মনে হাতিম-তলের ঘাটটি একাজাই।

৩

ঈশান কোণে মেঘ উঠেছে ভাবছি অবিরত
ভাবছি সদাই, ভাববো বা আর কত?

কোথায় আমার তরী, সেই সে সাদা পাল
নতুন জোড়া দাঁড়, শক্ত বাঁধা হাল,
নদীর ধারে ঘুরছে যে মন পান ভুতেরি মত।

৪

পরদেশী ভাই আমার গ্রামে যাও যদি তো বলো,
পানিকৌড়ি কাঠঠোক্‌রাই হ'লো।
ব্যাপার ছিল যার বাতাস জলের সাথ,
সইছে আজি সে, পাষাণ রবির তাত,
টোপা পানা বালির বেলায়—জল বিহনে ম'লো।

৫

সচল সরল তরল জলে ছিল যাহার ঘর—
ভাগ্যে এলো গরল অতঃপর।
কল্লোল নাই আর, নাইক সারিগান
হট্টগোলের মাঝ গুমরে মরে প্রাণ।
জল্‌দেবতায় করলে কে ভাই চকমকি পাথর।

ভাঙ্গা বেহালা

তার তার ছিঁড়ে গেছে কোণে আছে টাঙানো,
থাক্ থাক্ ভাল নয় তার ঘুম ভাঙানো।
নাই 'সুর' সুমধুর, মীড় আর খেলে না,
'আড়ানা'র সাড়া নাই, মেলেনাকো 'তেলেনা'।

২

নাই আর ঝঙ্কার বারোঁয়া কি ইমনে,
চুপ ক'রে ঝিমাইছে—ভাবিতেছে কী মনে?

মনে বুঝি পড়ে তার অতীতের গরিমা,
জাগিতে যে পারে না সে কি নিবিড় জড়িমা।

৩

বুকে তার বয়েছিল, পুলকের লহরী
এসেছিল কত রাগ রাগিণীর বহরই।
সত্য কি সুরনদী সিকতায় হারালো?
দেবতা কি দারুসার ছবি হ'য়ে দাঁড়ালো?

৪

প্রাণ তার ভরপুর 'সাহানা'র সোহাগে,
ভোগবতী ধারা টানে সুর-শরে বেহাগে,
মল্লার আনে তার পথহারা পুলকে,
অলকার বারতাটি এ নীরস ভূলোকে।

৫

মরে নাই ঘুমাইছে বুকে রাগ রাগিণী
শ্রমে আঁখি মুদে আছে এখনো ও জাগেনি।
যে ভ্রমর গুমরিয়া এতদিন কেঁদেছে
মধুভরা মৌচাকে আজি বাসা বেঁধেছে।

৬

সমরের শেষ তার, আজ তার ছুটি রে,
স্মরে জয়-গৌরব বসি' একা কুটীরে।
আজ রথ থামাইয়া ঝিমাইছে সারথি,
পূজা শেষ ক'রে এবে মনে মনে আরতি।

বৰ্দ্ধমান ষ্টেশন

হয়তো তোমরা মোর কথা শুনি হাসিবে উচ্চহাসি,
বৰ্দ্ধমানের ইস্টেশনটি বড্ডই ভালবাসি।
ভালবাসি এর ফুলগাছগুলি—ভালবাসি এর স্টল,
ভালবাসি এর সুদূর লাইন—ডিস্‌টাণ্ট সিগনল।
চেয়ে থাকি আমি অপলক আঁখি, চোখে বহে যায় নীর,
এই পথ দিয়ে চলে যায় গাড়ী জম্মু ও কাশ্মীর।
সুখের দিনের সুমধুর স্মৃতি বুকে উঠে উদ্ভাসি'।
বৰ্দ্ধমানের ইস্টেশনটি বড্ডই ভালবাসি।

সেদিন এমনি শরৎ প্রভাত স্মরণ হতেছে বেশ,
প্লাটফর্ম্মেতে আসিয়া দাঁড়ালো দেরাদুন এক্সপ্রেস।
নামিলেন মোর জনক-জননী বহু বর্ষের পর,
দেবতা আসিয়া উজল করিল শূন্য আমার ঘর।
উল্লাসে সব পোঁটলা পুঁটলী নামাইতে যাই ভুলি'
শুধু বারবার আমি তাঁহাদের লই চরণের ধূলি।
এনেছেন আহা কতই দ্রব্য—অতরল স্নেহরাশি।
বৰ্দ্ধমানের ইস্টেশনটি বড্ডই ভালবাসি।

একটি বেলা যে কাটাইয়েছি ওই ওভার ব্রিজের ছায়,
পঞ্চবটীর বনেই পেয়েছি আমার অযোধ্যায়।
কৈলাস মোর নামিয়া এসেছে রেলের এ প্রাঙ্গণে
আমার কমলে কামিনী উদয় হেথায় শুভক্ষণে।
ক্ষণিকের এই পূজামণ্ডপ—আজ মনে পড়ে সব,
অনন্ত সেই আনন্দ মেলা—বোধনের উৎসব।

এই ঠাই মোর মাতৃতীর্থ—এই ঠাঁই মোর কাশী।
বৰ্দ্ধমানের ইস্টেশনটি বড্ডই ভালবাসি।

আজিকে আমি যে আশ্রয়হীন মাতৃপিতৃহারা,
কাতর কণ্ঠে মা বলিয়া ডাকি—আর তো পাইনে সাড়া।
আসে যায় ট্রেন ব্যাকুল নয়নে তেমনি তাকায়ে থাকি,
হয়তো দেখিব সে পুণ্য ছবি—স্নেহ ছলছল আঁখি।
জ্ঞানও এখন বেড়েছে অনেক—বেড়েছে বয়ঃক্রম,
এখানে এলেই শিশু হয়ে যাই—করি যে তেমনি ভ্রম।
দেখিয়া হাসেন মাতাপিতা মোর আজিকে স্বর্গবাসী।
বৰ্দ্ধমানের ইস্টেশনটি বড্ডই ভালবাসি।

মাটির মায়া

স্বর্গে আবার ফিরিয়া এসেছি গুরু অভিশাপ অন্তে
তবুও সতত চঞ্চল মন
ধূলার ধরণী করিছে স্মরণ,
গুমরি তাহার পূরবীর সুর আসে স্বরগের পন্থে।

২

বধূ হয়ে ছিনু সেখানে—রম্য সুধা ধবলিত কক্ষে,
প্রেমিক স্বামীর সে কিরে সোহাগ,
এখনো মোছেনি চুম্বন দাগ,
ধরার প্রেমের পদ্মপরাগ আজ মোর সারা বক্ষে।

৩

সেখানে ছিলাম লাজ-নতমুখী সবার আদরে ধন্যা,
ভরা যৌবনে সাজানো সে-ঘর
এখনো ভাসিছে চোখের উপর
এখানে এসেও আছাড়িয়া পড়ে যে আঁখিজলের বন্যা।

৪

ভবনের পাশে স্বচ্ছ তটিনী নামটি তাহার কৃষ্ণা,
আকাশগঙ্গা সাথে তার যোগ
দেখিয়াছি সাধ করি উপভোগ,
ধরার ক্ষুদ্র শিশিরের বুকে রয়েছে সুধার তৃষ্ণা।

৫

সবে আলোড়ন সোহাগের দোল, সে এক মধুর বিশ্ব,
জানি তাহাদের গতির কি মানে
ছুটেছে কোথায় কার সন্ধানে ?
তুচ্ছ সে ধরা—তবু দেবতার দেখার মতন দৃশ্য।

৬

হোক নশ্বর, হোক মায়াময় হউক ধরণী রিক্ত,
তবু প্রেম তার কমনীয়তায়
তবু আঁখিজল তাহার ব্যথায়—
ইন্দ্রজাল যে ইন্দ্ররাজ্যে করে তারে অভিষিক্ত।

সোনার স্মৃতি

দোল যামিনীর আবীর আমি বীণার সুরে কাঁপি গো,
পারিজাতের মাল্য গলে স্বর্গে নিশি যাপি গো।
মোর নীলাকাশ চাঁদে ভরা,
লাবণ্যে মোর তনু গড়া,
নিত্য সুধা উথলে ওঠে বক্ষ আমার ছাপি গো।

২

কালকে সীতার গায়ে হলুদ, কাটলো তাতেই দিবা হে,
ফিরছি ভোজের নিমন্ত্রণে ফিরছি যে পান চিবায়ে।
পরশু ছিলাম কৈলাসেতে
মহামায়া দিলেন খেতে,
পথে নারদ বলেন যেতে—সুভদ্রাদি'র বিবাহে।

৩

অমৃত যে মৃতের পূর্বে—জয়পতাকা উড়ালো।
মার্কণ্ডেয়ের পুনর্জন্ম দেখে নয়ন জুড়ালো।
কাল ফিরেছেন ঘরের পানে
সাবিত্রী আর সত্যবানে,
বর পেয়ে যম রাজার কাছে সব অভিশাপ ফুরালো।

৪

মকরতরী বেয়ে গেলাম—কালিদাসের ভবনে,
মহাকবির কাব্য লেখা—দেখে এলাম গোপনে।
মন্দাক্রান্তা ছন্দ চলে,
মেঘের ছায়া সিপ্রাজলে,
উজল কবির নয়নযুগল দূর অলকার স্বপনে।

৫

রাম-গিরিতে অলকা তো—আমিই পারি মিলাতে,
কুবের-পুরীর চম্পকবাস, গিরির গুহায় বিলাতে।
মহাকালের মুক্তামাণিক—
খেলাই কড়ি নিয়ে খানিক,
অহল্যা ফের হয় মানবী দিই চেতনাশিলাতে।

৬

আমি হয়ে বরণ-বধূ বুড়ীর বুকে থাকি গো,
ঝরাফুলের ঘরে আমি কুঁড়ির দিবস ডাকি গো।
মেনকাকে ইন্দ্রসভায়
মনে পড়াই শকুন্তলায়,
পঞ্চবটীর কুটীর রামের রাজপ্রাসাদে রাখি গো।

৭

আনি অতীত শোভার থাকা, আমিই কাতার কাতারে,
আমি সুদূর স্বর্ণমরাল খিড়কি-গড়ের সাঁতারে।
আমার শিসে আমার ডাকে
ফিরাই হারা পায়রা ঝাঁকে,
দেখাই ব্রজের 'নৌকাবিহার' দ্বারাবতীর পাথারে।

৮

ভুলিনাকো কিছুই আমি তোমায় আমি ভুলাব,
আমি তোমার কোমল বুকে কমলরেণু বুলাব।
আবার নবীন করব তোমায়,
সোহাগভরে বরব তোমায়,
আমি তোমার মানস-গগন রাখব চির-নীলাভ।

অস্ফুট

ফুটে গন্ধ বিলিয়ে যারা পড়্‌ল ঝরে পড়্‌লো গো,
তাদের লাগি' আকুল সারা কুঞ্জ যে,
গন্ধ বুকে বন্ধ করে, না ফুটে যে ঝরলো গো
তাহার তরে কই না ভ্রমর গুঞ্জরে।

২

পলায় যে জন ধরায় ক'রে সুধার ধারা বৃষ্টি গো,
হয় যে সে সুর শতেক প্রাণে ঝঙ্কৃত।
না গেয়ে যে পড়্‌লো লুটি' বিকল কি তার সৃষ্টি গো
কোথায় ব্যথা রইলো তাহার অঙ্কিত ?

৩

যে বীজটি হায় গড়্‌লে তরু, সফল তাহার জন্ম গো,
হারিয়ে গেল বিরাট মাঝে ক্ষুদ্র সে,
বুঝবে কে তার গুপ্ত ব্যথা, বুঝবে কে তার মর্ম্ম গো
ক্ষুদ্র ক'রে রাখলে যে তার রুদ্রকে ?

৪

মহারাজের পুত্র সে যে থাকলো হয়ে ভৃত্য গো
পর্ণবাসে যাপ্‌ল জনম দুঃখেতে,
গাণ্ডীবী হায় বৃহন্নলা মগ্ন লয়ে নিত্য গো
তূণীর তোলা রইল শমীবৃক্ষেতে।

৫

শ্রীবৎসরাজ রইলো মিশে কাঠুরিয়ার সঙ্গে গো
নল-রাজের কাটলো জীবন রন্ধনে,
কৌস্তভে হায় চিনলে না কেউ উঠলো না শ্রী অঙ্গেতে
চন্দন কাঠ জ্বালালো ধরার ইন্ধনে।

৬

পুণ্যমুকুল পারিজাতের শুকিয়ে গেল বৃন্তে গো,
হেম-মরালের কণ্ঠে ছিল পত্রটি,
অমৃতের সে বার্ত্তাবহ নারলে তারে চিনতে গো
পেলে না তার পড়তে লিপির ছত্রটি।

৭

সে যে কালের জতুগৃহে দারুণ তাপটা সইল গো,
করলে না তো দিনেক তরে রাজ্যভোগ,
বিরাট গৃহে ক্ষুদ্র হয়ে রইল সে যে রইল গো
জীবনে আর আসলো না তার ইন্দ্রযোগ।

ভুল

অনেক সময় ভালই লাগে ভুল গো,
মহাকালের নয়ন ঢুলু ঢুল গো।
ভুলে বায়স কোকিল পালে,
সুধা ছড়ায় তমাল ডালে,
বসুন্ধরা আনন্দে আকুল গো।

২

ভঙ্গ যতি মহাকবির পদ্যে,
মুক্তা-তোলা তরী সাগর মধ্যে।
নীল আকাশে ফানুস ওঠা
মেরুর দেশে মানুষ জোটা
ফাটল মাঝে হঠাৎ ফোটা ফুল গো।

৩

ভুলটি আহা সব্যসাচীর লক্ষ্যে,
চমক লাগায় বিশ্ববাসীর চক্ষে।
পাগলা ভোলার মধুর ভুলে,
নিঠুর নিষাদ মুক্তি পেলে,
এ ভুল ক'রে হৃদয় বেয়াকুল গো।

৪

সাবিত্রীকে যমের দেওয়া বর গো,
ভুল তো বটে ভুল যে মনোহর গো।
যম রাজাকে দেয় মহিমা
অসীমে দেয় শোভার সীমা,
অকূল মাঝে মোহন উপকূল গো।

৫

ভুল করিয়া তমাল আলিঙ্গন গো
নবীন নীরদ দেখা ক্ষণে ক্ষণ গো।
মহাভাবের আবেশ ফলে
হর্ষে ভাসা নয়ন জলে,
ভুল নহে সে সকল জ্ঞানের মূল গো।

আবাহন

১

এসো—গোটা এ-বাগান আলো-করা ফুল,
অনিমেষ পথ-চাওয়া,
এসো—খর নিদাঘের হৃদয়-জুড়ানো
সজল মলয় হাওয়া।

তুমি—সাগরের শেষ সীমা হে,
তুমি—ধূ ধূ মাঠে শ্যামলিমা হে,
তুমি—দুখের প্রবাসে বুকের সে-গান
বহু দিন ভুলে-যাওয়া।

২

এসো—ভাঙা এ-বুকের রাঙা রাঙা দাগে
গোপন চরণ ফেলে,
এসো—কমলদীঘিতে নব অরুণের
অনুরাগ আঁখি মেলে।
এসো—আষাঢ়ের নব ঘন ঘোর
এসো—চিরমধুময় বঁধু মোর,
এসো—মরুর বালুতে তরুর মমতা
ফুলে ফুলে পথ-ছাওয়া।

৩

এসো—তমালের ডালে বহুদিন পরে
ঝুলুক ঝুলনডুরি,
এসো—শিস্ দিয়ে ডাকা কপোতের ঝাঁকে
ফাঁকে ফাঁকে দোঁহে ঘুরি।
এসো—এসো মুখভরা প্রিয় নাম,
এসো—এসো হে নয়ন অভিরাম,
এসো—বুকভরা ধন সোনার স্বপন
আপন করিয়া পাওয়া।

বাঁধানো দাঁত

কোথায় গেল সবল ধবল সেই দশন ?
কী আজ দখল করলে তাহার সিংহাসন ?
রূপটি শুধু রাখলে কে হায় শান দিয়ে,
শক্তি নাহি সজীব করে প্রাণ দিয়ে।

বিধির গড়া রক্ত-মাসের মন্দিরে
রাঙ্ ঝালে কে জুড়তে এলো সন্ধিরে ?
রস না পেয়ে রঙেই কি আর বাঁধবে জোর—
গড়া কোকিল বসন্ত কি আনবে তোর ?

কনক কুসুম আট্‌কে দিলে পরগাছে
আসবে অলি আসবে কি আর তার কাছে ?
কোথায় পাবে সেই পরিমল সেই পরাগ ?
পদ্ম গড়া যায় না দিয়ে পদ্মরাগ।

আসছে বাদল মানস-মরাল জানছে ভাই
শ্বেতাম্বরার শোভার থাকা ভাঙছে তাই।
ভাঙা বাগান যোগান দিবি কার বলে ?
মুখোস প'রে ঘর-করা কি আর চলে ?

শিল্পী না হয় গড়তে পারে মর্ম্মরে
প্রাণ দেওয়া কি কারিগরের কর্ম্ম রে ?
কনক সীতার মূর্তি অবিকল দেখি
নির্ব্বাসিতা সীতায় শ্রীরাম ভুলবে কি ?

কৃষ্ণা রজনী

বুঝি সেদিন, সজনি এমনি রজনী আঁধিয়ার,
এমনি প্রখর ঝটিকা মুখর চারিধার।
সতী সাবিত্রী মৃতপতি কোলে,
একাকিনী ভাসে নয়নের জলে
শিয়রে শমন কত কথা বলে চমকে দামিনী বারেবার।
বুঝি সেদিন সজনি এমনি রজনী আঁধিয়ার।

২

বুঝি সেদিনও এমনি গুরু গর্জ্জন অবিরল,
মত্ত পবনে বরুণ-রাজ্য টলমল।
গাঙ্গুড়ের নীরে ভাসাইয়া ভেলা,
মৃতপতি-দেহ আবরি' বেহুলা
চলে অসহায়া একাকিনী বালা ঝরে অবিরত আঁখিজল,
বুঝি সেদিনও এমনি গুরু গর্জ্জন অবিরল।

৩

বুঝি সেদিনও এমনি আকাশে বিজলি ঝলকায়,
আঁধার নিশার আঁধার বাড়ায়ে চমকায়।
বারাণসীধামে গঙ্গার তীরে,
ধূলিলুণ্ঠিতা শৈব্যার ক্রোড়ে
চণ্ডালবেশী নৃপতি নেহারে মৃতপুত্রের মুখ কায়,
বুঝি সেদিনও এমনি আকাশে বিজলি ঝলকায়।

৪

বুঝি সেদিনও এমনি জলের আকুল কলকল
বনমর্ম্মরে ত্রস্ত চকিত মৃগদল।

দময়ন্তীরে ফেলি' বনমাঝ
কোথা পলাইয়া গেল নলরাজ,
কাঁদে রাজবধূ অনাথিনী আজ মলিন বদন-শতদল,
বুঝি সেদিনও এমনি জলের আকুল কলকল।

৫

তার সনে মিশি' আছে নিশি কত হাহাকার,
কত শ্মশানের অঙ্গার কত আঁখিধার।
শোকের কালিমা যুগ যুগ ধরি'
তাহার আঁধার রাখিয়াছে গড়ি'
কত সুষমার কত চিতা মরি' নিভেছে জ্বলেছে বারবার।
তার সনে মিশি আছে নিশি কত হাহাকার।

শেষ দান

নয়নে পড়েছে মৃত্যুকালিমা, দেরী নাই বেশী আর,
মোর পানে প্রিয়া তুলিল বারেক করুণ নয়ন তার।
বিদ্যুৎহানা বিশাল নয়ন—কালো টানা সেই ভুরু
নমিয়া পড়েছে, চির নিদ্রার—আবেশ হয়েছে সুরু।
অঞ্চলে বাঁধা চাবি রিং তার দিল মোর পদতলে,
শুভদৃষ্টির দুই জোড়া আঁখি ভরিয়া উঠিল জলে।

২

সে চাবি তাহার কত আদরের ক্যাসবাক্সের চাবি,
কোনো ক্রমে মোর চলিত না শুধু তাহার উপরে দাবী।
এ যখপুরীর চাবি মোর প্রিয়া যতনে রাখিত কাছে,
চাহিলে কখনো পাই নাই আমি ভাবিতাম কী যে আছে

কতই তামাসা কত বিদ্রূপ করেছি ইহার লাগি',
তবুও কখনো এ চাবিটি তার ফেলে দেয় নাই রাগি'।
আজ দিয়ে গেল শেষ সম্বল—সকলের শেষ দান
দানের ভঙ্গী দাতার মিনতি চঞ্চল করে প্রাণ।

৩

চ'লে গেছে প্রিয়া, বরষ কেটেছে চোখের বরষা ল'য়ে।
শূন্য সায়রে ভ্রমর গুমরে পদ্মপরাগ ব'য়ে।
বিজন দুপুরে উদাসী পরাণ হাতে নাই কোনো কাজ,
বাক্সটি তার এত দিন পরে খুলিয়া দেখিনু আজ।
দেখি আর কাঁদি কত শরতের কত উৎসব স্মরি,
ঝরা গোলাপের আলিঙ্গনের আমেজ রয়েছে মরি!

৪

ছোট ছোট কথা, ছোট দুখ সুখ, গাঁথা আছে তার মাঝে।
ফুলশয্যার শুষ্ক কুসুমে অতীত সুরভি রাজে।
যৌবন হেথা বাঁধা পড়িয়াছে যাহা দেখি তাহা ভুল,
কুড়ানো উপলে পাই যে আবার ঝরণার কুলকুল।
ক্ষুদ্র ঝিনুক প্রেম-সাগরের খবর দিতেছে আনি',
চরণ-সিঁদুরে দেবী-প্রতিমার কৃপার আভাসখানি।

৫

রহিয়াছে সেই আশীর্ব্বাদীর ইয়ারিং একজোড়া,
ঠাকুমার দেওয়া প্রাচীন ঝুম্‌কা লালকৌটায় ভরা।
হার একছড়া গুরু বক্ষের গুমর মাখানো তাতে,
বিয়ের নোলক রূপের ঝলক জড়ানো রয়েছে যাতে।

৬

শাঁখার সোনার পাত এতটুকু, ক'টি কাঁচ-পোকা টিপ্
গোধূলির কেশে সাঁঝের তারকা—সুষমার হেমদীপ।

তারি সাথে আছে চিঠি একগোছা অনেক দিনের লেখা,
নব-অনুরাগ-রঞ্জিত লিপি আজ পড়িতেছি একা।

৭

হায় আঙুরের বাক্সে আমার রাখিল কে হীরাচুর?
লক্ষ্মীর ঝাঁপি করিল কে মোর বেদনায় ভরপুর?
পূজারিণী যবে খুলে দিয়ে গেল মণিমন্দির-দ্বার,
আছে ধূপ-দীপ বিল্বপত্র,—দেবী যে নাইকো আর।

অনাগতের দেশে

তরু যারে চেনে নাকো, নাহি কোনো পরিচয়,
সেই ফুল ফোটে সেথা বন আলো করি' রয়।
বাঁশী যারে সাধিতেছে, ভাবিতেছে কতদূর,
সেইখানে জেগে রয়, অনাহত যত সুর।

অনুদিত রবিশশী, অনাগত রাতিদিন,
অজানিত গ্রহতারা হেথা তারা ভাতিহীন।
যাদেরে আসিতে হবে বহু বহু দিন পর,
তাদেরি এখন সেথা সাজিবার অবসর।

ভগীরথ হেথা যারে শিলাতলে করে ধ্যান
দ্রবময়ী সুরধুনী-বুকে সেথা পড়ে টান।
শবরী রামের লাগি' তুলি রাখে নিতি ফুল
তাদেরি সুরভি সেথা করে তাঁরে বেয়াকুল।

আঁধারের আরাধনা গোপন নয়নজল
কোমল সে-দেশ তারা ক'রে তোলে টলমল।
সেথা জাগে যত আশা ভালোবাসা বসুধার,
যত কুবুজার বঁধু যত কানু যশোদার।

সাধু যাহা ধরিবারে চাহে শত সাধনায়,
পাপী যারে খুঁজে মরে জুড়াইতে যাতনায়,
কবি যাহা পেতে চায় গীতে সুরে অবিরাম
সেথা জাগে সেই ভাবী অনাগত অভিরাম।

লাল যাত্রী

যারা কেবল হাসায় এবং হাসে,
আলতা দুধের ঢেউ খেলায়ে আসে,
যাদের পরিমণ্ডলেরে ঘিরি'
ন'বৎ বাজে, রঙ্ ছোড়ে পিচ্‌কিরী,
পৌষের শীতে পদ্ম ফোটায় যারা,
উৎসবে দেয় নিতুই বসুধারা,
রঙের খেলাই খেলে দিবস যাপি',
কণ্ঠে যাদের 'আশা', 'ললিত', কাফি',
আমার মনে জাগে যে সংশয়
ঝ'রে বুঝি মুক্তা তারাই হয়।
পারিজাতের শাখায় তারা ফোটে,
রামধনুকের রঙের মেলায় জোটে।
হর্ষে এরাই ঘোরায় রবির রথ
স্পর্শে এদের জাগল ছায়াপথ।

সঙ্গীতশালায়

ভাঙা সে পুরানো নাট্যশালায় আমরা অতিথি দু'জনে,
ফাটা দেয়ালের গাছের উপর পাখীও বিরত কূজনে।
সঙ্গে আমার বুড়ো কালোয়াৎ
বারবার সেথা করে প্রণিপাত,
নীরবে নিবিড় ভকতির সাথে রত যেন কার পূজনে।

২

চক্ষে তাহার দেখা দিল জল, লইল সারঙ তুলিয়া,
কি এক গভীর ভাবের আবেগে, গাহিতে লাগিল দুলিয়া।
সারঙের তারে দু'একটা টানে,
কি সুর তুলিল বেদনা-জাগানে'
বসিয়া রহিনু সুমুখ-সোপানে আপনি আপনা ভুলিয়া।

৩

কখন উঠেছে যুগ-যবনিকা রঙ্গমঞ্চ ঝলিছে,
'আমীর'-'ওমরা'য় ভরা অঙ্গন গোলাপ কারাবা চলিছে।
শ্যামা দেয় শিস্ ডাকে বুলবুল,
গীতের নেশায় সবে মশ্‌গুল,
বেলোয়ারী-ঝাড়ে সুগন্ধ বাতি প্রহরে প্রহরে গলিছে।

৪

ঠুংরীর তালে আসে নর্ত্তকী জরোয়া-ঝাপ্‌টা ঝুলায়ে,
হাস্যে লাস্যে চিত্ত দোলায়ে সজোরে যেতেছে দুলায়ে।
মেঘমল্লারে ফিরে আসে মেঘ,
শুনি শন্‌শন্ সমীরের বেগ,
গুরুগম্ভীর ঘন গর্জ্জনে কোথা কী যে দেয় ভুলায়ে।

৫

ফিরে ল'য়ে এলো কত প্রিয় মুখ সুরের সোহাগে ডাকি' গো,
শিস্‌মহলের বাতায়ন দিয়ে দেখা দিল ভিজা আঁখি গো।
রঙ্‌মহলের খুলে গেল দ্বার,
চিকের পরদা স'রে গেল তার,
চেনা-অচেনায় আজি একাকার ফুলে ছুলে মাখামাখি গো।

৬

হৃদয় আমার সোহাগে সুরের নাগর-দোলায় ছুলিছে,
বিষাদে পুলকে স্বরগে মরতে একাকার করি' তুলিছে।
সুরের পরীরা টেনে নিয়ে যায়,
মচ্ছি-ভবনে গোলক-ধাঁধায়,
প্রদীপ ঘসিয়া কোন আলাদীন মণি-উষ্ঠান খুলিছে।

৭

কোথা আলাদীন ? কাহার সঙ্গে সুদীর্ঘ ক্ষণ যাপিনু।
সহসা কাহার পরিচিত স্বরে ভয়ে বিস্ময়ে কাঁপিনু।
কোথায় প্রদীপ ? সারঙ্-উপর,
বুড়া কালোয়াৎ বুলাইছে ছড়।
কি মোহিনী জানো ওগো জাছুকর বলি' করে কর চাপিনু।

উন্মেষ

স্ফটিক-ঘরে শেজ জ্বলেছে ফুল গালিচা পাতা,
আজকে থেকে আরম্ভ যে 'আরব নিশি'র কথা।
কে যেন ওই ডাক্‌ছে এসে
আলাদীনের দীপের দেশে,
রূপ জহুরীর রাজ্যে আজি খুলছে নূতন খাতা॥

২

সুদূর চাঁদের টান পেয়েছে সাগর-সলিল আজ,
বনস্থলীর বুক ছুঁয়েছে মোহন ঋতুরাজ।
উঠ্‌লো হঠাৎ পরদা চিকের,
জাগ্‌লো রে সুর কণ্ঠে পিকের
নীপের শাখে তুল্‌লো রে আজ ঝুলন ঝুলার সাজ॥

৩

শেষ করেছে শিল্পী ছবি ঘামতেলেতে মাজি'।
অধিবাসের গন্ধ আসে শঙ্খ উঠে বাজি'।
প্রাচী সোহাগ-ফাগ্‌ মেখেছে
পরীর ভোজের ডাক ডেকেছে,
পলে পলে খুল্‌ছে রে মুখ প্রভাত-কমলরাজি।

ক্ষণের সঙ্গী

ক্ষণিক যারা এক নিমেষের সাথী,
বণিক তারা অচিন পথের চেনা,
তাদের সাথে কাট্‌লো প্রহর রাতি
তাদের সাথে চোখের লেনা-দেনা।

২

পথের পাশে বনের হরিণ যত
চকিত চেয়ে পলায় তারা ছুটে,
বাতায়নের পদ্মমুখের মতো
লাজুক তারা ফুটেই পড়ে টুটে।

৩

মরুর পথে ফুলেল বনের হাওয়া,
ঘোম্‌টা-ঢাকা মুখের মৃদু হাসি,
শিস্‌ দিয়ে ওই শ্যামার উড়ে-যাওয়া
উড়িয়ে-দেওয়া কদমরেণুরাশি।

৪

পলাতক ওই আগন্তুকের দল,
নিমেষ মাঝে আলাপ ক'রে যায়,
ঠাঁই-ঠিকানা কিছুই নাহি বলে
ভিড়েই তরী নিরুদ্দেশে ধায়।

৫

কোথায় কালের অতিথশালে হায়,
ওরা সবাই রাত্রি করে বাস?
ধর্ম্মশালায় বাউলগীতি গায়
দেখতে ফিরে হয় যে বড় আশ।

৬

বুঝতে নারি কোথায় তাদের ঠাঁই—
হিমালয়ের ভূর্জ্জবনের ছায়,
সে কোন মহাকুম্ভমেলায় ভাই
আবার তাদের নাগাল পাওয়া যায় ?

যৌবন

সোনা হল ছিল ধরা তামারই,
যক্ষের বাগানের কিছুই পাইনি টের
আগল ভাঙিল কে যে ঘা মারি'।
যা শুনি তাহাই মিঠা সঙ্গীত
রূপ কোথা পেল এত ইঙ্গিত ?
সকল ফুলের বাসে কথা যেন ভেসে আসে
গোটা চাঁদ হ'য়ে এলো আমারই।

২

অবিরাম একি ফুলবৃষ্টি,
সহসা কি রসায়ন বদলালো দেহ-মন
এত শোভা কোথা পেল দৃষ্টি।
কি অথই বন্যা লাবণ্যের,
কোনখানে লেশ নাই দৈন্যের,
এ কি প্রেম ভালোবাসা দূরাধিরোহিণী আশা
এ কি নবীনতা পেল সৃষ্টি।

৩

সুধাধারা এ কি অফুরন্ত ?
শুধু আলো শুধু গান নাহি তার অবসান
রাঙা দিক রঙীন দিগন্ত।
গিরি-দরী-নগর-অরণ্য
এ-শোভা ধরেছে কার জন্য
কিশোর ও কিশোরীর ঝুলনের এ কি ভিড়,
দোলা দেয় সমীর দুরন্ত।

৪

উৎসব সচকিতে থামে রে,
সহসা কোথায় যায় ভাটা পড়ে এ-শোভায়,
ধীরে ধীরে কি তিমির নামে রে।
কুম্ভের মেলা হয় ভঙ্গ
চারিদিকে ভাঙন-তরঙ্গ,
বালুকার বেদিকায় ফুলপাতা পড়ে হায়—
ধূনীর ভস্ম ডা'ন বামে রে।

শিশু-রাজ্য

সেখানে আকাশরাঙা রাঙা রবি ওঠেনি—
কমলেরা চোখ মাজে, এখন তো ফোটেনি,
ডাক শেখে শাবকেরা বসি' নিজ কুলায়ে
বহে সমীরণ শিশু-লতিকারে দুলায়ে।

২

কথা সেথা ভাঙা ভাঙা রাঙা রাঙা অধরে,
প্রাচীরের বাধা নাই অন্দরে সদরে।

সুর ফাঁক সঙ্গীতে হার মানে বাঁশরী
তন্ময় তালহীন নাচে সারা আসরই।

৩

সাজ সেথা নগ্নতা, কাজ সেথা অকাজে,
তারি সনে বাধে রণ প্রিয়তম সখা যে,
হাস্যেতে যত শোভা, তত শোভা রোদনে,
বিজয়ায় যত ধুম তত ধুম বোধনে।

৪

রূপ সেথা সেধে পরে কুরূপের ভূষাকে,
কুহেলীতে ঢেকে রাখে শরতের উষাকে,
সেই দেশে গজ গেলে শতদলবাসিনী
আজো সেথা কমলার পেচকেরা আসেনি।

৫

নবনীর অবনী সে লাবণীর খনি গো,
উঠে ব্রজ-রাখালের নূপুরের ধ্বনি গো।
ফোটে সেথা গোলাপের কচিমুখ হসিত
জাগে সদা যশোদার আঁখিযুগ তৃষিত।

৬

ক্ষীর সেথা স্রবি' পড়ে শ্যামলীর বাঁটেতে,
বিনা দরে কেনাবেচা সোহাগের হাটেতে।
মরালেরা ঘোরে সেথা, বীণা সাধে ভারতী,
ভূলোক-দ্যুলোক করে পুলকের আরতি।

চঞ্চলের জয়যাত্রা

এই আছে এই নাই চ'লে যায় কোন দূর,
দেয় পাড়ি বাছে না সে সমতল বন্ধুর।
ঢলঢল নয়নের এই মধু দৃষ্টি,
উড়ো মেঘ ক'রে যায় রামধনু সৃষ্টি।
নোলকের আবছায়ে পলকের হাস্য,
যুগ ধরি' চলে তার সূত্রের ভাষ্য।
হেমমৃগ ছুটে যায় চায় মনানন্দে,
সমীরণ ভরপুর মৃগনাভি-গন্ধে।
চমকিয়া চ'লে যায় কোথা পরী উচ্চে,
ভ'রে দেয় সারাবুক পারিজাতগুচ্ছে।
ফুলে ভরা কূলছাড়া ও ময়ূরপঙ্ক্ষী
চ'লে যায় দাগ টেনে বুকে রেখা অঙ্কি'।
চ'লে যায় মায়াজাল পড়ে তার লুটায়ে,
নয়নের মুকুতা সে সব লয় গুটায়ে।
পলাতক ওই যায় ওই যায় চঞ্চল,
হুলু দেয় দিক্‌বধূ দেখা যায় অঞ্চল।
আঁখি দিয়ে গড়া-পথ সেই পথে যাত্রা,
গতি তার যতিহীন নাই ছেদ-মাত্রা।
জেগে রয় লেগে রয় পরাণে সে দীপ্তি,
নিমেষের আলাপেতে জীবনের তৃপ্তি।
ভেদ নাই ভেদ নাই না-পাওয়া ও পাওয়াতে
পলকের পরিচয় সোহাগের হাওয়াতে।

বাঁশী

ছেলের হাতের খেলনা আমি বাঁশী,
গোটা মেলার স্ফূর্ত্তি আমার বুকে।
পুলক আমি রূপ ধরিয়া আসি,
অফুট কুঁড়ির চুমা আমার মুখে।

২

কোল-ভীলেরা ভালই আমায় চেনে
সরল বুকের আমি সরল সাথী,
মৌয়া ফুলের দিই পরিমল এনে
উৎসবময় করি উদাস রাতি।

৩

তরুণ হৃদে গাই গান গুঞ্জরি,
সুধার ভোজে আমার নিমন্ত্রণ,
গভীর রাতে গুমরে আমি মরি,
পীযূষ ছানি বিষ করি মন্থন।

৪

নিঝর ছুটাই, শুষ্ক মরুর প্রাণে।
কুসুম ফুটাই বক্ষ-মরুর ঘিরি'।
অনুরাগী আমার কী দর জানে।
রূপের রসের খবর দিয়েই ফিরি।

৫

আমি বাঁশী, অসির চেয়ে দামী।
আমি ভ্রমর মধুর ব্যবসায়ী।
চণ্ডীদাসের রামীর প্রণয় আমি।
যৌবন আমি কোষ্ঠী আমার নাহি।

৬

বংশী আমি রাই-কানু হাত-ধরা,
কিশোর বুকের ভালবাসায় সুখী।
কলসী কানা কালিন্দী তায় ভরা
বুকের ফাঁকে বসন্ত দেয় উঁকি।

অশ্রু-নিবাস

ওই যে খোকার কাজল-চোখের জল,
বল দেখি সে কোথায় থাকে বল?
বয় সে যেথা নীলোৎপলের ফাঁকে
অমল ধবল মরাল-শাবক ডাকে।
মুক্তাগণা বৃষ্টিধারা যেথা
পিছলে পড়ে কাঁপায় কমলপাতা,
যেথায় পরীর ফুৎকারেতে ওই
হেমগিরিতে ছড়ায় জুঁই-এর খই।
কান্না যেথায় আর্দ্র হাসির ঘামে
ওই যে সরিৎ সেই থেকে সে নামে।

২

ওই তরুণীর নয়ন-কোণার জল
বল দেখি সে কোথায় থাকে বল?
বয় সে যেথা সদাই কদম ফোটে,
কথায় কথায় ইন্দ্রধনু ওঠে,
রৌদ্রমেঘের ঝগড়া মাটির ঘরে
সঞ্জন এবং চাতক কোথায় চরে।

নন্দন এবং পঞ্চবটীর হাওয়া
করছে যেথা নিতুই আসা-যাওয়া।
নর্ম্মদা বয় ফুলের কুটীর ঘেঁসে
ও-জল জোটে সে-দেশ থেকেই এসে।

৩

ওই যে বুড়ার তপ্ত নয়ন-ধার
বল দেখি রে কোথায় আবাস তার।
সে বয় যেথা কালাগুরুর গাছে
কৃষ্ণভুজগ অসঙ্কোচে নাচে ;
তীব্র যাহার দৃষ্টিবিষের শরে
উড়ন্ত ওই কপোত পুড়ে মরে।
বজ্র যেথায় জনম লভে হায়—
কপিল যেথা রোষ-নয়নে চায়
যেথায় ঋষি-দুর্ব্বাসা-আবাস,
সেথায় থাকে ও ক্ষীণ জলোচ্ছ্বাস।

৪

ওই যে সাধুর পুণ্য নয়নধার
বল দেখি রে কোথায় আবাস তার?
মন্দাকিনীর মন্দানিলের ভরে,
কল্পতরুর ফল যেখানে ঝরে।
অস্তরবির উর্দ্ধ কিরণ লুটে
যেথায় পূজার স্বর্ণকমল ফুটে,
স্বাতীর সলিল জলদ যেথা আনে
দেবের চরণ ঘামে ধরার টানে,
আঁধার ভেদি' কেন্দ্র উষা হাসে
ও-নীরটুকু সে-দেশ থেকে আসে।

প্রথম কথা

প্রথম যখন এলে হেথায় আমার প্রণয়িনী,
কাঁচা রূপে ঢলঢলে মুখ সোহাগ-গরবিনী।
আঁখির পরশ সায় না আঁখি, কথায় কথায় লাজ,
প্রণয় চেয়ে প্রবল হ'লো নূতন গৃহকাজ।
লিখ্‌তে তুমি জানতে নাকো ভালোবাসার বাণী,
রেখেছিলে গোপন ক'রে সরল হিয়াখানি।
মনে মনে ভেবেছিলাম করছ মোরে ঘৃণা,
করেছি ভয় কতই মনে ভালোবাস কিনা ?
হঠাৎ যেদিন আমার পায়ে ফুটলো ছোট কাঁটা,
'উ হু' ব'লে গেলাম ব'সে অবশ হ'লো পা-টা,
তখন তুমি ত্বরিত এসে হে বালিকা বধূ,
লাজটি ভুলে ঘোমটা তুলে বললে 'আহা' শুধু।
সজল নয়ন জানিয়ে দিল প্রেমের গভীরতা,
ভিতের প্রথম ইটখানিতেই গোটা বাড়ীর কথা।

আজিকে রাতি

প্রিয়া, সেই প্রিয় পূর্ণিমা রাতি সেই চম্পক সুরভি—
বাজে দরবারী কানাড়া কোথাও কোথাও বেহাগ পূরবী।
সমুখে মাধবী তেমনি শ্যামলা, শাখে থলো থলো কুঁড়ি গো,
বরণপিঁড়িতে এখনো রয়েছে পুরানো এলুন-গুঁড়ি গো।
কোকিলের ডাক তেমনি মদির, কই তো হয়নি পুরাতন ?
মণি-মঞ্জীর-ঝঙ্কৃত-নিশি বাজে কঙ্কণ কনকন।

এ রাতি করেছে মধুরা
যুগের যুগের কিশোর-কিশোরী জগতের বর-বধূরা।

২

হয় তো এমনি আলোক-তিথিতে তুমি যা বলেছ মিছে নয়,
হ'লো সাবিত্রী-সত্যবানের শুভদৃষ্টির বিনিময়।
আজও শোনা যায় কলধ্বনি যে সেই স্রোতবহা মালিনীর,
বেতসকুঞ্জ তেমনি শোভন হয়নি বদল অবনীর।
চন্দ্রাপীড় আর কাদম্বরীর বাসর-জাগা এ-রজনী।
কত চাঁদমুখ সুধা দিয়ে এর গরব বাড়ালো সজনি।
যায়নি, যাবার কিছু নয়—
তৃষিত অধর উৎসুক বুক তেমনি রয়েছে সমুদয়।

৩

এই সুধাময়ী ক্ষুধাময়ী নিশি বুঝিতে পারিনে কি বটে ?
নৃত্যে ইহার একটি ভঙ্গী প্রিয়তমে ডাকে নিকটে।
সুধার-গাগরী কক্ষে ইহার চুন্নুরিয়া শাড়ী পরনে
লালে লাল করি' চলে সুন্দরী অনুরাগ-রাঙা চরণে।
কতই শিরিন কত ফরহাদ্ কত জুলিয়েট রোমিও,
কুসুম-বিছানো এই পথে গেল তারপর তুমি আমিও।
এ-নিশি কি কেহ ভোলে গো ?
অমর হয়েছে রাই ও কানুর ঝুলন রাসে ও দোলে ও।

৪

লাগে না কি ভালো ? মোর ভালো লাগে, ভালো লাগে মোর অতিশয়,
পরিচিত সেই রঙ্গমঞ্চে এই নূতনের অভিনয়।
সুরভিত হ'লো যে-নিশি মোদের স্মৃতির গোলাপী আতরে,
তরুণ-তরুণী গোলাপে গোলাপে সাজাইছে তারে আদরে।
আছে পথ-চাওয়া সেই গান-গাওয়া বহে সেই হাওয়া অনুখন,
ফোটে সেই ফুল সেই গাছে আজও সেই সে-বিরহ সে-মিলন।

সে-বাঁশীই বাজে অবিরাম—
উহাদের চেনা আমাদের চোখে লীলা হ'য়ে রাজে অভিরাম।

পুরানো প্রেমপত্র

হঠাৎ যেন উঠলো ডেকে হুলুধ্বনি বাজনা শাঁখ
শিস্ দিয়ে কে আনলে ডেকে হারানো মোর পায়রাঝাঁক ?
শুকনো ডালে উঠলো যেন কুসুমকোরক মুঞ্জরি',
পাঁপড়ি-ঝরা বৃন্তে এলো মত্ত ভ্রমর গুঞ্জরি'।
দোলের আবীর ছড়িয়ে দিলে ত্যক্ত তিমির-কুঞ্জে কে ?
জ্বাললো ভাঙা নাট্যশালায় সুপ্ত প্রদীপপুঞ্জ রে।
যৌবনের সে লজ্জা-হাসি, চুম্বনেরি দ্রাক্ষারস,
কেমন ক'রে রাখলে ধ'রে শুষ্ক কালির কৃষ্ণ কস্ ?
কাল যাহারে রাখতে নারে—কালি তারে রাখলে গো,
যৌবনেরি যৌতুকেরে যতন ক'রে আগ্‌লে গো।
হারা-তরীর পণ্যরাশি, বাঁশীর হারা-সঙ্গীতে,
ফিরায়ে কে আনলে আজি অম্‌নি আঁখির ইঙ্গিতে।
কোন অলকার যক্ষ-বালা দক্ষ তুমি মোর প্রিয়ে,
রাখলে প্রেমের মণি-মাণিক এমন ক'রে যক্ দিয়ে ?

আমাদের ঘর

কুসুম ফোটে নিত্য শাখে
বুলবুলি আর কোকিল ডাকে
মুক্তাধারার ঝরণা ঝরে যেথায় নিরন্তর,
হরিণী তার শাবক-সাথে
মুখ দেখে যায় সে আয়নাতে,
গ'লে পড়ে তরল রজত সমতলের 'পর।
আয় প্রিয়ে আয় সেই দেশেতে বাঁধবো মোরা ঘর।

২

দিন-দুপুরে গভীর রাতি
দূর অরোবার জ্বলবে বাতি
শিউলি ফুলের মতন সাদা দুধ-সাগরের চর,
আসবে মোদের ডাকটি শুনে
বল্গাহরিণ পেনগুইনে,
দিবস-রাতি জোচ্ছনাতে জুড়াবে অন্তর।
আয় প্রিয়ে আয় সেই দেশেতে বাঁধবো মোরা ঘর।

৩

হেথায় সুনীল জলের কাছে
নুলিয়াদের কুটীর আছে,
শুভ্র ফেনের যুথীর মালা দেয় বারিধি কর,
সূর্য্য ওঠা সূর্য্য ডোবা
দেখবে ধরার শ্রেষ্ঠ শোভা,
জগন্নাথের অতিথ হবার নিত্য অবসর,
আয় সখি আয় সেই দেশেতে বাঁধবো মোরা ঘর।

৪

বংশীবটের কাছেই প্রিয়ে
বাঁধবো ছোট কুটীর গিয়ে
দেখবো আহা গোবিন্দজীর মূর্ত্তি মনোহর,
আহার দিবেন রেবতীনাথ,
কাজ কি আলাপ নৃপতি-সাথ ?
মাধুকরীর রাজ্য সেটা সুধার চেয়ে দর
আয় সখি আয় সেই দেশেতে বাঁধবো মোরা ঘর।

৫

না হয় গোদাবরীর তীরে
থাক্‌বো মোরা ছোট্ট নীড়ে
বাসন্তী-ফুল ভেটের ডালি আনবে বনচর।
নির্ব্বাসন সে নয় তো সখি
নানান রকম ভাবছ ওকি ?
পুষ্পরথে ঘুরবো মোরা হাওয়ায় ক'রে ভর,
আয় সখি আয় সেই দেশেতে বাঁধবো মোরা ঘর

৬

হায় রে আমি বৃথাই বকি
নড়বে না যে কোথাও সখি,
গৃহই তাহার চৌদ্দ-ভুবন বিশ্ব-চরাচর।
নারায়ণকে যা চেয়েছে
এক ঠাঁইয়েতে সব পেয়েছে,
দূরে যাবার নামেই প্রিয়ার গাত্রে আসে জ্বর।
কল্পনে লো এই ঠিকানাই রইলো অতঃপর।

দূরের যাত্রী

নাইকো দেরী ছাড়বে তরী আঁখির পলকে।
শেষ মালা মোর জড়িয়ে দিলাম তোমার অলকে।
যে-ফুল ছিল তোমার প্রাণে
দুল হবে সে তোমার কানে
অশ্রু আমার মুক্তা হবে তোমার নোলকে।

২

বসন্ত ছয় কাটলো সখি এই যে তীরেতে
বক্ষে মালার ঠাঁই হোত না ক্ষুদ্র নীড়েতে।
তীরের স্নেহ তরুর ছায়া
সাথীর প্রীতি নীড়ের মায়া,
ছেড়ে যাবে এমন ক'রে জানতো বলো কে?

৩

সইরে তব স্বর্ণস্মৃতি বক্ষ-জুড়ানো
রইলো মণি-মঞ্জুষাতে যত্নে কুড়ানো।
অনুরাগের অলক্তকে
চরণ তব দিলাম এঁকে
বিদায়-ব্যথা রইলো গাঁথা হৃদয়-ফলকে।

নৌকা-পথে

মাঝি—ভিড়ায়োনা চলুক তরী নদীর মাঝে,
তরী—এ-ঘাটেতে বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে।
ওই ঘাটে ওই বকুলগাছে,
জলটি যেথায় ছুঁয়ে আছে,
এখনো ওই যে-ঘাটেতে পল্লীবালার কাঁকণ বাজে।
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে।

২

ডুব্‌ছে রবি নীল গগনে যদিই আঁধার হ'য়ে এসে,
তবু নদীর মাঝে মাঝে তরী মোদের চলুক ভেসে।
এই গাঁয়ের হায় নামটি শুনে,
প্রাণটি এমন করে কেনে,
ঘুমপাড়ানো কোন বেদনা জেগে ওঠে হৃদয়-মাঝে
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে।

৩

মৌন সাঁজের ম্লান মাধুরী কতই ব্যথা আনছে ডেকে,
গ্রামের সাঁজের দীপটি ছোট, বিষাদছবি দিচ্ছে এঁকে।
একটি গৃহ হোথায় কি না,
ছিল আমার বড়ই চেনা,
ছবিটি যার আজও আমার হৃদয়-কোণে সদাই বাজে।
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে।

৪

এই নদীরই এই ঘাটেতে এমনি সাঁজে আমার প্রিয়া,
যেত ছোট কলসটিরে, কোমল তাহার কক্ষে নিয়া।

সোহাগে জল উথলে উঠি'
বক্ষে তাহার পড়ত লুটি',
পথের মাঝে আমায় দেখে ঘোমটা দিত হযে লাজে,
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে।

৫

ওই ঘাটে ওই গাছের পাশে তটিনীর ওই শ্যামল-কূলে,
দিয়েছি সেই স্বর্ণলতায় আপন হাতে চিতায় তুলে।
আজো যে সেই চিতার 'পরে
শিথিল বকুল পড়ছে ঝ'রে
আজও মধুর মুখখানি তার দেয় যে বাধা সকল কাজে।
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে।

মাঘে

আজিকে ঘন আঁধার ঘেরে দারুণ শীত রাতি রে,
সাজানো মম কুটিরখানি মলিন দীপভাতি রে।
নাইকো কেহ নাইকো কেহ রয়েছি আমি একাকী,
এমন রাতে তাহার সাথে হবে না মোর দেখা কি ?

২

উষ্ণ মম শয়নখানি বক্ষ মম শূন্য রে,
রয়েছে চাহি' কাহার আশে নয়ন দুটি ক্ষুণ্ণ রে।
স্বনিছে বায়ু দুয়ারে আসি' বলিছে যেন কে ডাকি'
একাকী আছ একাকী থাকো রহিতে হবে একাকী।

৩

কপোতী বলে কপোতে ডাকি' আজিকে শীত কি বটে,
কাঁপি যে আমি এসো গো এসো আরো বুকের নিকটে।

কোকিলবধূ স্বপন দেখি' সভয়ে উঠে কুহরি'
সলাজে ধীরে লুকায় মুখ বঁধূর কোলে শিহরি'।

৪

কেবল দূরে কাঁদিয়া ফেরে বিধুর চখা-চখীরে,
শীতের রাতে তাহারা শুধু আমারি মতো দুখী রে।
ওপারে প্রিয়া এপারে আমি বহে বিরহবাহিনী
দু'জনে কাঁদি দোহার লাগি' স্মরি অতীত কাহিনী।

৫

শুনেছি শীতে জড়-জগতে আপন টানে আপনে,
মাঘের রাতি দামিনী গতি কাটে বাসর যাপনে।
অণুর কাছে অণুকা আসে মিলন যাচে সকলি,
দেহে ও মনে আপন-জনে বুকেতে চাহে কেবলি।

৬

বৈজ্ঞানিকে শুনেছি গাহে হিমের গুণ-গীতি হে,
বলে সে টানি' দেয় যে আনি' মিলিত করে নিতি হে।
সে যদি আনে প্রলয় টানে অণুর কাছে অণুরে,
পারে না সে কি আনিতে আহা তনুর কাছে তনুরে?

মহাকাল

তুমি চলিয়াছ অনন্ত পথে, নীরব পদক্ষেপে,
হে অতন্দ্রিত যুগ-যুগান্ত ব্যেপে।
কণ্ঠে তোমার বেষ্টিত হাড়-মালে,
ধক্ ধক্ করে বহ্নি তোমার ভালে
বাজে ডম্বরু, ভুজগ গরজে ধরা উঠে কেঁপে কেঁপে।

২

শিলা-মর্ম্মরে মানুষ মাটিকে আকাশে তুলিছে বটে,
ফিরে আসে মাটি মাটির সন্নিকটে।
কত প্রতিমার হেরিছ নিরঞ্জন,
কত রাজ্যের উত্থান নি-পতন,
তুমি কোনো রঙ স্থায়ী রাখনাকো মাটির ধূসর-পটে।

৩

কাল ব্যাবিলন, আজ লণ্ডন, কোথায় পরশ্ব ?
কে বুঝিবে তব গতির রহস্য ?
এই প্রচণ্ড আণবিক সভ্যতা,
দেখিতে দেখিতে হ'য়ে যাবে উপকথা,
ক্ষ'য়ে খ'সে গেল কত রবি-শশী রেখে শুধু ভস্ম।

৪

যেখানে বিশাল সাম্রাজ্যের রাজকীয় দপ্তর,
হয়তো সেখানে জমিবে তুষার স্তর।
শ্বেত ভালুকেরা আসিয়া বাঁধিবে ডেরা,
বল্গাহরিণ সহ শীল-মৎস্যেরা,
পেনগুইনের ঝাঁক ডেকে এনে বাঁধাবে গোপনে ঘর।

৫

অভ্রংলিহ জয়-তোরণের জং-ধরা ইস্পাত,
ভূমিসাৎ হবে হয় তো অকস্মাৎ।
মানুষের গুরু-গর্ব্বিত ইতিহাস,
জাগাবে কেবল তোমার অট্টহাস,
তব পঞ্জীতে তাহাদের আয়ু হয়তো একটা রাত।

৬

পতনের গতি কারও দ্রুত অতি কারও কিঞ্চিৎ ঢিমা
সীমা-শেষে গিয়া সব হবে হিরোশিমা।

পরিণামে এক শ্মশানে সবারি ঘর,
সাথে রবে শুধু তুমি শ্মশানেশ্বর,
লয়ের আঁধার হ'তে ফুটাইবে সৃষ্টির অরুণিমা।

৭

তাসের দুর্গ, পাতার প্রাসাদ, কাগজের রাজধানী
সৈকতে তারা জলরেখা যায় টানি'।
পঞ্চভূতেরা গায়ে রাখে নাকো ছোপ,
দগ্ধ মগ্ন করে ভেঙে করে লোপ,
মানুষ কিন্তু করিতেছে তবু অমৃতের সন্ধানই।

৮

ভঙ্গুর ভাঙা পানপাত্রে ও রাঙা বোতলের সার
পরিচয় দেবে বিরাট সভ্যতার।
ক্ষয়া ইঞ্জিন, উড়োজাহাজের চাকা,
বোমার টুকরা ফাঁসিকাঠ মাটি ঢাকা,
সৃষ্টিবিনাশী কৃষ্টির হবে সাক্ষী চমৎকার।

৯

তব সাথে চলে কীর্ত্তি যশের বিপুল পণ্য ল'য়ে
আহা কতজন জয়-গর্ব্বিত হ'য়ে।
প্রোজ্জ্বল যাহা কোথা ডুবে যায় নিভে,
নিষ্প্রভ হয় পরিণত মণিদীপে,
তোমার নিকট কার কত দর খাঁটি ক'রে দেয় ক'য়ে।

১০

স্তব্ধ হইবে সকল শব্দ, রবে শুধু ওঙ্কার
সব রূপ একরূপে হবে একাকার।
দুরাশা আমার,—পুড়ে যবে হবো ছাই
তোমার অঙ্গে বিভূতি হইতে চাই
হে দেব রজত গিরি-সন্নিভ—তোমাকে নমস্কার।

চন্দন

নাইবা তোমার থাক্‌লো ফুলের সৌরভ
নাইবা তোমার থাক্‌লো ফলের গৌরব
তোমার মতো ভাগ্য এমন কার ?
তোমার সবই শুচিতা আর গন্ধ
বনের মনের জমাট প্রেমানন্দ
প্রসাদ এবং প্রসাধনের সার।
আনে এমন পূর্ণতা কার ক্ষয় গো
কোথায় বলো ক্ষয়ের এমন জয় গো
শুষ্কতা কার এমন কমনীয় ?
তুল্য খুঁজে পাই না ত্রিভুবন গো
এমন সারা দেহের সমর্পণ গো
হওয়া এমন দেবের রমণীয়।
অস্থি দিয়ে বজ্র করা সৃষ্টি
তাহার চেয়ে তোমার যে দান মিষ্টি।
ভক্ত তুমি শক্ত তোমায় বুঝা,
জীবন তোমার অখণ্ড এক পূজা।

চকোর

চঞ্চল আমি চকোর ক্ষুদ্র পাখী—
দূর প্রান্তর প্রান্তে একাকী থাকি।
পেয়েছি পক্ষ, পেয়েছি চক্ষু, বেড়াই আহার খুঁজি',
এ-দেহ কতই ভঙ্গুর তাহা বুঝি।
হেরি বাবুই-এর খাসা বাসা বোনা শ্যেনের দাপটে ক্রুর,
আহত কপোত করে মোরে ব্যথাতুর।

২

শুনি কোকিলের কুহু ও শ্যামার শিস
কি মধু কণ্ঠ দিয়াছেন জগদীশ।
শিখী-শিখিনীর নৃত্য।
আনন্দে মোর শিহরিয়া ওঠে চিত্ত।
ঐ গৌরব উহাদের থাক হেরি হ'য়ে প্রীতিকামী
আমি যা পেয়েছি তাতেই তুষ্ট আমি।

৩

দীন অধিবাসী আমি বটে ধরণীর,
আকাঙ্ক্ষা মোর আকাশে বেঁধেছে নীড়।
গরুড়ের সাথে মোর জ্ঞাতিত্ব স্মরি আমি অহরহ,
স্বর্গে মর্ত্যে বিচ্ছেদ দুঃসহ।
ভুলে যাই আমি গোটা এ-ভুবন,
ভুলে যাই মোর গৃহ,
গগনের চাঁদ হইয়াছে আত্মীয়।

৪

দিবস-রজনী তুইই মোর নিশীথিনী
আমার অরূপ চাঁদকেও আমি চিনি।
তারা গুঁড়া দিয়ে গড়া ছায়াপথ ভুলায় আমার মন,
রাগের ও-পথে পেয়েছি নিমন্ত্রণ।
আমার চন্দ্র কখনো কৃষ্ণ স্বর্ণ বর্ণ কভু
তিনি এক মোর—বহুরূপ তাঁর তবু।

৫

বুঝি তাঁরি কাছে যাবার লাগি এ-পাখা,
কণ্ঠের কাজ কেবল তাঁহাকে ডাকা।
শুধু খড়কুটা কীটপতঙ্গে আর সুখ নাহি পাই।
চাহিনাকো তাহা, যাতে সুধাকণা নাই।
তোমরাও এসো ডাকি সবাকারে, বলি আমি দিবাযামী,
পাষাণের চাঁদে অমৃত পেয়েছি আমি।

স্বপ্ন

স্বপ্ন আমার নরক ওগো, স্বপ্ন আমার স্বর্গ,
সান্ত্বনারি সৌদামিনী, চোরাবালির চর গো।
বিন্দু সুখের ইন্দ্রধনু
শুষ্ক কানন-পুষ্পরেণু
হারা-বাঁশীব সাড়া আমার চেনা-গলার স্বর গো।

২

স্বপ্ন মরুর কল্পতরু, বেদন বঁধুর অঙ্ক,
শ্মশান-চিতার কুণ্ডলী-ধূম, উল্লাসেরি শঙ্খ।

সম্মিলনের কুম্ভমেলা,
বিচ্ছেদের এ প্রভাসবেলা,
অশ্রুধারার কাম্যকূপ আর রক্ষাকালীর খড়্গ।

৩

স্বপ্ন স্মৃতির সারনাথ আমার গুপ্ত গুফা লক্ষ,
যক্ষের আমার তক্ষশিলা, যক্ষরাজের কক্ষ।
পিছন পথের পান্থশালা,
কণ্টকেরি কণ্ঠমালা,
জ্বালার আমার জ্বালামুখী শোভার সরোবর গো।

৪

সত্য দিয়ে মিথ্যা গড়ে, মানুষ ভেঙে চিত্র,
কান্তি দিয়ে ভ্রান্তি রচে শত্রু না সে মিত্র?
হারায় সে যে কোমল কারা,
নিঃস্ব আমার বিশ্ব সারা
নিত্য লভে নেত্রধারা দুই জগতের অর্ঘ্য।

উৎসব-তিথি

নিদাঘের চাঁপা তুমি শরতের সেফালি,
দিবসের ছায়া তুমি রজনীর দীপালী।
সন্ধ্যার মেঘে তুমি তারা হেমবরণী—
কুলহারা তুফানের কনকের তরণী।

ঝরাপাতা-ভরা বনে, আনো তুমি রসালে
পড়োবাড়ি ভ'রে দাও রঙ্‌বাতি-মশালে।

পাহাড়ের বুকে তুমি জনারের খেত গো,
একটানা বেদনায় পূর্ণচ্ছেদ গো।

ভাঙা ঘরে এসো তুমি ভুলাইতে ব্যথাটি,
দেবহীন দেউলের কাটা বুকে লতাটি।
শান্তির ফোঁটা তুমি দাও দীন কপালে,
'ভাণ্ডীর বনে' তুমি এনে দাও গোপালে।

হে অতিথি নব নিতি দেখা দিতে ভুলো না,
ঝর ঝর বারিধারে ঝুলাইয়ো ঝুলনা।
মাঘে যবে প'ড়ে রবে জীবনের বেলা গো,
তুমি তাতে বসাইয়ো কুম্ভের মেলা গো।

ফুল

কৃপণ ধরার সখের জিনিস পাষাণ চোখের জল
হাটের মাঝে বাউলগীতি তোমরা ফুলদল।
ক্লান্তি মাঝে শান্তি যেন, শ্রমের অবসর,
নিদ্রামাঝে তোমরা সুখ স্বপ্ন মনোহর।

খড়্গ মাঝে নির্বাণেরি জয়পতাকা তুলি'
তোমরা বলির আঙ্গিনাতে বৌদ্ধ শ্রমণগুলি।
তোমরা জাগো প্রকৃতির এই বক্ষে যেন হায়
বজ্রহৃদয় বীরের প্রিয়ার প্রণয়টুকুর প্রায়।

শ্যামের ভালে ঘামের ঝালর কালের মুখে হাস,
ধ্যানের মাঝে তোমরা যেন রূপের পরকাশ।
তোমরা বুড়ার বাল্যস্মৃতি দেবের পুরোহিত
অমর সুধার ভাণ্ডারী গো শ্রেষ্ঠ পুরাণবিদ্।

তোমরা ধরার আদিম কবি, কথক স্বরগের,
কখন কারে কি কথা কও পাইনে মোরা টের।

বীরভদ্র

রুদ্রের সব বীরভদ্রের জয়গান করি আমি,
তাহাদের যাহা বিফলতা তাহা সফলতা চেয়ে দামী।
বৃহৎ মহৎ আসে নরসিংহ
জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতিঃস্ফুলিঙ্গ,
ধরাকে দেয় না হ'তে কুৎসিত অবসাদে অধোগামী।

২

সপ্তসিন্ধু সবলে আলোড়ি' মন্থনে সুধা তোলে,
উদ্দাম তারা শুধু হলাহল পান ক'রে যায় চ'লে।
বাসুকিকে ঠেলে, সূর্য্যকে দেয় শান—
করে গ্রহতারা উপাড়িতে অভিযান,
ভুজ-বিক্রমে বিশ্বনাথের রুদ্ধ দেউল খোলে।

৩

দক্ষযজ্ঞ নাশ করে তারা জীবন সঁপিলে সতী।
ঘটায় দুষ্ট রক্তবীজের বংশের দুর্গতি।

লক্ষ বলিই দেয় যে চামুণ্ডাকে,
প্রলয়ের মাঝে জীবনমন্ত্র হাঁকে,
তারাই ডোবায় যদুবংশের দুর্জ্জয় দ্বারাবতী।

৪

আকাশস্পর্শী স্পর্দ্ধা যাদের যারা ঘোর জড়বাদী,
লুণ্ঠিত ধনে কায়েমী স্বত্বে সেজে থাকে বনিয়াদী।
তাহাদের কেশ করিয়া আকর্ষণ,
জাগায় বক্ষে বিবেকের দংশন
যায় তাহাদের ধ্বংসের বীজবপনযজ্ঞ সাধি'।

৫

ভীম আবর্ত্তে দুর্বার স্রোত আনে দীন পল্বলে,
জাগায় ভয়াল ঘূর্ণিঝঞ্ঝা অম্বরে স্থলজলে।
যুগসঞ্চিত আবিলতা করি' দূর,
ভাঙি' দম্ভের পাহাড় করে সে চূর,
দহি স্বার্থের খাণ্ডববন মিশায় ভস্মতলে।

৬

বলদৃপ্তকে সংযত করে অসৎকে করে সৎ,
শঙ্কিত করে মহা-শক্তিতে ছিল যারা নিরাপদ।
নাস্তিকও লয় ভগবানে আশ্রয়,
পাপীর মনেও জাগে ধর্ম্মের ভয়,
শিহরে দর্পী বর্ত্তমান সে ভাবিয়া ভবিষ্যৎ।

৭

অভেদ্য গিরি বিদীর্ণ করি ক'রে দেয় তারা পথ,
অর্দ্ধেক পথে আসি' থেমে যায় তাহাদের জয়রথ।
ফেরে অপূর্ণ সাধনা তাদের বুঝি
গঙ্গার অবতরণের পথ খুঁজি',
তাদেরই পুঁজিতে ধনী হয় কোনো অনাগত ভগীরথ।

৮

হয় বিদগ্ধ-মুমূর্ষু ধরা তেজে বলে পরিপূর,
উন্মাদনায় বক্ষ নাচায় কণ্ঠেতে দেয় সুর।
হোক যেই নাম হোক যেথা ধাম তার,
শত্রু নহেকো মিত্র এ-বসুধার
ভুবনে তাদের প্রাণশক্তির দান যে সুপ্রচুর।

৯

ছাড়ে পঙ্কিল রিক্ত জীবনে রুই-কাতলার পোনা,
ধূলিমুষ্টিতে রেখে দিয়ে যায় মুঠি মুঠি খাঁটি সোনা।
দুর্বৃত্তের পাকা ধানে দেয় মই,
সলিল প্রাসাদ করে তার জলসই
নিস্ফলতায় ঢেকে রেখে দেয় বিরাট সম্ভাবনা।

১০

ফাঁসির মঞ্চে ঝুলাও তাদের পাঠাও নির্ব্বাসনে,
হোক লাঞ্ছিত, আসন পাতে যে তারা মানবের মনে।
যায় তারা শুধু রেখা-পাত করি' বটে,
কাল তা শোভিত করে মর্ম্মর-মঠে,
নিঃস্ব তাহারা ধনী হ'য়ে ওঠে বিশ্ব তাদেরি ধনে।

ব্যাঘ্রের তন্দ্রা

গিরি-কন্দর হুঙ্কারে করি' কম্পিত,
তুঙ্গশৃঙ্গ লম্ফেতে করি' স্পন্দিত,
ঘন অরণ্য উঘাড়ি' উগ্র উল্লাসে,
শ্রান্ত ক্লান্ত তন্দ্রা-আলসে ঢুললো সে।

২

সমরাঙ্গণ রেখেছে কে করি' চিত্রিত,
এ যে চেঙ্গিস্ জননী-অঙ্কে নিদ্রিত,
নাই মেঘনার, ভীমতাণ্ডব নৃত্য সে,
সুপ্ত 'সাকৃচি' লৌহনগরী প্রত্যূষে।

৩

কেমনে এখানে ভূতলে পেতেছে শয্যাটি ?
প্রলয় ঘূর্ণী যত কুমেরুর কুজ্ঝাটি !
ধোঁয়াইছে দেখ, অনলগর্ভ দম্ভীকে,
ধ্বংস করিয়া হারকুলিয়াম 'পম্পী'কে।

৪

স্বপ্নে ফিরিছে মত্ত মহিষে সংহারি',
রচিছে খাদ্য সদ্য সিংহ জজ্ঝারি।
করীর-তুণ্ডে দংষ্ট্রা দারুণ নিক্ষেপি'
গজমুক্তার চলে অঞ্জলি বিক্ষেপি'।

৫

হোথা নাদিরের রক্ত-লালসা ঘূর্ণিত,
যুগের যুগের জয় জিঘাংসা পূর্ণিত
হোথা কংসের হিংসা শোণিতে সন্তরে,
গজ-কচ্ছপে লুটাপুটি করে অন্তরে।

৬

বিদ্যুৎ বেগে ছুটে হোথা ঠগী পিণ্ডারি,
নরসিংহ ও ভাবে না ও ঠাঁই নিন্দারি।
হোথা মিলে দেখা ইতিহাসে মোরা পাই যারে
করে জড়াজড়ি শত জুলিয়াস্ কাইজারে।

৭

আছে এ-ব্যাঘ্র আর্য্য-শোণিতে মিশ্রিত
সাক্সন ডেন কেলটিক ওরি আশ্রিত।
জানে না সুপ্তি নরের বুকের ব্যাঘ্র হে
পলকে পলকে জাগে সে বিপুল আগ্রহে

ঝঞ্ঝা

ঝঞ্ঝা প্রলয় ঝঞ্ঝা দুর্নিবার,
অঙ্গে অঙ্গে ঘুরিছে ঘূর্ণি তার।
হিম-কুমেরুর কুয়াসা কক্ষে ঘর,
সঞ্চরে সাথে সদা মন্বন্তর
অস্থি-মালার রন্ধ্রে রন্ধ্রে রণিত ঝনৎকার।

২

তাহার তীব্র "ম্যয় ভূখা হুঁ-ই" ডাকে,
ভূতলে গগনে চকিতে চমক লাগে।
সে করে শুম্ভে নিশুম্ভে চঞ্চল,
হয় উন্মাদ রক্তবীজের দল,
টলে সুখাসন ভুবনেশ্বরী ষোড়শ-মাতৃকার।

৩

গিরি দরী হ'তে শুনি সে নৃত্যতাল,
ছোটে অসংখ্য ক্ষুধিত পঙ্গপাল।
বিপুল তাদের নির্ম্মম অভিযান,
দিগ্বিজয়ের করে যেন সন্ধান—
'জেরাক্‌সিসের' সৈন্য হতেছে 'হেলেস্‌পন্ত' পার।

৪

আরবী উপন্যাসের দৈত্যদল—
করে একত্রে যেন ভীম কোলাহল,
উন্মাদনার বাজাইয়া ডঙ্কা,
চলে সমগ্র মরুর আশঙ্কা,—
সমরখন্দ গজ্‌নী ও ঘোর বোগদাদ্‌ বোখারার।

৫

এমনি ঝঞ্ঝা এসেছে বারংবার
হয়ে খাইবার-গিরিসঙ্কট পার।
দুর্জ্জয় চমূ এসেছে গিয়াছে ফের,
ম্যাসিডোনিয়ার বিজয়ী ফ্যালাঙ্কসের
ধ্বস্ত করিয়া পঞ্চনদ আর দুধার বিতস্তার।

৬

ঝঞ্ঝায় আমি শুনি, হই অস্থির,
ভাঙার শব্দ সোমনাথ-মন্দির,
চিতোরী জহর-ব্রতের গন্ধ পাই,
উড়ে ঝঞ্ঝার দগ্ধ পুঁথির ছাই
ভস্মীভূত সে পুস্তকাগার আলেকজান্দ্রিয়ার।

৭

হেন ঝঞ্ঝায় উড়িয়া গিয়াছে গ্রীক,
রোমান কারথেজিনিয়ান পারসীক,

হয়তো উহারই আবর্তে হবে লীন
অমনি প্যারিস লণ্ডন বার্লিন,
স্টেলিনগ্রাডের রণ-আয়ুধের অনন্ত ভাণ্ডার।

৮

স্ফীত আমেরিকা অভিনব গর্ব্বে
ধূলি হ'য়ে রবে ঝঞ্ঝার গর্ভে,
হয়তো নুবেনবার্গের ঘূর্ণি
যাবে ইয়াঙ্কি জনপদ চূর্ণি',
দগ্ধমাটির অভিশাপ আছে হিরোশিমা, কোরিয়ার।

৯

ঝঞ্ঝা তোমার ত্যজ ও বৈরিভাব
হউক পুণ্য নূতন জন্মলাভ।
আনো আনন্দ, অমৃতের হিল্লোল,
ঝুলন ঝুলাও, দাও হিন্দোল-দোল,
ভাসাও উজানে প্রেমের প্রদীপ কালোজলে যমুনার।

দ্বিতীয় শৈশব

করতে বোধন বরতে অকাল শৈশবে—
বন্ধুরা আজ কোথায় তারা ? কই সবে ?
অগস্ত্য ফের আসলো ফিরে আসলো কি ?
ভগ্নতরী আজকে হঠাৎ ভাসলো কি ?
কালের রথের চক্র কি ফের ঘুরলো রে ?
পক্ষহারা কনকপরী উড়লো রে ?

শৈশব এই ?   কই সে তাজা বর্ণ কই ?
সূর্য্যকরে কই সে মাজা স্বর্ণ কই ?
আম-মুকুলের কই সে পাগল গন্ধ রে ?
কই সমীরে নৃত্য-দোদুল ছন্দ রে ?
বুকের সূতায় নবীনতার মাঞ্জা কই ?
আনন্দে তার অসীমতার পাঞ্জা কই ?

বোধন-ঘটে বিসর্জ্জনের দাগ কেন ?
অরুণ আলোয় সাঁজের অনুরাগ কেন ?
নান্দীমুখে শুষ্ক কুসুম দূর্ব্বা যে—
ভোর ললিতে দূর বেহাগের সুর বাজে।
এই সে শিশু চক্ষে উহার দীপ্তি কই ?
বুকে উহার বুকভরা সে তৃপ্তি কই ?

শুষ্ক বোঁটায় সোলার ফুল এ রাখলে কে ?
চিত্র ব'লে ব্যঙ্গ ছবি আঁকলে কে ?
এই শিশু আর সেই শিশুতে তুল করা।
মনকে সে যে ভুল বুঝায়ে ভুল করা।
মাল্য এ নয় সূত্র এ সেই মাল্যেরি
বাল্য এ নয় শুষ্ক 'মমি' বাল্যেরি।

মানব

কোন দূর দেশে যাবে তুমি সদাগর ?
একি অগণ্য পণ্য-লটবহর।
কত মণ ভার বহিছে একাই মন
একই তরীতে সাতটা রাজার ধন
এতো নয় ঘোরা কেবল সাত-সাগর !

২

কত রূপ রস গন্ধ কথা ও সুর,
সঙ্গে তোমার ? যাত্রা কোন্ সুদূর ?
এ-ব্যবসা তব এক জন্মের নয়
কত লাভক্ষতি, কি বিরাট সঞ্চয় !
কিছু বুঝি আমি, না হই জাতিস্মর।

৩

সদাগর তব ভেসেই যাওয়া কি কাজ ?
নানা তুমি নানা পণ্যের অধিরাজ।
রস ভূমিষ্ঠ ভাব ভূমিষ্ঠ মন—
কি মহাধনের করিছ অন্বেষণ
ঘুরিয়া এসেছ তুমি কত বন্দর ?

৪

রেখে যাও আর নিয়ে যাও তুমি যাহা
জানাইয়া যাও—আবার আসিবে আহা।
সৃষ্টির মাঝে নাহিকো তোমার জুড়ি
সদা অমৃতের সন্ধানে ফের ঘুরি'—
ফিরে ফিরে আসে তাই তব 'মধুকর'।

৫

এই গতায়তি এই যে পর্য্যটন
ওগো সদাগর উদাস করে এ-মন।
এ-যাওয়া কেবল ঘুরিয়া আসিতে যাওয়া
এত নয়নের তাই এত পথ-চাওয়া,
এত ডোরে বাঁধা তাই তব অন্তর।

৬

এক খেয়াতেই হ'তো যদি সব শেষ
কেন এ বিপুল পণ্যের সমাবেশ?
অতীতের লাগি' কেন বা এমন কাঁদা
ভবিষ্যতের করে কেন রাখী বাঁধা,
কেন এত লীলা ল'য়ে অবিনশ্বর।

৭

ধ্রুবতারা দেখে যাত্রা তোমার জানি
যত নিয়ে যাও তার বেশী আলো টানি।
সে-দেশ হইতে এনে তুমি যাহা দেহ
হয়তো নূতন হয়তো বা অজ্ঞেয়,
তবু চেনা চেনা দাগ যে উহার 'পর।

৮

এবারেই শেষ এ-কথা কেমনে ভাবি?
অফুরন্তে ও অনন্তে তব দাবী।
তুমি চাহনাকো ক্ষণিকের সম্ভোগ
আছে শাশ্বত সনাতন সাথে যোগ,
মার্কণ্ডেয় নহেকো তোমার পর।

সদানন্দ

ভালোবাসি উহাদের সঙ্গ—
নয় মায়ামৃগ ওরা—কনক-কুরঙ্গ।
মুখে হাসি, সারা দেহে স্ফুর্ত্তি
উল্লাস ধরিয়াছে মূর্ত্তি
বুকের অমৃত-হ্রদে সদাই তরঙ্গ।

২

নন্দন-বন যেন চিত্ত—
শুধু বেনু শুধু রেণু হাসি প্রীতি গীত তো।
যেথা বসে, যায় তারা যত্র
খুলে দেয় যেন সুধাসত্র,
সাথে সাথে উহাদের উৎসব নিত্য।

৩

ওদেরে করে না জরা স্পর্শ—
বয়স কমাতে নারে তাহাদের হর্ষ।
ছেয়ে যায় ফুলে ফুলে পন্থ
তাদের আদর অফুরন্ত,—
মধুমাস নয় ওরা গোটা মধুবর্ষ।

৪

প্রণিপাত বিশ্বের নাথকে—
আনিল মানুষ রূপে কে দোলের রাতকে?
যেন এলো রামধনু থেকে রে
সারা গায়ে সাতরঙ মেখে রে
কে দিল মানবরূপ উস্রী-প্রপাতকে।

কৈশোরান্তে

পাতার তোরণ ম্লান আমশাখা শুকালো
ধূসর উষার শশী নীলাকাশে লুকালো।
মোছা মোছা আলিপনা, নিভু নিভু বাতি রে,
ফুলহার জ্যোতিহারা, জাগি সারা রাতি রে।

২

এ কোন চিকনকালা যাবে আজি মথুরা?
বিরহে বিধুরা তাই কাঁদে ব্রজ-বধূরা।
শোকেতে শিশির ঝরে, ফুল পড়ে টুটিয়া,
সানায়ের সুর কাঁদে সমীরণে লুটিয়া।

৩

ফুরালো বাসর-জাগা, উঠে হুলুধ্বনি রে,
রজনীর শোভা হ'রে নিল দিনমণি রে।
মিলন মিলায়ে গেল, স্মৃতি জাগে আশাতে—
সঙ্গীত হ'লো হারা স্বরলিপি-ভাষাতে।

৪

ওগো তুমি রেখে যাও চুম্বন কপোলে,
হোক শেষ কোলাকুলি চারি আঁখি চপলে।
এনে করি রোশনাই, যাবে কেন আঁধারে?
এখনো হাতের সুতা গাঁটছড়া বাঁধা রে।

অমর বিদায়

অমর বিদায় ও যে অমর বিদায়
আহা—অমর বিদায়,
পোহাইলে সুখরাতি যে হবে অযোধ্যাপতি
যোগীর বল্কল-বাসে তারে কে সাজায় ?
অভিষেকে নির্ব্বাসন বোধনেতে বিসর্জ্জন
পূর্ণিমায় অমানিশি দেখে কে কোথায় ?
শ্রীরাম যায়-গো বনে সীতা-লক্ষ্মণ-সনে,
জগৎ সজল-আঁখি থমকি' দাঁড়ায়,
যুগ যুগ ধরি' কবি আঁকে সে করুণ ছবি
বেঁধে রাখে আঁখিজল ললিত গাথায়।

২

অমর বিদায় ও যে অমর বিদায়
আহা—অমর বিদায়,
ক্রূর অক্রূর-সাথে হরি গেল মথুরাতে
শ্যামসোহাগিনী রাধা ধূলায় লুটায়,
গাহেনাকো শুক-সারী অধীর যমুনাবারি
শ্যামলী ধবলী আজি তৃণ নাহি খায়,
কাঁদে গোপবালাগণে চাহি তমালের পানে,
ভাসালো কলসী কোথা ফিরিয়া না চায়।
যুগ যুগ ধরি' কবি আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল ললিত গাথায়।

৩

অমর বিদায় ও যে অমর বিদায়
আহা—অমর বিদায়,

বুদ্ধ যে গৃহ ত্যজি' লভিতে চলেন আজি
জনম-মরণ-জরা-প্রশম-উপায়,
মায়ার বাঁধন টুটি' বিশ্বপানে যান ছুটি'
অহিংসা পরম ধর্ম্ম বুঝাতে সবায়।
কাঁদে রাজা শুদ্ধোধন কাঁদে গোপা অনুক্ষণ
কাঁদিছে কপিলবাস্তু পাষাণ হিয়ায়।
যুগ যুগ ধরি' কবি আঁকে সে করুণ ছবি
বেঁধে রাখে আঁখিজল ললিত গাথায়।

(৪)

অমর বিদায় ও যে অমর বিদায়
আহা—অমর বিদায়,
আঁধিয়ারি' নদীয়ারে কাঁদাইয়া শচীমারে,
নিমাই সন্ন্যাস লন আজি কাটোয়ায়।
কেঁদে মরে ক্ষৌরকার হাত নাহি উঠে তার
কেমনে সাজাবে দণ্ডী নবীন যুবায়,
ভকতের আঁখিজলে কঠিন পাষাণ গলে
ডুবু ডুবু শান্তিপুর নদে' ভেসে যায়।
যুগ যুগ ধরি' কবি আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল ললিত গাথায়।

(৫)

অমর বিদায় ও যে অমর বিদায়
আহা—অমর বিদায়,
'কোরেসের' অত্যাচারে ওই চলি' যান দূরে
ইরম্মদ মহম্মদ ত্রিদিব-প্রভায়,
ওরে সে যে সর্ব্বত্যাগী ডরে না প্রাণের লাগি',
পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম জানাবে সবায়।

দিতে এসেছিল ধরা, তখন বুঝেনি ধরা,
এখন কাঁদিছে বসি' পূত মদিনায়।
যুগ যুগ ধরি' কবি আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল ললিত গাথায়।

(৬)

অমর বিদায় ও যে অমর বিদায়,
আহা—অমর বিদায়,
ওই ক্রুশে আরোপিয়া মারিছে যন্ত্রণা দিয়া
চিরক্ষমাশীল যীশু নর-দেবতায়,
কণ্টকমুকুট শিরে দিয়া কি করিবি ওরে
ত্রিদিব-কিরীট যার শিরে শোভা পায়,
যীশু হায় ক্রুশে থেকে জগৎপিতারে ডেকে
বলেন,—'ক্ষমিও পিতা অবোধ সবায়।'
যুগ যুগ ধরি' কবি আঁকে সে করুণ ছবি
বেঁধে রাখে আঁখিজল ললিত গাথায়।

আশাভঙ্গে

সবল পক্ষ ভেঙে দিলে যদি কেড়ে নিলে মোর কাকলী
ভুলাইয়া দাও সুনীল গগন পরাণ উঠে যে আকুলি'।
ভুলাও গগন বিহরণ
চূত-মুকুলের শিহরণ,
নিঠুর তুমি হে নৃত্য ভুলালে চরণ-নূপুর না খুলি'।

ভুলাইয়া দাও ধূলি ধূম হারা কাকলীমুখর উষারে।
আমার মনের বাসন্তীবন ঢেকে দাও ঘন তুষারে।

দাও রামধনু মুছিয়া
সব স্মৃতি যাক ঘুচিয়া
নিলে মণিহার কেন রাখ আর দাগের দাগার শিকলি ॥

দুঃখের রাজ্য

সেথা রবি উঠেনাকো প'ড়ে যায় বেলা রে,
হয় নাকো বেচাকেনা ভেঙ্গে যায় মেলা রে।
সেথা শুধু কাঁদে সীতা
জ্বলে সতী, জ্বলে চিতা,
গাঙ্গুরের নীরে ভাসে বেহুলার ভেলা রে।

২

সেথা ধায় আঁখিনীর গিরি-শির গলায়ে।
সেথা যায় ভুখারীর পোড়া শোল পলায়ে।
সেথা উঠে হাহা বাণী
শ্মশানেতে রাজারাণী,
সেথা শুধু উৎসব নব চিতা জ্বালায়ে।

৩

সেথা জাগে দুর্ব্বাশা কপিলের সহিতে,
অভিশাপ কহিতে ও কোপানলে দহিতে।
সেথা ভোঁ ভোঁ বাজে শিঙ্গা,
ডোবে মধুকর-ডিঙ্গা,
সেথা গিলে অঙ্গুরী তীর্থের রোহিতে।

৪

তবু সুরধুনী এনে সে-দেশের লাগিরে,
চীর পরি' যুবরাজ তারি অনুরাগী রে।

সেথা থামে আনাগোনা
তরী সেও হয় সোনা,
পাষাণও মানবী হ'য়ে কথা কয় জাগি' রে।

৫

তারি লাগি' বারে বারে হয় তাঁরে আসিতে।
নাশিতে শাসিতে অরি তারে ভালোবাসিতে।
শুধু তারি আঁখিজল
যমুনায় আনে ঢল,
সেই দেয় নবসুর কৃষ্ণের বাঁশীতে।

রুগ্ণ ছেলে

পিতা যে তাহার বুড়া থুরথুরে আর কেহ নাই ভবে,
জ্বরে জ্বরে ক্ষীণ সবল যুবক ভাবিছে কি হায় হবে।
বুড়া যে উদাসী বিপদের কথা বুঝিতে পারে না মোটে,
তবুও ছেলের বিছানা হইতে একবারও সে না ওঠে।
ছিল বুড়া আহা বড় পালোয়ান এখন সে দুর্ব্বল
সে দৃঢ় চরণ নাই যে স্ববশে সদা করে টলমল।
বৃদ্ধ পিতার গলাটি জড়ায়ে কাঁদিয়া বলিল ছেলে,
"বাবা গো তোমার কে করিবে সেবা হতভাগা ম'রে গেলে ?
কতই কষ্ট দিলাম তোমারে রাখিয়া গেলাম দুখে,
মরিয়াও আমি পাব না শান্তি সেই ব্যথা বাজে বুকে।"
সহসা বুড়ার হ'লো যেন জ্ঞান—বল এলো যেন ফিরে।
রুগ্ণ তনয়ে কোলের উপর টানিয়া লইল ধীরে।
বলিল—"বাছারে, মা গিয়াছে তোর ছ'মাসের ছেলে রাখি',
বুকের উপর ঘুমাতিস তুই, গিয়েছিস ভুলে নাকি ?

ঔষধ আনে পথ্য যোগায় রুগ্‌ণ ছেলের লাগি',
মাথার উপর হাতটি বুলায় একা সারারাত জাগি'।
পিতার যতনে লভি' আরোগ্য বলে ছেলে মৃদু স্বরে,
"বাবা ও শরীরে এত কাজ তুমি করিলে কেমন ক'রে ?"
পিতা কেঁদে বলে "যুবা হ'য়ে তুমি নিলে যবে জরাভার
বুড়া এ যযাতি ফিরে পেয়েছিল গত যৌবন তার।"
পুত্র যখন কাতর নয়নে চাহে জনকের পানে,
পাগলা ভোলারে শ্মশান ভুলায়, গিরিপুরে টেনে আনে।

মৃত্যুশয্যায়

পাহাড়ের পাশে পাশে চা গাছের সারি
শূন্য ঘরে সেই শুধু একা প'ড়ে আছে।
আপনার কাজ ল'য়ে ব্যস্ত সবে ভারি।
স্নেহ দয়া দেখাইতে কে আসিবে কাছে ?

দুষ্ট আড়কাঠি লোভে ভুলাইয়া তারে
আনিয়াছে হেথা, তার স্থিতি ছ'বছর,
আরো ছ'বছর পরে ফিরে যেত ঘরে,—
মৃত্যু আসি' অসময়ে দিল অবসর।

আজ শ্রান্ত আঁখিকোণে ভাসে বার বার
তার সেই ছোটঘর গোমতীর বাঁকে,
আশাপথ চায় যেথা প্রিয়া বারবার
পানিয়া ভরণে যায় গাগরীটি কাঁখে।

প্রাণ তার কেঁদে ওঠে, ছুটে যেতে চায়,
বর্ষার বলাকা সম সেই সুখনীড়ে,
আঁধারি' আসিছে ধরা তবু চক্ষে ভায়
তার সেই ছোটঘর গোমতীর তীরে।

তৃষিতা জননী

সবাই পড়ে দারুণ জ্বরে হুঁস নাহিকো হায়
মুমূর্ষু মা মরণকালে একটু যে জল চায় ?
জ্বরের ঘোরে অসাড় পড়ে পুত্র পালোয়ান,
মাতার স্বরে চম্‌কে উঠে ক্ষণিক জাগে জ্ঞান।

শক্তিবিহীন উঠতে নারে চক্ষে ঝরে জল,
হায়রে বিধি এম্‌নি ক'রে করলি রে হীনবল ?
'সাতগেড়েতে' জল সেঁচেছি আখ বাঁচাতে আমি
কলসী হ'তে জল গড়াতে শক্তি নাহি স্বামী।

চারটি ঘড়া মাথায় ক'রে জল বহেছি হেসে,
আমার মাতা জল চাইছে কাঙালিনীর বেশে,
করেছিলাম বড়াই বৃথা শক্তি কাহার নিয়ে
আজকে দিলে জানিয়ে যে তাই চক্ষে আঙুল দিয়ে।

আমি তো হায় পাপীর পাপী মরছি আপন বিষে
এমন কঠিন বিধান যাহার সেই বা দয়াল কিসে ?

খেলা ভঙ্গ

নীলকণ্ঠ নামটি তাহার—সুযশ বড় তার
দেশের সে যে সবার সেরা দাবার খেলোয়াড়।
কোনো খেলায় হারত না সে এতই তাহার গুণ,
দাবা-খেলার কুরুক্ষেত্রে সেই ছিল অর্জ্জুন।
ভঙ্গী খেলার দেখতো শত নয়ন সতৃষ্ণ,
বিজয় তারি—সারথি তার বুঝি বা শ্রীকৃষ্ণ।

একটি দিবস চলছে খেলা—ঘটলো অঘটন
নীলকণ্ঠ উৎকণ্ঠায়—বিষণ্ণ বদন।
'চটে গেল বাজি এবার' বলিয়া চঞ্চল—
ছক্‌টি দাবার উল্টে রাখে—নয়ন ছলছল।
দেহে মনে সে কি গভীর নিরাশা-চিহ্ন
বেদনা তার বুঝবে কে আর দরদী ভিন্ন ?

'চটে গেল বাজি' এতো সহজ কথা নয়!
এ যেন এক দিগ্বিজয়ীর ভাগ্য-বিপর্য্যয়।
এ যেন রে অভ্রভেদী আকাঙ্ক্ষা চুরমার,
চটলো বাজি, ভগ্নহৃদয় ভাবিছে হিট্‌লার।
'লালকেল্লা' বহুৎ দূরে চটলো যে বাজি
'কোহিমা'তে এ যেন রে কাতর নেতাজী।

রিক্ত করে তিক্ত করে জীবন সুদুর্লভ
প্রারম্ভেতে বন্ধ হ'লো রাজসূয়-উৎসব।

ফাঁসলো পরিকল্পনা তার ডুবলো যেন হায়
আশার বিশাল বহিত্র এক—সাগর মোহানায়।
বিফল হ'লো কি নৈপুণ্য কি মহা উদ্যম
এত বড় ওলট-পালট ব্যথা কি এর কম ?

এমনি আহা কতই বাজি চটছে দুনিয়ায়
বার্ত্তা তাহার মর্ম্মব্যথার ক'জন বলো পায় ?
জ্যোতিষ্ক যায় উল্কা হ'য়ে—বিধির অভিশাপ
অসমাপ্ত খেলার বেদন রেখে যে যায় ছাপ।
আনে যুগের পুষ্ট আশা কেমনে নৈরাশ,
চটা বাজির ব্যথায় ভরা ধরার ইতিহাস।

দন্দ্ব

একটি শুধু পয়সা দিয়ে বকেছিলাম কত,
আজকে তাহা বিঁধছে বুকে কুশাঙ্কুরের মত।
সাধ্য নাহি তুলতে তো আর,
শক্তি নাহি ভুলতে তো আর
জনম ধ'রে র'য়ে গেল নিজের দেওয়া ক্ষত।

ক্ষমা চাওয়ার সময় গেছে—চা'ব কাহার কাছে ?
ভিখারী আজ নাগাল-ছাড়া—সুদূর দেশে আছে।
কথা তো সে কয়নি কিছু।
করেছিল মুখটি নীচু,
মলিন দু'টি চক্ষু হ'লো অশ্রু-ভারানত।

হায় রে কথা, ছোট্ট কথা কেনই বা হায় বলা,
রাখলে এমন দারুণ দাগা মর্ম্মভেদী ফলা।
নয়ন জলে ধোয় না তাহা,
অনুতাপে নোয় না তাহা,
তামার কুচির তাম্র-শাসন শাসায় অবিরত।

পল্লীকবি

অজয়-পারে ওই যে ভাঙ্গা দেয়াল আছে পড়ি'
শিউলি এবং শ্যামলতাতে করছে জড়াজড়ি,
বছর বিশেক আগে,
মনের অনুরাগে
থাকতো হেথায় পল্লীকবি অনেক দিবস ধরি'।

ভোর হ'লে সে ডাঙ্গার মাঠে আগেই যেত ছুটি',
মুখটি তাহার দেখতো রবি সবার আগে উঠি',
কোকিল নিশি ভোরে,
ডাকতো তাহার দোরে,
না উঠতে সে কুসুমগুলি উঠত আগেই ফুটি'।

সাঁজের বেলা থাকতো পারের ঘাটটি পানে চেয়ে,
ফিরতো বাড়ী কৃষক তারি বানানো গান গেয়ে।
হাসতো শুনে কবি
ডুবতো নভে রবি,
মাঝিরা সব যেত তাদের বোঝাই নৌকা বেয়ে।

গ্রামখানিকে ঘিরতো যখন রাঙা অজয়-বানে,
উঠতো যেন কি এক তুফান কবির কোমল প্রাণে।
শশকশিশু ধরি'
রাখতো বুকে করি'—
বাঁচাতো সব পাখীর ছানা স্নেহের ছায়া দানে।

রাখাল-রাজের ভক্ত ছিল রাখালগণের প্রিয়,
অতিথিদের সৎকারেতে শুচি তাহার গৃহ।
সর্ব্বজীবে দয়া
অতুল স্নেহ-মায়া,
হরিনামে চোখের বারি পরম রমণীয়।

গেছে কবি নামটি তাহার গাঁয়ের বুকে আঁকা,
তরুলতার শ্যামল গায়ে মমতা তার মাখা।
আজও তাহার গানে
তারেই ফিরে আনে,
আজও তাহার বিহনে গ্রাম ঠেকছে ফাঁকা ফাঁকা।

মায়ার বাঁধন

পথ তরুতলে ব'সে আছি বিকালে
পোষাপাখী আসি' এক বসিল ডালে।
এখনও চরণে তার শিকলের দাগ
শিখানো বুলিতে তার ঝরিছে সোহাগ
মিশিতে পারে না যেন পাখীর পালে।

২

মন দিয়া যত বার আমি শুনিনু
মুখে তার মধু বোল 'মিণ্টু মিনু',
কণ্ঠে বাজিছে ওর তাদেরি বাঁশী
বনে এসে মন তার আরও উদাসী
যাত্নর মোহন কাঠি কেবা ঠেকালে।

৩

'মিণ্টু মিনু'র বাড়ী কোন বিদেশে,
হেথা তাহাদেরি কথা বলে সে এসে।
আহা সারা বনে বনে পাতার ফাঁকে
সারাদিন ঘুরি ফিরি তাদেরে ডাকে,
ঘর তুমি বনচরে একি শিখালে?

৪

গৃহে থেকে এই দশা বন-পাখীরই
গৃহী বলো কি করিবে ল'য়ে ফকিরি?
দেখে তার দশা মোর চোখে আসে জল
কয়টা বছরে তার এতই বদল?
ভালোবেসে দাসখৎ নিজে লেখালে!

শুঁয়াপোকা

বিশ্রী একটা শুঁয়াপোকা দেখি উঠেছে আমার পায়,
শিহরি' উঠিনু, কাগজে ধরিয়া ফেলে দিনু আঙিনায়।
ধুয়ে মুছে দেখি যায় নাকো জ্বালা—শুঁয়ার জ্বালা যে ভারি,
ভৃত্য দেখিয়া মারিতে ছুটিল পোকাটিকে তাড়াতাড়ি।

নিষেধ করিনু পোকাটি ঢুকিল ক্ষুদ্র গুল্ম-বনে,
তাহার কথা তো' স্মরিবার নয়—কাজেই ছিল না মনে।
মাসেকের পর তেমনি বিকালে ছোট প্রজাপতি এ কি।
বসিয়াছে পায়ে খাসা সুন্দর—মুগ্ধ হইনু দেখি।

ফুল নই আমি সকলেই জানে, আমিও তা বেশ জানি,
কেন মোর পায়ে আসিয়া বসিল হেন সুন্দর প্রাণী ?
মনে হ'লো সেই শুঁয়াপোকাটিই এই নব দেহ ধরি'
বিচিত্র বেশ দেখাতে এসেছে পুরাতন স্নেহ স্মরি'।

লভি' অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন—জীবন আকাঙ্ক্ষিত,
ভোলে নাই মোরে, ভাবিয়াছে আমি দেখিয়া হইব প্রীত।
সকলে হয়তো' হাসিয়া উঠিবে শুনিয়া আমার কথা,
হোক কীট, গড়া সেও বিধাতার,—সে জানে কৃতজ্ঞতা।

একই জীবনে কি দিব্য দেহ করেছে সে দেখ লাভ,
ফুলের রাজ্যে হইয়াছে যেন পরীর আবির্ভাব !
ক্ষুদ্র তুচ্ছ পোকাটিরও প্রতি যাঁহার করুণা হেন,
একই জীবনে দিব্য জীবন মানুষ পাবে না কেন ?

বলিদান

মাগো আমার গা মুছিয়ে দিয়ে
তাড়াতাড়ি পরাও কাপড়খান,
আজকে আমি ভুলুর সাথে গিয়ে
আসবো দেখে কেমন বলিদান।
দেখে 'বলি' কেমন আমোদ হবে।
নাচবে সবাই, বল্‌লে ভুলু মোরে
মা, মা, ব'লে ডাকবে তখন সবে,
বাজাবে ঢোল খাজ্‌জিমাঝো ক'রে।

শেষে যখন ফিরলো খোকা বাড়ী
মুখটি মলিন, চোখ যে ছলছল,
জননী তার শুধায় তাড়াতাড়ি,
কেমন 'বলি' দেখলি বাছা বল ?
কেঁদে খোকা বললে কোথায় বলি ?
শুধু আহা কাটছে ছাগলগুলি।

মজুরের মমতা

পাষাণের মুখে আছে এত যে বাণী
আমি তো পাথর ভাঙি—তাহা কি জানি ?
ভাঙিতে ভাঙিতে আজ মিলিল খুঁজি
মা ছেলে পাষাণে ক্ষোদা সজীব বুঝি।

দুখিনী জননী তার হস্তে ছড়ি
বালক চলেছে তার হাতটি ধরি'।
ভাঙিতে গিয়াই আহা জননী পানে—
পড়িল আমার আঁখি—বাজিল প্রাণে।
হাতুড়ি তুলেছি, ছবি বলিছে—'না, না',
ভাঙিতে করিছে যেন কাতরে মানা।
'আছি মোরা—যুগ যুগ গিয়াছে ব'য়ে
ছাড়াছাড়ি ক'রোনাকো মায়ে ও পোয়ে।
দেশ গেছে যুগ গেছে—মুছে গেছে ঘর,
ছেলে ল'য়ে আছি হেথা হইয়া পাথর।'
কোন সে যুগের মাতা, কোন সে ছেলে ?
পাষাণের বুকে আজ পরাণ পেলে।
পুতুলের মিনতিতে কাঁদিয়া মরি—
ভাঙিতে পারিনে ছবি—বক্ষে ধরি।

মরমী

দুঃখ বিশাল তাহার কোমল বক্ষেতে
পুঞ্জীভূত ধরার ব্যথা অন্তরে,
'চেরাপুঞ্জী' বর্ষে তাহার চক্ষেতে—
'পাগলা ঝোরা' বইছে বুকের প্রান্তরে।

২

থাকতে যেন চায় না সে হায় স্বস্তিতে,
বক্ষ তাহার উদ্বেলিত উদ্বেগে,
বজ্র গড়ায় সেই যে তাহার অস্থিতে
সেই বিনা আর অত্যাচারে রুধবে কে ?

৩

সেই পারে হায় কোমল বীণায় সুর দিতে
আট্‌কে দিতে অশ্বমেধের অশ্বকে।
সেই যে চালায় পুষ্পকরথ স্ফূর্তিতে
নয়ননীরে চেতায় চিতাভস্মকে।

৪

মেঘ জমে ওই তাহার বুকের বাষ্পেতে
বক্ষে তাহার আলতা দুধের গঙ্গা হে।
কস্তুরী চায় তাহার বুকের বাস পেতে
জড়ের বুকে সেই তো জাগায় সংজ্ঞা হে।

৫

সেই যে প্রেমিক সেই দরদী তার স্বরে
বংশীধরের বংশীবাজে কৌতুকে,
মর্ত্ত্য মলিন মিলায় স্বরগ ভাস্বরে
অনর্ঘ তার বিপুল প্রেমের যৌতুকে।

ভ্রমান্ধ

উপলের মাঝে মাণিক পড়িয়া থাকে—
তাহারা তাহাকে ঠেলা মারে অবিরত।
শামুক গুগ্‌লি ঝিনুকে দাবায়ে রাখে
মুক্তা-ভরা সে—মূল্য তাহার কত?

২

পাখীরা গরুড়ে—পক্ষী বলেই জানে
বোঝে না কতই শক্তি মহিমা তার,
শ্যাওড়াও হাসে চাহি' চন্দন পানে
ভাবে গন্ধের গৌরব কিবা আর!

৩

কবীরের সাথে তাঁতীরা যাইত হাটে,
কবীরে তাহারা ভাবিত সকলে হীন,
বুনানীর গুণে তাদের গামছা কাটে
বুঝে না কিসে যে কবীরের চেয়ে হীন।

৪

রামপ্রসাদের তবিলদারীর কাজ
বহুজনে আরও ভালো পারে তাহা বুঝি।
ক'রে দেখ দেখি হিসাব নিকাশ আজ
কি সে রেখে গেছে কালের ত'বিলে পুঁজি।

৫

ধরণীর মীন কূর্ম্ম ও বরাহেরা
যতই দেখুক ঘুরে ফিরে চারিপাশে,
চিনিতে নারিবে হরিরে, চিনিবে এরা
হরি তাহাদের রূপ ধ'রে যদি আসে।

রোগশয্যায়

রাঙা রবির উদয় দেখে আনন্দে মোর মন মাতে,
ইচ্ছা করে নূতন দেশে নূতন হ'য়ে জন্মাতে।
পৌষ-নিশির শিশির চাপে,
মুমূর্ষু ঐ কমল কাঁপে
আবার সে হায় হাসতে যে চায় রবির কিরণ-সম্পাতে।

২

পীড়ায় যখন অবশ তনু ফুরায় যখন আনন্দ,
মৃত্যু বিলায় অমৃত যা নয়কো মোটেই তা মন্দ।

রুগ্ণ শরীর নয়ন-নীরে—
শাবক হ'তে চায় যে ফিরে
মায়ের আনন—সে চায় শুধু চায় না গোটা কানন তো।

৩

ঝঞ্ঝাহত ভগ্নতরু চায় যে যেতে জাফ্রীতে,
শিথিল ফুলের কোরক হবার আকাঙ্ক্ষা সব পাঁপড়িতে।
মুক্তা যে আর বারে বারে
তারের বাঁধন সইতে নারে,
সে চায় যেতে শুক্তি-কোলে সাগরতলে ঝাঁপ দিতে।

৪

ভিড়ের মাঝে হারায় যে-মুখ পাই খুঁজে আর কই তারে?
মন-মাঝি আর বাইতে নারে, বলে নে এই বৈঠারে।
তুফানের এই ভাসান ভেলা,
সাঙ্গ ক'রে আলোর মেলা—
অন্ধকারে ফিরছে খুঁজে বাঁধা-ঘাটের পৈঠা রে।

৫

হেথায় থাকুক ফুলের বাগান সাজানো এই ঘরবাড়ী,
চলুক ফুলের মরশুমি আর নবীনতার দরবারই।
তুই যে প্রাচীন—তুই যে একা,
তোর কি হেথায় মানায় থাকা?
নূতন খেলা পাতবি রে চল নূতন মায়ার কারবারী।

৬

পূরবীতে ললিত মিশে বাজে যখন ভুল বীণা
বিশ্ব তখন নিঃস্ব লাগে তাহার মায়ায় ভুলছি না।
সাহস হারা দুর্ব্বল ভাই
কোথায় আবার মিলবে রে ঠাঁই?
নূতন দেশে নূতন ঘরে মায়ের স্নেহের কোল বিনা?

৭

ঝাপ্‌সা-লাগা সজল আঁখি নূতন কাজল মাগছে রে।
বুভুক্ষিত তপ্ত হিয়ায় স্তন্য-তৃষা জাগ্‌ছে রে।
অনাদরের পরাণ যে ফের,
চাইছে সোহাগ মা-মাসীদের,
অনাগতের অমৃত-ঢেউ অধর-কোণায় লাগছে রে।

বিয়ের ফর্দ্দ

বাক্সে পেলাম আমার বাবার বাবার বিয়ের ফর্দ্দখানা
পাঁচটাকা মণ সীতাভোগ আর চারটাকা মণ মিহিদানা।
বরের টোপর চৌদ্দ আনা হয় তো সেটা প'ড়েই পাওয়া,
নেইকো জুঁইয়ের মালার কথা, মত্ত নিয়েই খাওয়া-দাওয়া।
দুই টাকা মণ 'বাসমতি' চাল এখন যাহা পাইনে খুঁজি'—
ঠাকুরদাদার বিয়ের সময় সায়েস্তা খাঁর আমল বুঝি!
সুলভ বড় মৎস্য তখন ওজন পাকার চেয়েও পাকা,
এমন বিরাট বৃহৎ ব্যাপার, খরচ সাড়ে সাতশ টাকা।

২

'রসানচৌকি' বিষ্ণুপুরের বাংলাজোড়া যাহার খ্যাতি—
ঠাকুরদাদার হিংসা আজি করছে ব'সে তাহার নাতি।
'সিউড়ি' হ'তে রায়বেঁশে দল, নারাণপুরের দগড় বাঁশী।
'নিগন' তাহার ঢোল পাঠালো, আতসবাজি 'বনকাপাসী'।
ভারে ভারে ক্ষীর ছানা আর 'ধেনো'র গোয়াল দই পাঠালে,
উজল রাতি 'পালিশগাঁয়ের' ফুলছড়ি ও রঙ্‌মশালে।
দশটি হাজার পদ্মপাতা, দুঃখ নাহি পাইনি যেতে,
হৃদয় আমার উঠছে মেতে, অতীত দিনের আনন্দেতে।

৩

'বালুচরের' রঙিন চেলী গায়ে যেন জ্বলছে হীরা,
ময়ুরকণ্ঠী ডাক্‌শাইটা বুনেই দিলে বাঘডিগিরা।
বর্দ্ধমানের রাজার এবং অগ্রদ্বীপের তুইটা হাতী।
এঁকে সিঁদূর তিলক ভালে হয়েছিল বিয়ের সাথী।
সঙ্গে গেল পাঁচটা ঘোড়া একেবারে সবার সেরা,
কোম্পানীর এক তঙ্কা ক'রে ইনাম পেলে মাহুতেরা।
গোরুরগাড়ী পঁচিশখানা বাকি সবাই চরণ-যানে,
শিবিকা মোট তিনখানা ও ষোলজনায় পাল্‌কী টানে।

৪

রঙের খরচ স'সাত আনা, কেমন সে রঙ্‌ ব'সেই ভাবি'
হয়তো হবে অতি প্রাচীন 'ম্যাজেন্টা' বা 'খুনখারাবি'।
ফর্দ্দখানি হলুদমাখা, হরফগুলি স্পষ্ট অতি,
ঠাকুরদাদার বাবার উপর প্রসন্ন খুব প্রজাপতি।
সেই সে দিনের হুলুধ্বনি শুনছি আমি কাব্য লিখে,
দেখছি আমি ধরতে কুলো ঠাকুরমায়ের শাশুড়ীকে।
নিত্‌বর হবার ইচ্ছা যে হয়, হাসিমুখে পাল্‌কী চ'ড়ে,
হয়নি সেটা হবার তো নয়, জন্মেছি যে অনেক পরে।

ফুল ঝুমকা

আমার বৃদ্ধ প্রমাতামহের বৃদ্ধ প্রপিতামহ
কটকে ছিলেন নিমক দেওয়ান, চাকুরী কষ্টসহ।
অর্থ প্রচুর সম্মান বহু কাজেই প্রিয়ার তরে,
মুকুতা দোলান ঝুমকা গড়ান স্বর্ণকারের ঘরে।

প্রতি মুক্তাটি সুন্দর খাঁটি নিটোল চমৎকার,
দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন নিশ্চয় প্রিয়া তাঁর।

২

তারপর গেছে সুদীর্ঘকাল প্রীতির বারতা বহি'
সে ফুলঝুমকা পাইলেন ক্রমে শেষে মোর মাতামহী।
বহু ঝঞ্ঝাট অভাব গিয়াছে তাহার উপর দিয়া
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ছয়টা মেয়ের বিয়া।
ঝুমকা তবুও অটুট রয়েছে বন্ধক হ'তে ফিরি'
স্বর্গবাসিনী আত্মীয়াদের প্রেম আছে তারে ঘিরি'।

৩

যুগের যুগের নবীন বধূর রাঙা ঘোমটার ঘামে
প্রেমের জ্যোছনা প্রীতির সরিৎ বক্ষে তাহার নামে।
প্রণয়-ব্যবসা করিতে করিতে সে পেয়েছে বুঝি প্রাণ—
অতীত প্রেমের নির্ম্মাল্য সে কুলদেবতার দান।
ঝুমকা-জোড়াটি যৌতুক পেলে পরিশেষে মোর প্রিয়া,
শত বাসন্তী ফুলের পরশ আদর সোহাগ নিয়া।

৪

এখন হয়েছে আবার রঙীন কৌটায় তার ঠাঁই,
স্বর্গবাসীর স্বর্ণমরাল তুলনা তাহার নাই।
ফুলঝুমকায় মোদের প্রণয় যাইতেছি 'যখ' দিয়া।
অংশ লভিয়া হাসিবে মোদের নাতির নাতির প্রিয়া।

সুদূর বান্ধবী

তুমি যে আমার প্রপিতামহের বৃদ্ধ-প্রপিতামহী,
দাও বর দেবী—আমি তোমাদের প্রণয়-কাহিনী কহি।
অনেক দিনের কথা,
ক্ষমিয়ো প্রগল্‌ভতা—
আমি দেখিয়াছি তোমাদের প্রেম ফুলছাবি হ'য়ে রহি'।

২

যে-বাটায় তুমি সাজিয়াছ পান—গৃহেতে রয়েছে আজও,
সে-বাটারই পান আমি যে চিবাই, তুমি কি দাঁড়ায়ে আছ ?
অধরে মধুর হাসি,
স'রে এস ভালোবাসি',
আমার প্রিয়ার হাতে হাত দিয়ে মোর লাগি' পান সাজো।

৩

রয়েছে তোমার আতরদানীটি, তোমারে কেমনে ভুলি ?
সোহাগ-পরশ দিল তারে তব চপক-অঙ্গুলি।
তোমার নীলাম্বরী,
ফুলে ফুলে দিল ভরি',
সৌরভে তার আসিত নিকটে ভোমরা ও বুলবুলি।

৪

নাসায় 'বেশর', সীমন্তে 'সিঁথি', সোনার ঝালর তাহে,
মিহি কাশ্মীরী শাল যে শোভিত গরবিনী তব গায়ে।
কটিতে চন্দ্রহার,
কি বাহার ছিল তার,
অশোক ফুটায়ে চ'লে যেতে তুমি পাঁইজোর মল পায়ে।

৫

চারু কর্ণেতে শিরীষ পরিতে অলকেতে কুরুবক,
লোধ্র-পরাগে যক্ষবধূ কি সাজিতে হইত সখ ?
নয়নে কাজল দিতে
হাসে মেঘে বিজলীতে,
ময়ূরকণ্ঠী কাঁচুলি করিত দীপালোকে ঝকমক্।

৬

আলতা-রাঙানো পদে কাদাপথে যেতে যবে সরসীতে—
প্রিয় ননদীকে হয়তো বলিতে হাসি' কোলে তুলে নিতে।
সে রসিকতার ধারা
এখনো হয়নি হারা,
অমর হয়েছে বাদল বাতাসে গ্রামের রীতে ও গীতে।

৭

চঞ্চল তব চাহনীর দাম ছিলনাকো বড় কম—
ঘুরি' বার বার নিকটে আসিত স্বামী তব প্রিয়তম।
লভিতে মনের মতো
উপঢৌকন কত
আজিও জড়োয়া ফুল-ঝুমকা যে হ'য়ে আছে অনুপম।

৮

কলসী কক্ষে সলিল আনিতে—সন্দেহ নাই তিল,
কুম্ভে করিত স্বর্ণকুম্ভ নভের সোনালী নীল।
গড়া মেহগিনী কাঠে
তোমার সখের খাটে,
আমরাও বসি,—তোমার সঙ্গে সখীর রয়েছে মিল।

৯

সে জাঁতি রয়েছে বিবাহে যা ছিল তোমার বরের করে,
তোমার হাতের কাজল-লতা তো দেখিতে পাইনে ঘরে।

তোমার বরণ-থালা
ভাণ্ডার করে আলা,
তব সোনাহাতে কস্ লেগে আছে সোনা রঙ্ ঝ'রে পড়ে।

১০

কপোত হইয়া কোলে উঠিয়াছি স্মর-শিশু হ'য়ে মনে,
শিখী হ'য়ে তব সুমুখে নেচেছি কঙ্কণ-নিক্কণে।
ছিনু আমি দিবানিশি,
তব লাবণ্যে মিশি',
এসেছি তোমার সোনার স্বপনে এসেছি সঙ্গোপনে।

১১

মুগ্ধা চকোরী সুদূর সুধার লভিয়াছ আস্বাদ,
কিরণ ধরিয়া চন্দ্রালোকেতে যাওয়াই তোমার সাধ।
হৃদি দর্পণ 'পরে
হেরিতে বংশধরে,
তোমার মনের কামনা যে আমি অনাগত আহ্লাদ।

১২

হয় নাই দেখা তোমার লাগিয়া উড়্ উড়্ করে মন,
সুরলোক হ'তে লহ গো আমার বেতার-নিমন্ত্রণ।
তোমার ঝিনুকখানি
প্রেয়সীকে দাও আনি',
দাও বুকভরা আশীষের সাথে মুখভরা চুম্বন।

মায়ের শেষ চিঠি

[আমার অসুখের কথা শুনিয়া মাতাঠাকুরাণী একখানি চিঠি লিখেন। ১৩৪২ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার উহা পাই। ঐ বৎসরই ৬ই পৌষ তিনি স্বর্গারোহণ করেন।]

চিঠিখানি মায়ের হাতের লেখা
শুক্রবারে পেয়েছিলাম কবে,
গভীর স্নেহ অমৃতের সে রেখা
ভাবি নাই তো শেষ চিঠি যে হবে।

বুড়া খোকার তৃষিত এই মুখে,
মায়ের বুকের শেষ দুধের এ ধার,
শেষের কাজল জলভরা এই চোখে
এ জনমে মিলবে না তো আর।

পরের কাছে মূল্য ইহার নাই
অমূল্য এ আমিই শুধু জানি,
বাৎসল্যের বাদশাহীর এ ভাই
মায়ের দেওয়া দান-পত্রখানি।

দুধ-সাগরের মানচিত্র গোটা,
শেষ আশিসের দূর্ব্বা এবং ধান,
ললাটে শেষ দই-হলুদের ফোঁটা
মায়ের লেখা শেষ চিঠি এইখান।

তৈজসের ইতিহাস

এই থালাখান দাদুর বিয়ের দানের সময় পাওয়া,
ওর উপরই কর্ত্তা-মায়ের বিশেষ ছিল দাওয়া।
পড়লে কারো হাত হ'তে ও সইত নাকো তাঁর,
তোরঙ্ খুলে তুল্তে যেতেন দিনে শতেকবার।

২

গয়াধামের গয়েশ্বরী, বৃন্দাবনের বাটি
পয়মন্ত জিনিস বড়, যায়নি আজও ফাটি'।
লক্ষ্মীছাড়া গামলাখানা ডাল ঢালা হয় যাতে
এসেছিল ভাগ্যহীনা খুড়ি-মায়ের সাথে।

৩

বাঁটলোটিতে দাদুর মায়ের সাধের পায়স রাঁধা,
দুষ্টু রাখাল লুকিয়ে নিয়ে পরকে দিলে বাঁধা।
হয় যে বাবার অন্নপ্রাশন ধূম-ধামেরি সাথ,
এই বগিথাল এতেই বাবা প্রথম খেলেন ভাত।

৪

বোগ্নোটি ওই বেশ যে মনে পড়ছে আজি মোর,
চৌধুরীদের মধ্যমেরি বিয়ের বিলানোর।
তৈল-ভরা বোগ্নো আহা মোণ্ডা-ভরা ঠোলা,
অনেক দিনের কথাই বটে যায় না তবু ভোলা।

৫

তুবড়ে যাওয়া দাগধরা ঐ গঙ্গাজলী ঘড়া,
মায়ের হাতে পড়লো কূয়োয় টানতে গিয়ে দড়া।
তখন তিনি দশ বছরের ন-বসতের ক'নে
কেঁদেছিলেন কূয়োর ধারে মহাপ্রমাদ গ'ণে।

৬

ছককাটা ওই পানের বাটা ফুলশয্যার দান,
বাবার বাবার ঠাকুরমা যে সাজতো ওতেই পান।
খাগড়ায়ে ও পানের ডিবে, ময়লা দাগে ঢাকা
দেখলে চোখে জল যে আসে কাকার স্মৃতি মাখা।

৭

প্রকাণ্ড ঐ পুষ্পপাত্র বার করিতে মানা,
এই ভিটারই বাস্তুযাগের জন্যে প্রথম আনা।
মুখ-আঁটা যে কমণ্ডলু যত্নে দিলাম রেখে,
আনেন সেটি জেঠাইমা যে বদ্‌রী-নারাণ থেকে।

৮

ঘরের প্রতি তৈজসে নেই রাঙ্‌ ঝালেরই ওর,
লেগেই আছে কতই গত উৎসবের-ই জোড়।
কাঁসারী চায় বদলে নিতে আসছে প্রতি মাস,
গৃহস্থালীর তাম্রলিপি, স্নিগ্ধ ইতিহাস।

পুরানো চিঠির ফাইল

এটা বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি
মুছে গেছে আঁখরগুলা যত,
রঙটি রাঙা তেমনি আছে লেগে
অতীত বিয়ের পাক্‌চূণারই মতো

২

এ যে বড়ই গরম গোছের চিঠি
চেয়েছে কার সাতশো টাকা বাকি,
কাঠ্‌ঠোকরা কোথায় গেছে উড়ি'
নীরস শাখায় ঠোকর কটা রাখি'।

৩

এ বটে এক সু-খবরের লিপি,
পরীক্ষাতে প্রথম পাশের খবর,
লাভের চেয়ে আনন্দটাই বেশী
কাঁকুড় ছোট বীজটা তাহার জবর।

৪

একি এ এক আদালতের সমন—
মুড়কি সাথে বোলতা কেন হেরি ?
সাপ গিয়েছে খোলসখানা রাখি'
ফুলে এ ছুঁচ মিশলো কেমন করি' ?

৫

এ চিঠিটা লিখছে বাড়ীর ছেলে
ইস্টেসনে পাঠিয়ে দিতে গাড়ী—
ছেলের এখন বহুত ছেলেমেয়ে
ঠাকুরদাদা, চিন্‌তে তাঁরে পারি।

৬

এখানা এক আত্মীয়েরই চিঠি
চেয়েছে হায় ত্রিশটি টাকা ধার,
দেখছি তার শীর্ণ হাতের সহি,
পাওয়ার কোনো খবর নাহি আর।

৭

কোণটি ছেঁড়া শোকের খবর এটি
অতীত-ভোলা সুদূর বুকের ব্যথা।
ছেলের গলার সোনার হারের সাথে
কেন রে এই বাঘের নখর গাঁথা ?

প্রত্যাবর্ত্তন

ফিরে এলাম তোমার কোলে আবার এলাম ফিরে।
অভাগিনীর বেশে মাগো আকুল আঁখিনীরে।
চন্দ্রহারা কোজাগরে
জাগ্‌তে এলাম তোমার ঘরে
সোনালী মেঘ কাজল হ'য়ে ঘিরলো অবনীরে॥

পাঠাতে মা পরের ঘরে কেঁদেছিলে বড়।
আজকে কেঁদে ফিরে এলাম মাগো কোলে করো।
রেখেছিলাম বক্ষে চাপি'
হারিয়ে এলাম সিঁদূর-ঝাঁপি
রক্তসিঁদূর এঁকে ভালে কাঁকন হানি' শিরে॥

প্রতিমা যা সাজিয়েছিলে রাঙ্‌তা সোনা দিয়ে,
আজকে কাঁদো ভাসান শেষের কাঠামো তার নিয়ে
ফুরিয়ে গেছে শানাই বাঁশী
আতশবাজি আলোর রাশি,
খ'সে গেছে সোনার মালা শ্মশান-নদীর তীরে।

কোলের মেয়ে ফিরে এলো দেখ মা চোখ মেলি',
গৈরিকে আজ কে ছোপালে কম্‌লাফুলি চেলি ?
সাঙ্গ হ'লো সে ফুলসাজ,
ফুলদানী হায় ধুনাচি আজ,
কুশী ক'রে এনেছি মা কাজল-লতাটিরে॥

কাঁচা রোদের আমেজ গেছে মলয় গেছে ব'য়ে
ঊষা তোমার ফির্‌লো মাগো গোধূলি আজ হ'য়ে।
বুকে ব্যাধের শায়ক ঢাকি'
এলো ফিরে তোমার পাখী,
গোলাপ আজি কাঁটা হ'য়ে কাঁদাক জননীরে॥

একটি দ্রাক্ষালতার প্রতি

কে বসালে উষর মাঠে এমন আঙুরলতা ?
দিন-দুপুরে জুড়ে দিলে আরব নিশির কথা।
মশানে কে বসিয়ে দিলে নবৎ সুমধুর ?
মেঘনাদ-বধ কাব্যে দিলে কীর্ত্তনেরি সুর ?

মুক্তাপ্রসূ শুক্তি এনে ছাড়লে ডোবার জলে ?
আঘন মাসের নীহার কেন নিদাঘ চাঁপার দলে ?
চমরী গাই গোয়ালঘরে রইবে কেমন ক'রে ?
বল্‌গা হরিণ উটের গাড়ীর চাপেই যাবে ম'রে।

জাফ্রান ফুল ফুটিয়ে দেবে শেয়াকুলের গাছে ?
আন্‌লে বারি গঙ্গোত্রীর জ্বালামুখীর কাছে।
আতপ চাল আর অর্ক কুসুম দূর্ব্বা ফেলে হায়—
সূর্য্য-অর্ঘ্য নিবেদিলে রজনীগন্ধায়।

যে টেনে লয় প্রেম-মদিরা তুহিন-কণা চুমি',
আনলে তাতে আতপ-তাপে কেমন ক'রে তুমি।
বুঝতে নারি বিস্ময়ে তাই দেখছি শুধু চেয়ে—
রাজপুতনায় আনলে তুমি ল্যাপলাণ্ডের মেয়ে।

চৈত্র বৈশাখী

বসলো নাতি ঠাকুরদাদার কোলটি সারা জুড়ি',
এ সংসারে পক্ক ফল আর নূতন ধরা কুঁড়ি।
পরপারে যাত্রী এবং নূতন আগন্তুকে,
পারের ঘাটে মধুর আলাপ করছে মনের সুখে।
প্রভাতকালে পশ্চিমেতে অস্তাচলে বসি',
সম্ভাষিছে অরুণেরে পৌর্ণমাসীর শশী।

লক্ষ্মী জোলে পাকার পাশে নূতন রোয়া ভূঁই,
বন-ধুতুরার পাতার ফাঁকে আধফোটা এক জুঁই।
বাঁধলো অতীত ভবিষ্যতে দিয়ে সোনার রাখী,
রঙিন ভোর আর ধূসর সাঁজে মধুর মাখামাখি।
কালো মেঘের মাঝে উজল কনক কিরণ-রেখা,
ভরত-বচন শেষে নূতন প্রস্তাবনা লেখা।

মাথুর এসে মিশলো হঠাৎ পূর্ব্বরাগের সনে
মধুরতর নিবিড় মিলন—বোধন বিসর্জ্জনে।
হৃদয়ভরা কোলাকুলি সাদা-কালোর সাথে,
ত্রিবেণীতে মিলন এ যে গঙ্গা-যমুনাতে।
হংস উঠে শিউরে, শিখী পুচ্ছ তুলে নাচে,
কার্ত্তিকেয় দাঁড়ায় যেন চতুর্ম্মুখের কাছে।

১

ঢেকে দিল 'চীর' গাছ তুষারের চাদরে
মরণের বরণে ও শিশিরের আদরে।
জাফ্রান ক্ষেতে আজ তুহিনের ছাউনি,
আঙুরের চুমা নাই, গোলাপের চাউনি।

২

ফুল নাই, ফুল নাই, সে 'নিশাদ'-বাগেতে
ফোয়ারা যে খোলে না সে অরুণের রাগেতে।
কমলের ঝিল জ্বলে, ঝিলমিল্ ঝিলামে
শ্যামলের ভিটালোপ রজতের নিলামে।

৩

আঙ্‌রাখা ঢাকা তার আগুনের কাঙ্গারী
রস কোথা অতীতের আখ্‌রোট নিঙাড়ি'।
নাতি সাথে একাসনে ব'সে দুই বালকে,
ত্রিদিবের কথা কয় প্রদীপের আলোকে।

৪

তার আশা ভালোবাসা ঢাকা আজ তুষারে।
কোন দেশে পোহাইবে তার নব ঊষা রে।
পথ তার ফুরাবে গো ব্যথা তার ভোলাবে।
রাঙা ভাঙা ক্ষেত তার ভ'রে যাবে গোলাবে।

রিক্‌স

টুং টুং ঘণ্টা, যান আগুয়ান
রাজপথ দিয়ে জোরে টান্‌ছে জোয়ান।
টুকটুকে লাল তার সুখাসন ভাই,
হিন্দোলা নয়, হয় দু'জনার ঠাঁই।
সন্ সন্ ধায় ট্রাম মোটরের দল,
রিক্‌স এ টুনটুনি, তাহারা ঈগল।
ফায়ার ব্রিগেড ছোটে নাইকো গুজার,
এ যেন রে জেলে-ডিঙ্গি, তাহারা ক্রুজার।

ভালোবাসি আমি তার ক্ষীণ শোভাটি,
গ্রাণ্ডিফ্লোরার মাঝে দীন দোপাটী।
নয় হীরা জহরত, উঁচু নয় শির,
চুম্‌কি সে যেন ছোট রঙিন পুঁতির।
গতির সে মেঘনা কি নয় দামোদর,
সে যেন রে অতি ছোট গিরি-নির্ঝর।
যেতে নারে দুর্ব্বল দেহ তার ক্ষীণ
মরু হ'তে মেরু, আর পেরু হ'তে চীন।

রাজ্যের যান মহাকাব্য না হোক,
স্নিগ্ধ সে সুন্দর উদ্ভট শ্লোক।
ধ্রুপদ খেয়াল নয় নাই মান তার
তাইরে নাইরে যেন দুইটি কথার।
পজ্ঝটিকা সে নয়, নয় ত্রিষ্টুভ,
নব লঘু দ্বিপদীর ছন্দের রূপ।

নয় সে তো হঠযোগী, নাই যোগবল
সহজিয়া চায় পথ সহজ সরল।

মৌচাক

যেখানে যখন হেরি আমি মৌচাক,
ম্লান হ'য়ে যায় মানুষের যত জাঁক।
নরম সোনায় গঠিত কক্ষগুলি,
দেখি' মর্ম্মর-প্রাসাদ যাই যে ভুলি'।
উইণ্ডসর কি পোস্টডাম ক্রেমলিন,
ইহার নিকট লাগে তা নেহাৎ দীন।
চলেছে মধুর কারবার কতকাল,
চক্র তো নয়, ক্ষুদ্র ভিনেন্‌ডাল।

কবি ও শিল্পী মিলেছে এখানে যেন
কোথা গুণীদের পরিমণ্ডল হেন?
রসের সঙ্গে মিলিয়াছে হেথা সুর,
কর্ম্মের সাথে সঙ্গীত সুমধুর।
বকুল মউল রসালের দান ধারা
তৃণ কুসুমের মধুতে হয়েছে হারা।
কোথায় এমন রস রসিকের হাট?
এক সাথে কোথা এত কবি-সম্রাট্?

রসে পরিপূর পড়েনাকো উচ্ছলি'
লক্ষ ফুলের ওই তো গীতাঞ্জলি।
সোনা দিয়ে ভরা যক্ষের ভাণ্ডার,
কোথা এত রূপ কোথা এত রস তার?

ফুল-পরিমলে গুণী কর্ম্মীরা ধীর
রচে অনুরাগে এই মধুমন্দির।
যেথা হেরি আমি মৌমাছি মৌচাক
হই আনন্দে বিস্ময়ে নির্ব্বাক।

অজ্ঞাত

গীতটি জানি, রচিত কার জানিনে তার নাম,
কোন্ সে দেশের লোকটি সে গো কোথায় তাহার ধাম
এই সহকার বনস্পতি যত্নে রোপা কার ?
নাইকো জানা ফল ছায়া সে দিচ্ছে উপহার।
এই মনোহর মন্দির হায় শিল্পকাজে ভরা,
জানতে কেহ পারবে না তো কাহার হাতে গড়া।
এই যে মহাগ্রন্থখানি রাজার নামে খ্যাত,
তৈরী কাহার ? হায় পৃথিবী জানতে দেবে না তো।
এগুলিরে দেখলে পরে অশ্রু আমার ঝরে,
পরের ছেলে কাটাচ্ছে দিন ছেলেধরার ঘরে।
কেউবা যেন পোষ্যপুত্র স্ব-ইচ্ছাতে দেওয়া,
কিংবা কিছু অর্থ দিয়ে আপন ক'রে নেওয়া।
কাহার ঘরের গৌরব হায় কাহার ঘরে নীত,
কর্ণ সূতপুত্র ব'লেই সবার পরিচিত।

পাঠশালায়

আসিয়াছে ভুঁদুবাবু পাঠশালে পড়িতে
মুখে বলে 'ক' 'খ' আর লিখে তাহা খড়িতে।
কি করুণা কাতরতা মাখা তার স্বরে রে
বিশ্বের ব্যথা যেন একসাথে ঝরে রে।
হাসিছেন পণ্ডিত খুশী তারে রাখিতে,
গোমুখীর ধারা তবু উঁকি মারে আঁখিতে।
কণ্ঠের সুরে উঠে কি কাকুতি ছাপিয়া।
সারারাত ডেকে যেন ক্লান্ত এ পাপিয়া।
এ যে দেখি রাঙা হ'য়ে উঠিয়াছে গণ্ড
বিষপান করিছেন যেন নীলকণ্ঠ।
বাণীপদকোকনদে বল দেখি তোমরা
এত কি কোমল সুরে গুঞ্জরে ভোমরা?
ক'রে ছিল এমনি কি ব'সে দেখি রঙ্গে
ত্রস্ত অগস্ত্যকে সাগর তরঙ্গে?
কাঁদিছে এবং আহা কাঁদাইছে সবারে
বালক বাসব দেখি উচ্চৈঃশ্রবারে।

কে

দুখের নিবিড় অন্ধকারে আশার আলো কে জ্বালে ভাই
কে জ্বালে ভাই আশার আলো আপন মনে ভাবছি যে তাই।
ভাবছি আমি অবাক হ'য়ে
হৃদয় ভরে কি বিস্ময়ে!
সব আঘাতের অন্তরালে এ কার পরশ অন্তরে পাই।

২

শক্তিশেলের সঙ্গে যে পাই কাহার পরশ সঞ্জীবনী।
মর্ম্মে পরশ সঞ্জীবনী কর্ণে অভয় মঞ্জুবাণী।
বারেক কেবল হাত বুলায়ে
সকল বেদন দেয় ভুলায়ে
দীনের চোখের জল রোধিতে নিরঞ্জনের অঞ্জনে পাই।

৩

দারুণ জতুগৃহের তলে কে কেটে দেয় সুড়ঙ্গ হে।
শার্দ্দূলে সে এক ধমকে করতে পারে কুরঙ্গ হে।
হিংস্র নিঠুর বাজপাখীরে
করে কপোত সেই ডাকি' রে,
অনলকে হায় জল ক'রে দেয় কিছুই তাহার অসাধ্য নাই।

৪

ইন্দ্রপ্রস্থ দেয় রচে সে বিরাটপুরের বন্দীশালায়,
সাধ্য কাহার বুঝতে পারে কোথায় কি সে ফন্দী চালায়।
বিষতরুতে পীযূষ ফলায়
শিশির-নীরে ভূধর গলায়,
করছে কি সে তলায় তলায় ঠিক নাই, তার ঠিকানা ঠাঁই।

৫

বুঝতে নারি কখন আসে কোন গরুড়ে কোন রথে সে,
চোখের পানিপথ দিয়ে হায় তপ্ত মনের বন্‌পথে সে।
যে পথে আর নাইকো আশা
সেই পথে হয় তাহার আসা
পাশ কাটিয়ে সামনে আসে ব্যাকুল হ'য়ে যে পথে ধাই।

স্বপ্ন

যে স্বপ্ন ধায় এই ভুবনের পরিধি অতিক্রমি'
আকাঙ্ক্ষিত সে সুধা-স্বপ্নকে নমি।
সাধু সাধকের স্বপ্ন যে সুমহান,
সে যে দেবদূত করে আশ্বাস দান,
সব অতৃপ্তি, উৎকণ্ঠা যে—সেই দেয় উপশমি'।

২

মানব মনকে সহসা জোগায় সেই গরুড়ের পাখা,
—কার্য্য তাহার ধ্যানের ভুবনে ডাকা।
ঊষর ভূমিরে সেই করে প্রাণময়,
স্বপ্নেতে পাওয়া,—স্বপ্ন দেখা সে নয়,
হউক স্বপ্ন, মহাসত্যের, ছাপ তার গায়ে আঁকা।

৩

অনাগত যাহা, অনাহত যাহা, যাহা অনাবিষ্কৃত—
কাঙ্ক্ষিত যাহা—করে উৎকণ্ঠিত,
তাহাই পাবার, যেই দেয় সন্ধান,
অপরিহার্য্য তাহার প্রবল টান,
অসম্ভবকে সম্ভব করি'—সেই করে বিস্মিত।

৪

সেই স্বপ্নই সুধা এনে দেয়, চকোরের সুধা হ'রে,
সেই অযোধ্যা শ্রীবৃন্দাবন গড়ে।
তার কারবার লইয়া অপার্থিব,
যাহা নাই, তাহা সেই বলে এনে দিব,
সেই এনে দেয় 'কমলে কামিনী' অকূল সাগর 'পরে।

৫

সেই এনে দেয় কালজয়ী ভাব স্থর ও সাহিত্য—
স্থষ্টিতে দেয় নবীনতা নিত্যে।
সে মহাভাবের বহে আনে বীজকণা,
নিহিত যাহাতে বিপুল সম্ভাবনা—
সেই ক'রে দেয় তুচ্ছ ভূমিকে জগতের তীর্থ।

৬

সে করাতে পারে, ভাবরূপ সে যে, ভগবান সাথে যোগ।
অপ্রাপ্যের সঙ্গতি সম্ভোগ।
সত্যেতে এসে মিশে যায় তার সীমা,
প্রভাত আলোকে—কোজাগর পূর্ণিমা,
সেই স্বপ্নই দেখার লাগিয়া কেঁদে মরে মোর চোখ।

সাঁওতাল যুবতী

পাষাণ কেটে গড়ন গড়ে প্রাণ দিয়েছে তাতে,
কালোয় আলোয় মিশেল করে ভ্রমর-গড়া হাতে
নিখুঁত নিটোল মধুর গঠন জমাট-আদরের,
শ্রেষ্ঠ ছবি স্বরগপুরের কষ্টি-পাথরের।
নয়ন না ও গভীর-প্রেমের অথৈ সরোবর,
শ্যামল শীতল নলিন পাতে চখাচখীর ঘর।
রাঙা ধূলার ভাঙা পথে ছুটছে অবিরত
রক্ত-মেঘের বুকের কালো বিদ্যুতেরি মতো।
লতায় বাঁধা অলক তাহার মন্দবায়ে দোলে,
শশাঙ্ক লয় শশক-শিশু কিন্তু আছে কোলে।

জ্যোৎস্না আর আঁধার ভেঙে গড়লে তারে বিধি,
পূর্ণিমা নয়, মূর্তিমতী কৃষ্ণা প্রতিপদই।
স্বাধীন সরল, কঠিন কোমল গিরির মধুকরী
বিশ্বকবির কাব্য সজীব 'বাণের' 'কাদম্বরী'।

চড়ুইভাতি

পারের ঘাটের পান্থশালায় আমরা করি চড়ুইভাতি,
জুটলাম এসে, ছড়িয়ে ছিলাম শৈশবের সব সুখের সাথী।
কতই দিকে কতই কাজে,
গেল দিবস বিফল বাজে,
আঁচল ভ'রে কুড়িয়ে নিলাম কেউ বা খ্যাতি—কেউ অখ্যাতি।

২

বেরিয়েছিলাম রঙিন ভোরে হাঘরেদের মতন সবে,
ভাবিনি যে মিলব আবার হেথায় বিদায়-মহোৎসবে।
কতই ভীতি, কতই স্মৃতি,
কতই প্রীতি, কতই গীতি,
সঙ্গে ক'রে এলাম নিয়ে অশ্রু-হাসির মাল্য গাঁথি'।

৩

আজকে করি চড়ুইভাতি, চড়ুইভাতি দুখের সুখের,
হাসিতে সেই বাঁশীর আওয়াজ বদ্‌লে যাওয়া চেনা মুখের।
নাচতো যারা নাচে না আর,
শুধু আছে ভঙ্গিটি তার,
ভাঙা বুকের ফাটলেতে উঁকি মারে যূথী জাতী।

৪

ঘোরাই লাটিম, বাজাই বাঁশী মেলার ফেরত সবাই মোরা,
কেউবা পেলাম মাটির হাতী কেউবা পেলাম কাঠের ঘোড়া।
ধিন্‌তা ধিনা ধিন্‌তা ধিনা,
চিন্তা মোরা আর রাখি না,
আসবে খেয়ার নৌকা আস্থক আমরা পাশার ছক তো পাতি।

৫

বুলবুলি-ঝাঁক ফিরবে নীড়ে—ধূলা ঝাড়ে পাখনা গুছায়,
চঞ্চু যে আর দেয় না ঠোকর টুক্‌টুকে লাল 'তেলাকুচায়'।
আবার ভোরের বেশটি নিয়া
উঠছে সবাই ঝঙ্কারিয়া
ভয় কিছু নাই ডুবুক রবি, সম্মুখে পূর্ণিমার রাতি।

৬

কায়া থেকে আমরা এখন—ছায়ার দিকে যাচ্ছি ফিরে,
কথার মানুষ উপকথায়, ক্ষীরের পুতুল মিশব নীরে।
ফুল থেকে যাই সৌরভেতে
বিন্দু ব্যথা নাইতো এতে,
জীবন করি সঙ্গীতে শেষ—মরালকুলের আমরা জ্ঞাতি॥

হয়তো

হয়তো আমার এ-পথে আর হবে নাকো আসা,
দু'ধারে যাই রোপণ ক'রে বুকের ভালবাসা।
ধূলার এ-পথ যাই ভিজায়ে,
শ্যামল আসন যাই বিছায়ে,
অমর ক'রে যাই রেখে যাই ক্ষণিক কাঁদাহাসা।

২

সরায়ে দিই পথের কাঁটা, ছড়ায়ে যাই ফুল,
নিকায়ে যাই স্নেহের বেদী ছায়া-তরুর মূল।
মমতা মোর পথের কীটও
পায় যেন হায়, পায় যেন গো,
বন-বিহগের কণ্ঠে আমার অমর হউক ভাষা।

৩

ভক্তিবিহীন সম্বলহীন দুঃখী অকপট,
শক্তি নাহি গড়তে দেউল সান্ত্বনারি মঠ।
থাক দরদী দীনের হিয়া,
নির্ঝরে প্রেম পরশ দিয়া
হয়তো কোন পিপাসিতের মিটতে পারে তৃষা।

৪

জানিনে এ মানব-জনম আবার পাব কিনা ?
নিরুদ্দেশের যাত্রী রাখি প্রণয়-রাখীর চিনা।
অনুভূতির ছিন্ন সত্র,
যাই রেখে যাই যত্র তত্র,
পারবে না যা করতে পরশ কালের কর্ম্মনাশা।

৫

হয়তো কারও হরবে ক্ষুধা আমার তরুর ফল,
স্নিগ্ধ কারও করবে দেহ অশ্রু-দীঘির জল।
ঝরাফুলের গন্ধে ওরে
হয়তো কেহ স্মরবে মোরে।
ভাবুক-পথিক বলবে হেসে লোকটা ছিল খাসা।

ক্ষয়-ক্ষতি

শুনিতে হয় না আগ্রহ আর সুখ্যাতি যাহা কহে,
নিন্দাও আর এখন তেমন অপ্রীতিকর নহে।
সকল আঘাত হ'য়ে গেছে সহনীয়,
অসুন্দর কি, কিছু নাই অপ্রিয়,
রুক্ষ শিলায় শিলায় আজিকে নির্ঝর-ধারা বহে।

২

আনন্দ, সুখ, প্রচুর পেয়েছি প'ড়ে আছে তার কণা,
ক্ষতি তো করেনি পেয়েছি যে সব দুঃখ বিড়ম্বনা।
অতি অকরুণ অলীক নিন্দাভার,—
কণ্টক আজ পরাগ হ'লো যে তার
মৃদু সৌরভে সুদূরের স্মৃতি করিতেছে আনাগোনা।

৩

শত দুর্য্যোগ জীবনতরীতে—গিয়াছে যে দাগ রেখে,
জয়যাত্রার ইতিহাস উহা তৃপ্তি যে পাই দেখে।
কোথা বিভীষিকা প্রলয়-ঝঞ্ঝা-সাজ ?
ভীত 'মধুকর' ঘাটে ফিরিয়াছে আজ,
লাঞ্ছনা দিল ললাটে আমার বিজয়তিলক এঁকে।

৪

যে-পাথর এসে আঘাত করেছে, করেছে আমারে ধনী—
লোষ্ট্র আসিয়া মায়ের কৃপায় হ'লো যে পরশমণি।
কাঁদিয়া কাটানু যে দুখ তামসী নিশি,
হ'লো এ-জীবনে সে শিব-চতুর্দ্দশী,
মাণিক রাখিয়া কোথায় লুকালো—কাল বিষধর ফণী।

৫

বিভীষিকাময় ভয়াল মশান পিশাচ প্রেতের দাপ,
স্মরণ হয় না, মনে পড়ে শুধু—দেবীর আবির্ভাব।
হারানো টোপর ফিরে পাওয়া মনে পড়ে।
পালে রাঙা রোদ, অনুকূল সেই ঝড়ে,
খতিয়ে দেখছি ক্ষয় ও ক্ষতিতে—প্রচুর হয়েছে লাভ।

কবির সুখ

কবিতা লিখিয়া পাইনি অর্থ পাই নাই কোন খ্যাতি,
হয়েছি স্বপ্নবিলাসী, অলস অনুযোগ দিবারাতি!
হিসাবী বন্ধু ভুল করিয়াছ ভুল বুঝিয়াছ আমাকে,
ধন মান লাগি' কবিতা লিখিনা মরি আমি সেই দেমাকে।
ফল পেতে হ'লে চাষ করিতাম, ব্যবসা চাহিলে অর্থ,
মৎস্য ধরিতে জাল কেনা চাই, আকাশে চাওয়া যে ব্যর্থ!

২

অনটন দেয় আঘাত নিত্য, মচকাই, তবু ভাঙি না,
সাঁজের প্রদীপে তেল নাহি মোর ফুলে আলো করে আঙিনা।
আঁধার যখন কাটিতে চায় না একা ব'সে বড় ভাবি রে,
অরুণ আমার এসে উঁকি দেয় আকাশ ভরে যে আবীরে।
ধিক্কার পাই নিন্দা ও পাই নানা মুখে নানা ভাষাতে,
সব শুঁয়াপোকা প্রজাপতি হবে আমি থাকি সেই আশাতে।

৩

কোন ধন মান পাইবার লাগি' ঝঙ্কারে পিক পাপিয়া?
কি পায় সাধুরা গিরি-গহ্বরে, কঠোর জীবন যাপিয়া।

চিন্তামণির ধনে ধনী যারা তারা কি মুক্তামণি চায়
বিস্ময়ে দেখে বিশ্বরূপ যে নিতি প্রতি অণু-কণিকায়।
আমি সে সুখের সেই তৃপ্তির আর সে প্রেমের ভিখারী
আলোক মাগি যে আতপ মাগি যে সেই হোমানল শিখারই।

৪

ভুবন আমার অমৃতসিক্ত শুধু আনন্দ আলোকের,
ক্ষীর নবনীর অবনী সে মোর আমার ধরণী বালকের।
সোনার নূপুর গুঞ্জরে যেথা বাজে রয়ে রয়ে বাঁশরী,
সব দুখ মোর সুখ মনে হয় সব ব্যথা যাই পাসরি'।
লিখি হিজিবিজি কি পাই তাহাতে ? বন্ধু কহিব কিবা আর ?—
সেই সুখ পাই, রামধনু আঁকি উপজে যে সুখ বিধাতার।

কবি লেখে কেমন ?

কবি তার কাব্য লেখে বিটপী ফুল ফুটায় যেমন,
ডুবুরী সাগর জলে মুক্তা তোলে মুঠায় যেমন।
জ্যোতির্বিদ্ যেমন ধারা
নেহারে নূতন তারা,
ধীবরে মাছের টানে হরষে জাল গুটায় যেমন।

২

বরষা যেমন ক'রে জমায় তাহার মেঘের মেলা,
দীঘি তার কমল হেরে যেমন ধারা হয় উতলা।
পেয়ারের পায়রাঝাঁকে,
বিলাসী যেমন ডাকে,
তৃষিত চকোর কেঁদে চাঁদকে তাহার উঠায় যেমন।

৩

মৃতেরে জিয়ায় যেমন উপকথার সোনার কাঠি,
লোহারে পরশ-পাথর করে যেমন কনক খাঁটি।
রেশমের গুটিপোকায়
যেমনে তুঁতপাতা খায়,
আপনার জীবন দিয়ে সোনার সূতা জুটায় যেমন।

৪

ফাল্গুনি বাঁধল যেমন শরের জালে নীল পারাবার,
বাঁধে সে সুরের সেতু কাল-সাগরের এপার ওপার।
শবে শিব জাগেন ধীরে
শ্মশানে গঙ্গাতীরে,
সাধক তার ইষ্টদেবের চরণতলে লুটায় যেমন।

ফুরসৎ

নেইকো সময় নেইকো রে ভাই ঠুনকো মালের কারবারে,
হরঘড়ি হয় গরহাজিরি রাজ-রাজাদের দরবারে।
আম-মুকুলের ঘ্রাণটুকু
ক্ষুদ্র ফুলের দানটুকু
রঙিন পাতার ঝিলমিলি ভাই স্বর সহেনা একবারে।

২

ভাবছি এখন এই চ'লে যাই রাতটা কেবল ভোর ক'রে,
আটকিয়ে পথ এমনি বিপদ মেঘ নামে ভাই ঘোর ক'রে।
মৌমাছি সব গুঞ্জরে
কুসুমকলি মুঞ্জরে,
শক্ত যাওয়া, পাগলা হাওয়া হাত ধরে ভাই জোর ক'রে।

৩

কাল চলে যায় জ্বাল রহে যায় ক্ষীরের কড়ায় আঁচ লাগে,
ফাত্‌না ডুবায় ছিপের ডগায় তগীর ডোরে মাছ লাগে।
চিনির রসে তার বাঁধে
হাঁসগুলা সব সার বাঁধে
লগ্ন আমার ভ্রষ্ট যে হয় বাহির হ'তেই সাঁজ লাগে।

৪

তোমরা যখন যাও চ'লে যাও জোর ক'রে যাও ডাক দিয়ে,
আমার তখন কাজের সময় কাজ যে দাঁড়ায় থাক দিয়ে।
নলিন আঁখির দলগুলি
ব্যথীর মরম তলগুলি
কাতর চোখে পিছন ডাকে হৃৎকপাটের ফাঁক দিয়ে।

ফুলের চিঠি

আজকে আমার মেঘের মতো বেড়ায় ঘুরে মন,
মাঠের মাঝে হঠাৎ পেলাম এ কার নিমন্ত্রণ ?
ফুলভরা এই কবরীতে
পড়ল আঁখি আচম্বিতে,
একেবারে পথিক-বধূর আঁখির নিমন্ত্রণ।

২

পান্থ আমি কোথায় যাব ? কোথায় আমার ধাম ?
না শুধায়ে হস্তে দিলে মোড়া রঙিন খাম।
কেবল চাওয়া, কেবল হাসা,
বুঝবে নাকি আমার ভাষা
কেমন ক'রে লই শুধায়ে তাহার প্রিয়ের নাম ?

৩

কুসুম-বধূর প্রীতির লিপি রহে বুকের মাঝ,
পার হ'য়ে হায় ভূধর নদী ঘুরছি আমি আজ।
মেঘ পারে না পথ দেখাতে,
কি আছে যে তার লেখাতে—
বুঝতে নারি, পরের চিঠি খুলতে লাগে লাজ।

৪

আলতারাঙা পাতলা খামের বুকটি হ'তে হায়
স্বর্ণ আঁখর সজীব হ'য়ে বলতে কি যে চায়!
বন-দুলালীর হেম মরালে
কোন মানসের তীর স্মরালে
পদ্মকোষে বদ্ধ ভ্রমর গুঞ্জনে মাতায়।

বাদলে

প্রাতে ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝরিতেছে জল।
যামিনী হয়েছে ভোর
কাটেনি রাতের ঘোর
বালিকা বধূর আঁখি ঘুমে ঢলঢল।
সাজানো চিকুর খোলা
চমকিয়া উঠে বালা,
শ্লথ ম্লান বরষার শ্বেত শতদল।

২

প্রাতে ঝিম ঝিম ঝিম ঝরিতেছে জল।
কৃষক পুরানো 'পেখে'
যতনে মাথায় রেখে
ছুটে যায় ক্ষেত পানে পুলকে বিভল।

মাঠে কিছু নাহি আর
থই থই চারিধার
অজয়ে নামিছে জল করি' কলকল।

৩

বৈকালে ঝম ঝম ঝরিতেছে জল,
ঘোমটা গিয়াছে খসি'
গৃহে বধূ আছে বসি',
নিরালায় ফুটিয়াছে সোনার কমল।
সুদূরে প্রাণেশ একা
ক্ষণে চোখে চোখে দেখা
ঢলিল নয়ন পিয়ে লাজ হলাহল।

৪

বৈকালে ঝম ঝম ঝরিতেছে জল।
কখন লাঙল ছাড়ি'
কৃষক ফিরেছে বাড়ী
হাসিছে টানিছে বসি' তামাকু কেবল।
চার ভায়ে আছে বসি'
পিঁড়ে জোড়া ভিজে 'ঘসি'
খেলিতেছে কাছে বসি' বালক চপল।

৫

রজনীতে ঝুপ ঝুপ ঝরিতেছে জল।
আল্‌তা গিয়াছে উঠি'
আধরাঙা পদ দুটি,
দুয়ারে দাঁড়ায় আসি' থির অচপল।
মেঘ ডাকে গুরু গুরু
হিয়া কাঁপে দুরু দুরু
সচল বধূর হিয়া চরণ অচল।

৬

রজনীতে ঝুপ ঝুপ ঝরিতেছে জল
কৃষক পাকায়ে দড়ি
ঘুমায় চাটায় পড়ি',
কাছে চকমকী 'নুটি' নিশার সম্বল,
পাখীটির মতো নীড়ে
গৃহে সে এসেছে ফিরে
নিদ ধরিয়াছে চাপি' নয়ন যুগল।
রজনীতে ঝুপ ঝুপ ঝরিতেছে জল।

শিশিরের দেশে

সেথায় স্নিগ্ধ শুভ্র শেফালি শিশিরের জলে নায়,
ঝিকিমিকি করে জল-কণাগুলি কমলের আঙিনায়।
গলে শোভে লতিকার
দ্রব হীরকের হার,
দূর্ব্বাদলের মখমল ছায় মুঠা মুঠা মুকুতায়।

২

বিশ্বের মাঝে মহাসমুদ্র করে সেথা গতাগতি,
ডিম্বে ঘুমায় গরুড় পক্ষী বীজেতে বনস্পতি।
রবি সেথা ল'য়ে অণু
গ'ড়ে তোলে রামধনু
ক্ষণের কণিকা শুভ মুহূর্ত্ত যুগ করে তারে নতি।

৩

শিশিরের দেশ তবু সীমা নাই আশা ও আকাঙ্ক্ষার
ক্ষীরোদ সাগর এসে উঁকি মারে ক্ষুদ্র হৃদয়ে তার।

সে দেশে কলসী ক'রে
যমুনায় রাখে ভ'রে
দেবতার কণা আঁখিজলে রাজে করুণার ভাণ্ডার।

শীতের অজয়

সিকতায় লীন শীর্ণ সলিলধারা,
আজ জননীর স্নেহ হ'তে যেন হারা।
কূলে কূলে তারি গড়া সবুজের ভিড়,
তীরে কাশ তৃণ তোলে উন্নত শির,
তারই সাড়া নাই—পায় সবাকার সাড়া।

২

ভুলে গিয়াছে সে উদ্দাম নর্ত্তন,
দুকূল ভাসানো তুফানের আলোড়ন।
তৃণের মতন তরু ভেসে যায় বেগে,
বেণু নুয়ে পড়ে হিল্লোল তার লেগে,
হেলায় ডুবালো গ্রাম প্রান্তর বন।

৩

ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উর্ব্বর করি' মাটি
যাত্রা তাহার জয়-যাত্রাই খাঁটি।
বক্ষে তাহার কত আবর্ত্ত ওঠে
রবি-শশী-তারা সঙ্গে তাহার ছোটে
যৌবনের সে প্লাবন গিয়াছে কাটি'।

৪

নাহি গর্জ্জন বাচাল হয়েছে মূক
লভিছে আঘাত-না-দিয়া যাওয়ার সুখ।

বালির বাঁধেতে করে তার পথরোধ
আজি যেন তার নাহি মর্য্যাদাবোধ,
আছে যেন কার আগমন উৎসুক।

৫

ঘুচেছে তাহার ভাবের অহঙ্কার
সমারোহ নাই এ তীর্থযাত্রার।
জলটুকু তার ঝিরি ঝিরি ব'য়ে যায়
বাষ্প হইয়া উর্দ্ধে উঠিতে চায়,
ধরা চেয়ে তার মেঘ বেশী আপনার।

৬

ক্ষীণ তোয়ে তার এখন করিছে বাস,
কোন এক মহা-মিলনের উল্লাস।
প্রেমাশ্রু যেন হয়েছে তাহার জল,
ঢলঢল করে নাহি আর কলকল
বুকে পায় মহাসাগরের নিশ্বাস।

৭

সঙ্গে তাহার জীবনের হারজিৎ
কত ক্ষতি আর কতই করেছে হিত,
খসিয়াছে তার দম্ভের নির্ম্মোক,
ভিক্ষু হয়েছে আজিকে চণ্ডাশোক,
কণ্ঠে তাহার নির্ব্বাণ-সঙ্গীত।

ভূঁইচাঁপা

হঠাৎ ধরার বক্ষ ভেদি' কে গো তুমি নয়ন মেলো,
নয়ন আমার জুড়িয়ে গেল।
কোন ডাকিনীর জাদুর বলে,
ঘুমিয়ে ছিলে অতল-তলে,
পরশে কার জীয়নকাঠির রাজকুমারীর চেতন হ'লো ?

সলিল থেকে উঠলো নেয়ে আজকে হঠাৎ বরুণরাণী
গীত থেকে আজ তুললে মাথা কোন রাগিণীর মূর্তিখানি ?
বর্ষা-সখীর শুভ্র হাসি,
জমাট হ'য়ে ফুটলো আসি',
তুলট পুঁথির মলাট ভেঙ্গে শকুন্তলা বেরিয়ে এলো।

উদ্যানে

চৌদিকে আজ ফুল ফুটেছে যেথায় ফিরাই দৃষ্টি,
আজকে আমায় জানিয়ে দিলে রূপ যে কেমন মিষ্টি।
লাবণ্য আজ উথলে উঠে
ধরতে নারে পত্রপুটে,
চতুর্দ্দিকে হয় যে প্রাণে সুধার ধারা বৃষ্টি।

২

ভবিষ্যতের আনন্দ ওই ঘুমায় রূপের অঙ্কে।
বংশধরের জনম যেন জানায় অযুত শঙ্খে।

উঠলো আজি আদিম রবি
লোহিত জবার আলোক লভি',
আশায় ভরা ত্বরায় হবে নূতন ধরার সৃষ্টি।

জুঁই

এক রত্তি জুঁই,—
গন্ধেতে তোর দেখছি আমি করলি আকুল তুই।
ক্ষুদ্র ব'লে কেহই বুঝি করেনি লক্ষ্য?
বক্ষেতে তোর পরিমলের রাজসূয় যজ্ঞ।
গন্ধ একি! মন-মাতানো একান্ত অদ্ভুত,
বাষ্পায়িত কাদম্বরী অথবা মেঘদূত।
কোন সাধনায় পঞ্চভূতে করলি রে তুই বশ?
গন্ধে যে পাই শব্দ এবং স্পর্শ, রূপ ও রস।
তোর সুরভি আঁধার আলোয় চেনা চেনা মুখ,
আকাঙ্ক্ষিত চোখের চাওয়া ব্যাকুল করে বুক।
অচেনা অক্ষরে লেখা পড়তে নারে মন,
যুগান্তরের প্রণয়-লিপি প্রাণ করে কেমন।
হরির কাছে আগিয়ে যে যাই তোরে যখন ছুঁই,
অনুরাগের পথের সাথী আমার 'রামী' তুই।

ফিঙা

মধুর না হোক তবুও তোমরা ডাকো
বাদল বাতাস মদির করিয়া রাখো।
তোমাদের গীত বিনা
বর্ষা মাধুরীহীনা,
যেমন কাঁসর বাদ্য ব্যতীত আরতি মানায় নাকো।

২

গীত তোমাদের না থাকুক তাল মান,
আছে আনন্দ, উল্লাস-ভরা প্রাণ।
তাহা দেখে নাকি কেউ ?
উন্মাদনার ঢেউ
তোমাদের ডাকে শুষ্ক নদীতে কোথা থেকে আসে বান।

৩

ঝরে বারিধারা সমীরণ চঞ্চল,
শাখী শাখা নড়ে—উড়ে বসে পাখীদল।
জমা হ'য়ে যত ফিঞা
সজোরে বাজাও শিঙা,
পূজা-অঙ্গনে যেন শিশুদের কলরব কোলাহল।

৪

নীচে বান ডাকে—উপরে গরজে বাজ
জগবন্ধুর পুণ্যাভিষেক আজ।
তোমাদের ভেঁপুরব
জমকালো উৎসব
স্ফূর্ত্তির মসীমূর্ত্তি তোমরা হাসেন রাজাধিরাজ।

পাহাড়ী

পাহাড়-শিরে সাঁওতালেরা নাচে এবং বাজায় বাঁশী,
বিচিত্র সুর ক্ষণে ক্ষণে সমীরণে যাচ্ছে ভাসি'।
সুরটি কেমন মদির মধুর, একি পুলক জাগায় মনে
হাস্‌নুহানার গন্ধ যেন মূর্ত্তি ধ'রে ঘুরছে বনে।

গীত ঝরিয়া হচ্ছে কুসুম, কুসুম ঝ'রে হচ্ছে গীতি,
উঠছে পাষাণ মানুষ হ'য়ে, মানুষ পাষাণ হচ্ছে নিতি।
সূর্য্যকিরণ শীতল হ'য়ে হচ্ছে যেন ঝরণাবারি
চাঁদের আলোয় মৌয়াগুলার সুধা ধরার ইচ্ছা ভারী।

পাহাড়ী সাপ দীর্ঘ কতই অবাক হ'য়ে যাই যে হেরি'
শক্তি রাখে রজ্জু হবার বুঝি সাগর-মন্থনেরি।
হরিণীদের কি চাহনী নাইকো আমার শক্তি বলার
ঢুঁড়ছে যেন সঙ্গী হ'তে আশ্রমে কোন শকুন্তলার।

মৃগের শাবক কি মায়াবী দেখলে মায়া হয় যে কত,
ইহার লাগি' কতই ভরত হয়তো হারায় মোক্ষপথও।
নাচছে শিখী পেখম তুলে পুরন্দরের চক্ষু তাতে
নাচায় বুঝি এম্‌নি শিখীই যক্ষবধূ অলকাতে।

বলুক নীরস কঠিন কঠোর পাষাণ বলে বলুক তারা
পাথুরে এই দেশ থেকে যে নামছে সকল রসের ধারা
কোথায় পাবে বিচিত্রতা এমন বাতাস এমন আলো,
দেখছি ভেবে কুণো চেয়ে বুনো হওয়া অনেক ভালো।

চূর্ণী নদী

আঁকাবাঁকা পথে চলেছ বাবলা শিমুল বেণুর বন ধরি',
বয়সে তোমার ভাটা পড়িয়াছে তবু আছ সেই সুন্দরী।
কটাক্ষে আছে যে দ্রাক্ষামধু প্রসন্নতাও বক্ষেতে,
নাগরীর মতো চলেছ হাসিয়া গাগরী লইয়া কক্ষেতে।

তরুণী না হও বক্ষতরণী পণ্যের ভারে গর্ব্বিত,
পূজা শেষ তবু পুষ্পাঞ্জলি দেখিছ হতেছে অর্পিত।
কূলে কূলে তব দস্যুর থানা আনন্দ ছিল মন্দ না—
করি আমি 'দেবী চৌধুরাণী'র এ জলমূর্ত্তি বন্দনা।

আবার তোমার ঘাটে ঘাটে পাট বাজে মৃদঙ্গ নিত্য যে,
রচিয়াছ তটে কতই নগরী রচেছ কতই তীর্থ যে।
বিশে বোদে রাণা বিষম দাপটে করিল ও নীর কম্পিত,
মানুষে মানুষে বিবাদ দেখেছ, দেবতা মানুষে সংপ্রীত।

অজয় কুনুর কূলে বাস করি, নদী দেখে হই হৃষ্ট গো,
অবিলোল ঋজু স্নিগ্ধ দৃষ্টি লেগেছে বড়ই মিষ্ট গো।
তোমার আত্মরে নামের আড়ালে মোর নাম নাহি বাদ দিয়ো,
ভালোবাসি আমি, ভালোবেসো মোরে ক'রে নিয়ো তব আত্মীয়।

পথে

যাবার পথে মাঝ মাঠেতে দেখছি হঠাৎ চেয়ে।
সম্মুখে ঐ পদ্মদীঘি পদ্মে গেছে ছেয়ে।
ক্ষণিক আমি আনন্দেতে অবাক হ'য়ে থাকি
কালিদাসের উপমাতেই ঠেক্‌লো যেন আঁখি।
আপন মনে যতই দেখি ততই বাড়ে প্রীতি,
জীবনপথে যেমন মধুর পুণ্য কাজের স্মৃতি।
সুগন্ধিত আনন্দেতে নৃত্য করে মন,
সাধুর যেন ধ্যানের মাঝে গোলোক দরশন।
উঠলো রবি কমল-নয়ন খুল্‌লে থরেথর,
একি? অযুত দেব-কন্যার দৃষ্টি আমার 'পর।

ফাটলের ফুল

পাষাণ চেয়ে নীরস প্রাচীর তাহার কঠিন গাত্রে,
কেমন ক'রে ফুল ফোটালে একটি বাদল রাত্রে?
একটি নিশির শব-সাধনায় এমন মহাসিদ্ধি!
রূপ-সাগরের প্রবাল দ্বীপের এম্‌নি কি হয় বৃদ্ধি?
বজ্রজ্বালার আকাশে এ রামধনুকের সৃষ্টি,
অকরুণায় দগ্ধ-বুকে এ কার সুধা-বৃষ্টি?
আনলে কে এই ভাবের জোয়ার এমন নীরস গদ্যে?
নূরজাহানের জন্ম এ যে উষর মরুর মধ্যে।

অলির নিমন্ত্রণ

আয় রে অলি আয় রে অলি,
মনের বনের চৌদিকে মোর ফুটলো কলি, ফুটলো কলি।
আয় রে মধুর গুনগুনিয়া
সারঙ-সুরের জাল বুনিয়া,
নিমন্ত্রণ আজ করছে তোরে সুসজ্জিত বনস্থলী।

২

আয় রে ছুটে ফুল যে ডাকে
ফুলের গুমর অমর ক'রে রাখবে কে আর ও মৌচাকে।
আয় দরদী আয় রে কবি
হৃৎকমলের আয় রে রবি
বুকের ভাষা গুঞ্জরিছে তোর নিকটে ফুটবে বলি'।

৩

আয় অলি আয় ক্ষীপ্রগতি
উজ্জয়িনীর শায় 'কালিদাস', আয় মিথিলার বিদ্যাপতি।
ভাবের তুফান আনরে ভাষায়
আয় রে রামীর চণ্ডীদাস আয়
আয় রে ফুলের কালো মাণিক চরণে তোর মরণ দলি।

টুনটুনি

আজকে অপার কি আনন্দ টুনটুনিটির বক্ষে,
এতটা ঠাঁই কোথায় পেলে তাহার হৃদয়-কক্ষে
চোরকুঠিতে যাত্রা আসর,
খেলার ঘরে 'হরিবাসর'
জন্মাষ্টমীর মিছিল এলো অঙ্গনে কার সখ্যে।

২

উহার পুলক কেমন ক'রে গাঁথবো আমার পদ্যে,
জগন্নাথের রথ এলো যে দর-দালানের মধ্যে।
মুগ্ধ আমি দেখছি চুপে,
কোটাল-জোয়ার ক্ষুদ্র কূপে,
গুহক-গৃহে রামকে দেখে আসছে যে জল চক্ষে।

কাশের আশ

পথের পাশে একটি কাশের ঝাড়,
মাটি নীরস—নেই কোনো বাহার।
তবু আদর কত,
প্রতিবেশীর মতো,
গোটা মাঠই আপন যেন তার।

২

সেদিন যখন গেলাম তাহার কাছে—
বৃন্ত সরু উর্দ্ধে উঠিয়াছে।

পুল্‌কোগুলি খাসা—
যেন কাশের আশা,
আকাশ-কুসুম হবার আশে নাচে।

৩

ভাবছে যেন ভাবছে সে দিনরাত—
স্থান-বিনিময় করবে মেঘের সাথ।
গুল্ম তৃণের কাছে
অনেক দিবস আছে,
ওড়ার খেয়াল চাপ্‌লো অকস্মাৎ।

৪

মোটেই ভালো লাগছে না বন্ধন,
উড়্‌ উড়্‌ করছে তাহার মন।
শিকড় সমুদয়
বাঁধন মনে হয়,
বাতাসে শির দোলায় ক্ষণে ক্ষণ।

৫

শুধাইলাম মিট্‌লো না কি আশ,
আশিস্ দিলেন স্বয়ং কালিদাস।
কোথায় যাবে তুমি ?
আঁকড়ে রহ ভূমি।
জোরে জোরে ফেলছে সে নিশ্বাস।

৬

গোরুর-গাড়ীর কাটতো সুখে দিন,—
লাগলো এরোপ্লেনের কি ইঞ্জিন ?
বল্‌ছে তারে ছোট্
ওঠ্‌রে উধাও ওঠ্
পক্ষিরাজের রোগ বড় সঙীন।

বৈকালি

এতখণ পরে থামিয়াছে জল,
ফিরিছে আকাশে মেঘ চঞ্চল,
লুটি' পরিমল পবন সজল তরুগায়ে পড়ে ঢ'লে।
মাঠে মাঠে নাই 'তুনী', 'সিনি' আর
কলকল বহে খর জলধার
ফিরিছে কৃষক নিজ গৃহে তার লইয়া 'মাথালি' থ'লে।

মাচা ভ'রে তার ফুটেছে এখন
ঝিঞা ফুলগুলি হলুদ বরণ,
'নয়নতারা'র কতই বাহার সেও ফুটিয়াছে আজ।
উতল বাতাসে বেড়াইছে ভাসি'
রান্নাঘরের সাদা ধুমরাশি,
কৃষকবালক বেড়াইছে হাসি' নাহি তার কোনো কাজ।

বোঁজা পয়নালী পথভরা জল,
শিশু বণিকের সুযোগ প্রবল
কত না তরণী ছাড়ে অবিরল ভরিয়া পণ্যরাশি।
কোন তরী ভরা চলে পাতাঘাস,
কোন তরণীতে ফুল রাশ রাশ
কোন নৌকায় চলে ছাইপাঁশ অজানা দেশেতে ভাসি'।

হেন সদাগর দেখিনি ধরায়,
তুফানে কত না তরী ডুবে যায়,
লোকসান তার নাহি কিছু তায় কেমন ব্যবসাখানি,

সে আনে না লুটি' নৌকায় তার
দীন দুখীদের মুখের আহার,
তাহার বহর ফিরে চারিধার করে নাকো হানাহানি।

যুবকের দল পথে পথে মাতে
বেড়ায় 'পলুই' ধরি' এক হাতে,
বাদলের দিনে আজি কোনো মতে 'পাউষে' ধরিবে মাছ,
আর একদল ভাঙ্গা দরজায়
আছে বসি' সব একই ভরসায়,
ফল উপহার দিবে যে সবায় বড় দাতা তালগাছ।

'ফটিক-জলেরা' মহা উল্লাসে
এখনো উড়িয়া বেড়ায় আকাশে,
শব্দিত করি' পক্ষ বাতাসে উড়িছে কপোতদল,
বেণুর কুঞ্জে মহা উৎসব
লভিয়াছে সে যে শ্যাম বৈভব,
বিহগ-বন্ধু জুটিয়াছে সব উঠে মধু কলকল।

আলোছায়া-মাখা এ দিবসশেষে,
কত কথা আজ মনে আসে ভেসে,
উদাস বাতাসে রহিয়াছে মিশে কোন দিবসের ঘ্রাণ।
থরে থরে আজ জলদের গায়,
যে দেশের কথা ফুটে উঠে হায়,
সেই দূর দেশে ফিরে যেতে চায় পিঞ্জরে বাঁধা প্রাণ।

বন্যা

আমি ভালোবাসি দিগন্তব্যাপী বন্যার অভিযান,
কলকল্লোল নির্ঘোষে পাই অকূলের আহ্বান।
চৌদিকে ঐ ছলছল-করা গৈরিক গলাজল,
উন্মাদনার একি উৎসব! প্রাণ করে চঞ্চল।
ভাবের বন্যা প্রেমের বন্যা উদ্দাম আলোড়ন,—
এলো ভাসন্ত ভরা বসন্ত, তুরন্ত যৌবন।
তুকূল ভাসানো অকূল পাথার উচ্ছ্বাস বহে যায়,
নব সৃষ্টির আকাজ্ক্ষা জাগে প্রতি জলকণিকায়।

২

ফণা প্রসারিয়া চলে অনন্ত, ভীম তরঙ্গ নাচে,
গ্রীক সেনা ল'য়ে দর্পে আলেকজাণ্ডার ছুটিয়াছে!
এসেছে পাহাড়ী বন্যা, এসেছে বন্যা ভুবনজোড়া,
চলে তৈমুরলঙের বাহিনী ছুটাইয়া লাল ঘোড়া!
শত গৈরিক পতাকা উড়ায়ে ঝঞ্ঝার মতো আসে—
শিবাজীর চতুরঙ্গ বাহিনী ভৈরব উল্লাসে!
ভেসে যায় কত, ডুবে যায় কত, গ'লে যায় কত কি যে,
জলরাজ্যের ওয়াটারলু ও জেনা অস্টারলিজে'।

৩

বহিতেছে স্রোত যুগের যুগের কর্ম্মধারার মতো,
তার সৃষ্টির, তার কৃষ্টির ভঙ্গিমা হেরি কত।
কি প্রচণ্ডতা! মিলেছে কতই শক্তি অলৌকিক—
কতই আর্য্য, কত অনার্য্য গথিক টিউটনিক!
কত পিরামিড, কতই স্ফিনিকস্ ভাঙে গড়ে বার বার
ক্ষণে উত্থান ক্ষণেই পতন লক্ষ হারাপ্পার।

হয়তো এতেই 'নোয়া'র আর্কের পেতে পারি সন্ধান।
বটপল্লবে এতেই কোথাও ভেসেছেন ভগবান।

৪

এমনি বন্যা এসেছে লক্ষ ভিক্ষু শ্রমণ সাথে।
কপিলবাস্তু, তক্ষশিলা ও নালন্দা সারনাথে।
এমনি প্লাবন আনিল আবার শঙ্কর-জটাজাল
চৌদিকে রচি' দুর্জ্জয় মঠ, মন্দির সুবিশাল।
নূতন বন্যা আবার ডুবালো নদীয়া শান্তিপুর—
রাঙাইয়া মন, রাঙাইয়া বন বহে গেল দূর দূর।
ভালোবাসি বান, দেখিয়া আমার তৃপ্তি মানে না হিয়া—
জগন্নাথের রথের আগে এ গেরুয়া কীর্ত্তনীয়া।

৫

বন্যা যে আনে মুক্তির স্বাদ, ভক্তির সংবাদ,
নিরঞ্জনের পুণ্যাভিষেক দেখিতে আমার সাধ।
এই তো তরল কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র মাঝে
কপিধ্বজের ঘর্ঘর শুনি, পাঞ্চজন্য বাজে।
তন্ময় হ'য়ে দেখি আর শুনি মনে আমি ঠিক জানি
গোপনে ওখানে কানাকানি হয় গীত কি গীতার বাণী।
একাধারে ভীমকান্তে নেহারি প্রীত কম্পিত ডরে,
হয় কালিন্দী-কুঞ্জের লাগি' মন যে কেমন করে।

মেঘ করা

এ 'মেঘ করা' কান্তিভরা সত্যি গো,
মিথ্যে এতে নাইকো তো একরত্তি গো।
দেখি নাই কি ক'রে হেলা,
আকাশ ঘিরে এ জাল ফেলা—
সারা গগন জলদজালে ভর্ত্তি গো!

তরুলতার দোলের নাহি অন্ত গো,
আলোছায়ার নিবিড় আলাপন দেখো।
গুরু গুরু মেঘের ডাকে
মাঝে মাঝে চমক লাগে,
রৌদ্রময়ী দিবা-ই হ'লো সন্ধ্যা গো!

উঠছে ফুলে উঠছে ফেঁপে নদনদী,
'মেঘ করা' এক দর্শনীয় সম্পদ-ই।
গগনে মাছরাঙা, ফিঙা,—
নদীতে পাল-তোলা ডিঙা,
ঝোপে কেয়া, খোপে কপোত-দম্পতি।

অন্ধকারের চিকে যে দিক্ অন্ধ গো,
ঝড়ে জলে চলে দারুণ দ্বন্দ্ব গো!
কি ভোজবাজি লাগায় চোখে
বিজলি আর রামধনুকে,
অশান্ত এক ভাসন্ত আনন্দ গো!

যুগের যুগের নটেরা গীত-নৃত্যে গো
অভিনয় কি দেখায় সলিল-তীর্থে গো !
বাদ্য, নৃত্য, দৃশ্য, রঙ্গ,
জল্‌সা জলের—জলতরঙ্গ
ছাপ রেখে যায় মৃৎ-অঙ্গে আর চিত্তে গো।

তৃণকুসুম

অণুর বুকে আনন্দটির মতো
ক্ষুদ্র কুসুম ফুটলি হেথা তুই,
হ্যাঁরে বাছা, বয়স বা তোর কত ?
—তোর চেয়ে যে অনেক বড় জুঁই।

তুই বুঝিরে ফুলের বাড়ীর ফুল,
মুক্তা প্রবাল পুঁতির দেশের পরী।
নীহারিকার সখের ছোট দুল্
প্রজাপতির হাতের কারিগরি।

ওই বুকে সুগন্ধ নিয়ে ফোটা।
করলি অবাক সাবাস তোরে মানি।
নীহার গায়েই পূর্ণিমাটি গোটা
ফোটা মাঝেই রূপের এ রাজধানী।

ক্ষুদ্র ব'লে দুঃখ যে তোর নাই
তুই যে কমল পারিজাতের ভাই।

প্রজাপতির মৃত্যু

প্রজাপতি এক মধু বৈশাখী প্রাতে,
করবী-কুঞ্জে একটি সবুজ পাতে,
মণি-সন্নিভ দুইটি ডিম্ব রাখি'
বারেক ফিরালো মৃত্যু-আঁধার আঁখি।
শেষ বিদায়ের করুণ চাহনি মরি,
সুত মঙ্গল-কামনায় দিল ভরি'।
স্নেহ-ভাণ্ডারে শঙ্কিত শত-নিধি,
নিঃশেষ করি' ঢেলে দিল যেন হৃদি।
সময় আসিল কাঁপিল করবীশাখা
মৃত প্রজাপতি ঢলিয়া পড়িল পাখা।

পল্লীশ্রী

মূর্খ গরীব নাম-হারা মোর মা হয়েই তুই থাকলি মা।
সব দিকে আমি ছোট ব'লে তুই আগলিয়ে কোলে রাখলি মা।
পাঠাবি কোথায় নাই সৌরভ,
তুলিবি কোথায় নাই গৌরব,
পরে নিলে না তো ঘরে রেখে দিলি তাইতো আমারে পাগলি মা।

২

তোরি আঁচলের খুঁট ধ'রে যাই ভরা অজয়ের ঘাট পানে,
তোরি পাদমূলে দাঁড়াইয়া চাই রামধনু-আঁকা মাঠ পানে।
মন্দিরে তোর সাথে সাথে যাই,
অমৃত প্রসাদ হাত ভ'রে পাই,
ভগবতী যার সুমুখে তাহার বৃথা ভাগবত পাঠ কেনে?

৩

দিও না আমারে দরবারে যেতে জাগে কম্পন বক্ষে মা,
বেশ আছি হেথা কচি ছেলে হ'য়ে তোমার স্নেহের কক্ষে মা।
জ্ঞানাঞ্জনের শলাকার ধাব
জলভরা চোখ সবে না আমার,
কাজল-লতার কাজল তোমার মাখাইয়া দাও চক্ষে মা।

৪

যেন মা তোমার স্নেহের দীঘিতে কমলের সাথে নাইতে পাই,
যেন মা তোমার কুঞ্জ-ভবনে পাপিয়াব সাথে গাইতে পাই।
শেফালির সাথে যেন রোজ রোজ
পরশি মা তোব চবণসবোজ,
যেন মা তোমার স্নেহের-ছায়ায় হরির করুণা চাইতে পাই।

ছোটর দাবী

ছোট যে হায় অনেক সময় বড়র দাবী দাবিয়ে চলে,
রেখা টেনে ছোটর গতি বড় যে জল গাবিয়ে চলে।
অতি বড়ব তুচ্ছ যা তাই
ভালোবাসি আমরা সবাই,
ভুলায় বড়র অট্টহাসি ছোটর কণা নয়ন-জলে।

২

তরুবরে হয় না স্মবণ কুসুমটি তার ভুলতে নারি,
ভুলতে পারি হোলির রাতি ফাগের যে দাগ তুলতে নারি।
ভুলি সাগর—তার মুকুতায়,
গেঁথে রাখি গলার মালায়,
ছোটর অনুরাগের রাখী আয়াস করেও খুলতে নারি।

৩

রামায়ণের অনেক ভুলি রাবণ রাজার চিতার সাথে,
ভুলতে নারি রামের মিলন গুহক-গৃহে মিতার সাথে।
ভুলি কোশল পৌরভবন,
ভুলতে নারি অশোক-কানন
সরমার সে সখীর-প্রীতি অভাগিনী সীতার সাথে।

৪

ভুলি দ্বারাবতীর ঘটা কংসবধের গৌরব ও,
ভুলায় কুরুক্ষেত্র গোটা বিদুর-খুদের সৌরভ ও।
বাঁশরী আর শিখীর পাখা
সুদর্শনে দেয় যে ঢাকা,
শ্রীদামের প্রেম সখ্যে যে ম্লান পাণ্ডব এবং কৌরব ও।

৫

ভুলতে পারি সারনাথ এবং নালন্দার সে ধ্বংসটিকে,
মনে পড়ে বুদ্ধদেবের বুকে কাতর হংসটিকে।
হাজার হাজার মূর্ত্তি তাঁহার
উহার কাছে মানে যে হার,
পূর্ণতা দেয় বিরাট ক'রে ক্ষুদ্র তাহার অংশটিকে।

৬

মহামায়ায় যতই মানাক সিংহ এবং সিংহাসনে,
রামপ্রসাদের বেড়ার ধারে দেখেই যে হয় হিংসা মনে।
বাদ্য ঘটা লক্ষ বলি,
অলক্ষ্যে সব যায় যে চলি'
বক্ষে জাগে দৃষ্টি মায়ের মিষ্ট হাসি চন্দ্রাননে।

৭

আদর করি শিখীর চেয়ে চূড়ার শোভা শিখীর পাখা,
বিশাল রসাল বনের চেয়ে ঘটের ছোট আমের শাখা।

খনি রেখে মণিই তুলি,
মধু পেয়ে ভ্রমর ভুলি।
মা মেনকার অশ্রুকণায় বিশাল গিরিশ পড়ল ঢাকা।

সজ্জন সঙ্গতি

সঙ্গী যারা ক্ষণেক ছিল সঙ্গেতে,
আচমকা যার পরশ পেলাম অঙ্গেতে,
যাদের কাছে ধুনীর আঁচে দুর্য্যোগে,
আলোক পেলাম হারিয়ে শশী সূর্য্যকে।
যাদের সাথে পারের ঘাটে দূর দেশে,
ডাক দিয়েছি সুদূর নেয়ের উদ্দেশে,
আজকে পরাণ ব্যাকুল তাদের তল্লাসে,
আজকে চোখে তাদের লেগে জল আসে।

২

ডাকলে তারা আয় রে মোদের সঙ্গ নে
নাম গেয়ে তাঁর নাচলে বুকের অঙ্গনে ;
পায়নি সাড়া পায়নি আমার দোর খোলা
টহল গেয়ে জাগিয়ে গেল ভোরবেলা।
তন্দ্রা এসে ঢাকলে শিশির শেষটুকু,
স্মরছি কেঁদে সেই সে সুরের রেশটুকু।
আজকে পরাণ ব্যাকুল তাদের তল্লাসে,
তাইতো চোখে তাদের লেগে জল আসে।

৩

যে সব কপোত বনের ঝাড় ও ঝোপ ভুলি
ক্ষণিক মুখর করলে বুকের খোপগুলি।

পাখায় মেখে পদ্মপরাগ সঞ্চরি'
মনের বনে উড়লো যে সব চঞ্চরী।
গভীর স্নেহের নোঙর ফেলে সৈকতে
যে সব তরী আসলো গেল এই পথে।
আজকে পরাণ ব্যাকুল তাদের তল্লাসে,
আজকে চোখে তাদের লেগে জল আসে।

অপূর্ণ

মাগিতেছে পূর্ণাহুতি দীপ্ত হোমানল,
কোথায় ঋত্বিক ? ধরা করিতেছে খেদ,
কোন ইন্দ্র হ'রে নিল তুরগ চঞ্চল
অপূর্ণ রহিয়া গেল মহা অশ্বমেধ।
কোন অবিশ্বাসী দিল মুক্ত করি' দ্বার
অর্দ্ধ-গড়া মূর্ত্তি হ'লো বিশ্বকর্ম্মা চুপ,
দেবতা গঠন সাঙ্গ হ'লো নাকো আর
অসমাপ্ত র'য়ে গেল অফুরন্ত রূপ।
অর্দ্ধ-লেখা কাব্য রাখি' চ'লে গেল কবি
প্রেম গেল স্মৃতি রাখি' হৃদি-কোকনদে
বনে গেল শিল্পী রাখি' অসমাপ্ত ছবি
পূর্ণতা গুমরি' কাঁদে অপূর্ণের পদে।
শুক্লা চতুর্থীর চাঁদে বৃত্ত-রেখা ক্ষীণ
আলোকের আবছায়ে হ'য়ে থাকে লীন।

অসমাপ্ত

কত গান গাই কত কথা বলি কি বলিতে বাকি থাকে,
আমি যারে চাই সে দূরায়মাণ কেমনে ধরিব তাকে ?
পঙ্ক স্বপ্ন দেখে কমলের, শুক্তি মুক্তা চায়,
পাথর কাঁদিছে পরশ-পাথর হবার আকাঙ্ক্ষায়।
প্রতি পদার্থে অপার্থিবের রহিয়াছে পরিবেশ,
অচিন্তনীয় সম্ভাবনার হেরি নিতি উন্মেষ।
প্রকাশ করিতে চাই—
অফুরন্তকে ফুরায়ে বলার সাধ্য আমার নাই।

২

গঠন কিছুরি করে নাই শেষ স্বর্গীয় ভাস্কর,
সব হ'তে চায় নিত্য-সূক্ষ্ম আরও বেশী সুন্দর।
যেটুকু আভাস ইঙ্গিত পাই তাই ভাবি যাব ক'য়ে,
পরে দেখি আরও রূপের জগৎ পড়িছে ব্যক্ত হ'য়ে।
যে রূপে আমার বুক ভ'রে ওঠে না ব'লে কেমনে থাকি ?
যা বলেছি তাহা শেষ কথা নহে অনেক রয়েছে বাকি।
বিস্মিত হ'য়ে হেরি—
মোর চন্দ্রের পূর্ণ চন্দ্র হ'তে যে রয়েছে দেরী।

৩

ভাষাও পায়নি পূর্ণ শক্তি দৈন্য ঘোচেনি তার,
প্রকাশ করিতে পারে না—মনের নূতন আবিষ্কার।
অনাগত আসি' সুমুখে দাঁড়ায় দৃষ্টিপরিধি বাড়ে,
দেখি অকূলেরও রহিয়াছে কূল পেতে পারা যায় তারে।
পরশমণিও পরশে না যাঁরা হেরি তাঁহাদের দেশ,
পলে পলে যাহা নূতন—তাহা কি ব'লে করা যায় শেষ ?

মুখে না বচন স্ফুরে—
বাঁশরী কেবল আগাইতে ডাকে ভুবন-ভোলানো সুরে।

৪

মুগ্ধ করিছে, ভুলাইছে মোরে অমৃতের মরীচিকা,—
দেবতার নব-রূপ প্রকাশিছে আরতির দীপশিখা।
কমলের পর কমলেতে—পূজা হয় না তো সমাপন,
দেখি আরও এক নীলকমলের রহিয়াছে প্রয়োজন।
ইন্দীবর তো নহে মোর আঁখি পদে দিব উপাড়িয়া,
চেয়ে থাকি শুধু রাঙাপদ পানে রসে-ভরা আঁখি নিয়া।
শেষ হয় নাকো কথা—
অফুরন্ত যে জীবন, রবেই অসমাপ্তির ব্যথা।

কিন্তু

জেনো নরের আকার ধ'রে দৈত্য-দানা আছে
নানান রূপে দুঃখ দিবেই তারা,
মিথ্যা গড়ার যন্ত্র ওরা, হিংসা পিয়েই বাঁচে
মন যে তাদের সর্ব্ববিবেক হারা।
কিন্তু তুমি তাদের ভয়ে শঙ্কিত হও যদি
স্তব্ধ থাক দেখলে লোহিত আঁখি,
দেবতা দানব যা খুশী তাই পারবে তুমি হ'তে
মানুষ হবার অনেক তোমার বাকি!

২

ভদ্রবেশী ভণ্ড ডাকাত আগ্‌লে অনেক ঘাঁটি
মিথ্যা প্রচার করবে গলার জোরে,

কাগজ কালির কালীর-পাকের লক্ষ পরিপাটি
হয়তো নিতুই চলবে তোমার দোরে।
কিন্তু তুমি তাদের ভয়ে শঙ্কিত হও যদি
পালাও যদি অন্যে ফেলে রাখি',
দেবতা দানব যা খুশী তাই পারবে তুমি হ'তে
মানুষ হবার অনেক তোমার বাকি।

৩

দৈত্য তাহার দীর্ঘ দশন দম্ভে বাহির করে
ইচ্ছা তোমায় কড়মড়িয়ে খাবে,
পিশাচ আসে বন্ধুবেশে গোপন ছুরি ধ'রে
ভাবছে তোমায় কখন বাগে পাবে।
কিন্তু তুমি তাদের ভয়ে শঙ্কিত হও যদি
পাপের সহিত সন্ধি কর ডাকি',
দেবতা দানব যা খুশী তাই পারবে তুমি হ'তে
মানুষ হবার অনেক তোমার বাকি।

৪

আসবে বিপদ বাঘের মতন, হরির করুণাতে
মেষের মতো হতেই হবে তাকে,
দুঃখ আছে কষ্ট আছে, দুঃখ কিবা তাতে
বাইতে গেলেই পড়বে তরী পাকে।
কিন্তু তুমি তাদের ভয়ে শঙ্কিত হও যদি—
আপনারে আপনি দেবে ফাঁকি,
দেবতা দানব যা খুশী তাই পারবে তুমি হ'তে
মানুষ হবার অনেক তোমার বাকি।

অমৃত পিয়াসা

পথের ধারে ওই যে অশথ গাছে
এখনো তার নামটি লেখা আছে।
পথিক বালক দাঁড়িয়ে শীতল ছায়ে
রাখলে এঁকে নামটি গাছের গায়ে।
পথের লোকে স্মরবে লেখা দেখে
তাই সে আহা নামটি গেছে রেখে।

২

এ নয় খেলা, আমোদ ক'রে লেখা
যেথায় সেথায় পাই যে ইহার দেখা।
কেউ পিরামিড কেউ বা মিনার গাঁথে,
কেউ বা লেখে তাম্রফলক পাতে।
এক পিপাসা একই আবেগভরে,
কেউ বা পুতুল কেউ বা মহল গড়ে।

৩

কেউ লেখনী কেউ তূলিকা ধরি'
নামটি চাহে রাখতে অমর করি'।
তপ করে কেউ এ বর শুধু মাগি'
সিন্ধু মথন করে ইহার লাগি'—
ইহার লাগিই যুদ্ধ দেবাসুরে,
ইহার তৃষাই জাগছে ভুবন জুড়ে।

৪

মানব কেন ছাড়বে আমি ভাবি,
অমৃতে তার জন্ম হ'তে দাবী।

সুধার ক্ষুধাই জাগছে যে ওই দাগে,
মন্থনেরি ঢেউটি বুকে লাগে।
আদিম তৃষা মিটবে নরের কিসে ?
দাবীর কথা রক্তে আছে মিশে।

স্নেহের দাগ

ঘুরে ঘুরে বুড়ী ছিন্ন-বসনা ভিক্ষা মাগিয়া খায়,
'রাজেশ্বরী' এ নামগৌরব কে দিয়াছে তারে হায় ?
খঞ্জ কুব্জ অতি কুৎসিত বয়স ষাটের পার,
বুঝিতে পারিনে 'মদন' নামটি কেমনে হইল তার ?
সদাই দুঃখ অতি জরাতুর দিন যায় কাঁদি কাঁদি,
তাহার নামটি আদর করিয়া কে রেখেছে 'আহ্লাদী' ?
কতই মমতা কতই আদর জড়ানো নামের সনে,
জনকজননী স্বজনের স্নেহ স্মরায় ক্ষণে ক্ষণে।
নামের খেয়াল স্মরি' কত ভাবি, কভু কাঁদি কভু হাসি,
অন্নাভাবের বেদনা ভুলায় অন্নপ্রাশন আসি'।
দৈন্যের মাঝে দূর অতীতের প্রাচুর্য্য হেরি নিতি,
পুরীর শুষ্ক কেয়ার ঠোঙায় রথযাত্রার স্মৃতি।

নৃত্য

নৃত্য ও তো পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন—
আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, আকর্ষণ।
সোনা মেঘ ওই, করছে সোনা বৃষ্টি
চৌদিকে তার ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি,
রূপ চাইছে অরূপকে যে করতে আলিঙ্গন।
ভাবের অভিব্যক্তি শুধু নয়,
সুন্দরের যে পূজা ওতেই হয়,
সর্ব্ব অঙ্গ প্রেমাস্পদে করছে নিমন্ত্রণ।

স্বর্ণগিরির অঙ্গ বেয়ে ঝরছে রে নির্ঝর,
উঠছে ফুটে হাজার নাগেশ্বর।
মানস-সরের দুলছে কোমল দল,
সুবর্ণ-রাজহংসী কাঁপায় জল,
কাশ্মীরী জাফ্রানের ক্ষেতে লাগছে মৃদু ঝড়।
শিল্পী ছবি আঁকছে অজন্তায়,
বসায় মণি তাজমহলের গায়,
যক্ষ-বধূর নিশ্বাসে মেঘ-মেদুর অম্বর।

কাছে চারু চঞ্চলতা সৃষ্টি কাব্যলোক,
ফুটছে শিরীষ কর্ণিকার অশোক।
ইন্দ্রবজ্রা, মন্দাক্রান্তা সাথ,
মিলছে এসে ভুজঙ্গ-প্রয়াত,
ইঙ্গিতে ও ভঙ্গীতে তার সঙ্গীত এবং শ্লোক।

দেব ও দানব মানব পশুপাখী,
নৃত্য তাদের চিহ্ন গেছে রাখি',
সর্ব্ব যুগের কৃষ্টি সাথে আছে ইহার যোগ।

নৃত্যে রাজে শিল্পী-মনের গভীর সংবেদন—
ও রৌদ্রে রয় জল-ভরা শ্রাবণ।
রূপ যে তাহার সোনালী বিদ্যুৎ
দিক্-দিগন্তে পাঠায় কবে দূত,
হস্তে তাদের অভিজ্ঞান আর প্রেমের নিদর্শন।
অঙ্গে অঙ্গে অনন্ত পিয়াসা,
আলোর পাখী খুঁজছে যেন বাসা,
গ্রহ-তারায় লাগছে লঘু পাখার আন্দোলন।

দীনতার আশ্রমে

দীনতা আমারে দীন দেখে দিল মাথা গুঁজিবার ঠাঁই,
কৃপা লভিয়াছি, চাহিবার কিছু নাই।
পেয়েছি যে ব্যথা, আঘাত, দুঃখ, ভয়,
হেথা প্রবেশের তাই হ'লো পরিচয়।
এখন নয়ন-লবণ-সলিলে মুকুতার খোঁজ পাই।

২

প্রভাতে 'সুরভি' মাতার স্তন্য, এক বার করি পান,
শান্ত সে রস বুকে করে বল দান।
স্বপ্ন যে দেখি ছিন্ন চাটায় শুয়ে,—
স্বর্গ আমার বক্ষে পড়েছে নুয়ে,
দীনবন্ধুর এ দেশে দীনের আশাতীত সম্মান।

৩

মাটির প্রদীপ মিটিমিটি জ্বলে, দীনতার আশ্রমে—
সে আলো-আঁধারে দেবতারা যেন ভ্রমে।
হেথা নিশি যাপে দিনশেষে ম্লান রবি,
নব প্রাতে ওঠে পুনঃ নব তেজ লভি'।
এইখানে রূপ তপস্যা ফলে ভাব হ'য়ে যায় ক্রমে।

৪

হেথা সব শুচি, কিছুই নাহিকো ঘৃণা কি অবজ্ঞার।
কাঠুরিয়া বেশ শ্রীবৎস-চিন্তার।
জড়-ভরতের মতো সবে রহে আহা,
জাগে সদা ভয় 'মৃগ-শাবকের মায়া'
কুবেরের নয়, এখানে বিরাজে—বিদুরের ভাণ্ডার।

৫

নাহিকো শৃঙ্গী, নাহি দুর্ব্বাসা, কপিল মুনির ভয়,
হিংসা ও ক্রোধ অভিশাপ দূরে রয়।
এখানে ভক্ত, সাধু, সুধী, বিজ্ঞানী—
সকলেই এক অমৃতের সন্ধানী,
জীব ও জাতির জীবনেতে চায় দিব্য অভ্যুদয়।

৬

অদূরে কালের গতিপথ দেখি পর্ণকুটীরে থাকি',
যুগ ও জগৎ আঁধারে যেতেছে ঢাকি'।
জনঘন পথ চিহ্ন যায় না রেখে
দেখিতে দেখিতে তৃণ তায় ফেলে ঢেকে।
এত সমারোহ—একি মায়া, ভ্রম প্রতারিত করে আঁখি?

৭

কন্দুকক্রীড়া করে মহাকাল বড় বড় নাম ল'য়ে,
স্বর্ণগোলক ফাটে বুদ্বুদ হ'য়ে।

বিশাল রাষ্ট্র, দুর্জ্জয় অনীকিনী
সব ল'য়ে কাল খেলিতেছে ছিনিমিনি
কীর্ত্তির শিলা-মূর্ত্তিসমূহ ক্ষণেই যেতেছে ক্ষয়ে।

৮

স্বর্গ যাবার সব পথ যায়, এই আশ্রম ধরি',
পঙ্গু আমি—সে পথকে প্রণাম করি।
বস্তুর চেয়ে নামের এখানে দাম,
সবে হরিনাম জপ করে অবিরাম—
শিথিল সর্ব্ব শরীর হইতে ভাব-দেহ উঠে গড়ি'।

৯

মহতের পদরজোময় ভূমে কিছুই হয় না কালো
এখানে নিভে না কখনো ধুনীর আলো।
ভূমিতলে থাকা সবচেয়ে হ'য়ে ছোট,
নামাতে চাহে মা—সকলেই বলে 'ওঠো'
কি পরিতৃপ্তি! চূড়া হওয়া চেয়ে নূপুর হওয়াই ভালো।

১০

শায়িত দেবতা—যে রহে শিয়রে লভে 'নারায়ণী সেনা'—
জিঘাংসু ধরা সাথে তার লেনা-দেনা।
যে রহে দাঁড়ায়ে চরণের তলে তাঁর,
ফলে নয়,—তার কর্ম্মেতে অধিকার,
সেবক কি পায়?—প্রভু যেচে হন সারথি তাহার কেনা।

মহাপৃথিবী

হে মহাপৃথিবী কত দিবা তব প্রখর রৌদ্রময়ী
যেপেছি কাতরে 'পরাণ পোড়ানি' সহি'।
কতই ভয়াল ঝঞ্ঝামুখর অমাবস্যার রাত—
কাটায়েছি করি নীরব অশ্রুপাত।
এলো বিভীষিকা জড়ীভূত করি' মন,
লোভনীয় হ'য়ে এলো হীন প্রলোভন,
সব দূরে গেছে, যাতনার কথা নিভৃতে তোমারে কহি।

২

কত নির্ম্মম শাণিত বচন, তীক্ষ্ণ ছুরিকা সম—
কত প্রিয়জন হেনেছে বক্ষে মম।
কত অপবাদ, কত নিদারুণ অলীক নিন্দাভার,
পরালো কণ্ঠে খর কণ্টক-হার।
অচিন্তনীয় বিশ্বাসঘাতকতা,
এসেছে মর্ম্মভেদী সে কৃতঘ্নতা,
কিন্তু তারাই জীবন-যুদ্ধে করেছে আমারে জয়ী।

৩

স্বভাবকৃপণা বিনয়বধিরা, তবু যে তোমারি দান
সন্দেহ মোর করিয়াছে অবসান।
দুঃখ যা দাও বুঝিনে কি তাহা, দুখ ব'লে হয় ভুল—
তোমার কাঁটাই সহসা যে হয় ফুল।
শব-সাধনার জীবন আমার ধরা,—
শবাসনা সাথে হ'য়ে গেছে বোঝাপড়া,
কৃপা লভিয়াছি বিড়ম্বনার আর কৌতুক নহি।

৪

সামান্য নহ, তুমি ভাবময়ী তুমি যে অতুলনীয়া—
মাটি হ'য়ে থাকো সরস সদয় হিয়া।
হেরেছি তোমার চিন্ময়ী রূপ আমি দুনয়ন ভরি',
ভুবন তুমিই, তুমি ভুবনেশ্বরী।
তুমি মাটি বট, দেবতা তোমাতে হয়,
রূপ আর ভাবে চলিতেছে বিনিময়,
তুমিই ষোড়শ-মাতৃকা দেবি তুমি মহাকালী অয়ি!

স্নেহের জয়

ভীষণ সমরে বিক্রমে যুঝি রাজপুত গেল হারি',
প্রবেশিল আসি' তুর্কী সৈন্য হিন্দুর বাড়ী বাড়ী।
জহর-ব্রতের পুণ্য অনল,
দহিল অযুত স্বর্ণ-কমল,
ব্রহ্মার কোলে পশিল পুলকে সতী সীতা সারি সারি।

২

বিজয়ী সৈন্য দেখিল মুক্ত বিশাল ভবনে ঢুকে,
একটি রমণী পিয়াইছে দুধ তনয়ে ধরিয়া বুকে।
প্রাণেশ বালার সমরের মাঝ,
বীরের শয়নে ঘুমায়েছে আজ,
জল নাই চোখে বেদনা দারুণ ফুটিয়া উঠিছে মুখে।

৩

অরাতি শিশুরে সৈন্য জনেক জোরে নিতে চায় কেড়ে,
ঝাপটি' ধরিল বক্ষে জননী আপন তনয়টিরে।

এত কি কঠিন বাহু সুকোমল,
ছাড়াতে নারিল সৈন্য সবল,
গর্ব্বিত সেনা অসির আঘাত করিল জননী শিরে।

৪

রুধিরের ধারা ঢাকিয়া ফেলিল বালকের সারা দেহ,
দূর হ'তে তাহা দেখিয়া সেনানী প্রবেশিলা আসি' গেহ।
বলিলেন ডাকি'— "ওরে নরাধম,
মানুষের হৃদি এত নির্ম্মম,
পাসনি পামর কখনো কি তুই নিজ জননীর স্নেহ ?"

৫

সভয়ে সরিয়া দাঁড়াল সৈন্য নত করি আঁখিজোড়,
সেনাপতি বলে "ও বাহু ছাড়াতে সাধ্য কি আছে তোর ?
স্নেহের অযুত কঠিন বাঁধন,
অসিতে কি কাটা যায় রে কখন,
ও যে ভরতপুরের চেয়ে দুর্জ্জয় জননীর স্নেহ-ক্রোড়।"

৬

জননীকণ্ঠে জড়াইল শিশু দুটি বাহু সুকোমল,
দেখি' সেনানীর বিশাল নয়ন হ'য়ে এলো ছলছল।
বলিলেন বীর, "ক্ষম অপরাধ,
ছেড়ে চলিলাম তোমার প্রাসাদ,
স্নেহের দুর্গ ভাঙিতে নাই মা আমাদের বুকে বল।"

চিত্রকরের ভুল

তূলিকাতে হাতটি তাহার পাকা
রাজার প্রধান চিত্রকরই সেই—
পেশা তাহার প্রতিচ্ছবি আঁকা
অন্যদিকে খেয়াল তাহার নেই।

২

মর্ম্মরময় ছবির মতো দেহ,
মিশেছে তায় রঙের কোমলতা,
কেউবা কবি, পাগল বলে কেহ,
কেউ বা বলে প্রতিভা তার কোথা?

৩

সাগরবুকে চন্দ্রোদয়ের ছবি
আঁকতে রাজা দিলেন উপদেশ,
আঁকলে ছবি এমনি যে আজগুবি
নেইকো তাতে সুনীল রঙের লেশ।

৪

অপূর্ব্ব এক মূর্ত্তি কিশোরীর
হঠাৎ যেন পেয়ে কাহার দেখা,
আঁচলখানি নিচ্ছে টেনে গায়ে
অধরকোণে জাগছে হাসির রেখা।

৫

চিত্র দেখে উঠলো সভা হাসি'
শিল্পীটিরও অশ্রু এলো ছেয়ে।

সবাই হাসে ব্যঙ্গ-ভরা হাসি,
তারিফ শুধু দিলেন রাজার মেয়ে।

৬

আঁকতে হবে দুর্ভিক্ষের ছবি
আজকে রাজার আদেশ হ'লো তাই,
পাগল সে যে নতুন তাহার সবই
চিত্রে কোথাও জন-মানব নাই।

৭

বালুর বেলায় কাঁটায়-ভরা গাছে
মলিন কোরক কাঁদছে শিশির মাগি'—
পুড়ছে দেহ খর রবির আঁচে
কাছেই সাগর গর্জ্জে কিসের লাগি'।

৮

সভার মাঝে উঠলো হাসির রোল।
শিল্পী চোখে অশ্রু এলো ছেয়ে,
সবাই হাসে, সবাই করে গোল
তারিফ শুধু দিলেন রাজার মেয়ে।

৯

আঁকতে হবে নির্গুণের এক ছবি
এবার নূতন উপহাসের পালা।
শিল্পী সে যে প্রেমিক এবং কবি
বক্ষে তাহার জাগছে দারুণ জ্বালা।

১০

মাঠের মাঝে একটি পলাশ গাছে
ফুল ফুটেছে কাকগুলা দেয় গালি,
বাসন্তী হায় আসি' তাহার কাছে,
সিঁথায় পরেন, সাজান বরণ-ডালি।

১১

রাজার সভায় উঠলো হাসির ঘটা
শিল্পী এবার রইলো শুধু চেয়ে,
আজকে হানি' চক্ষে নূতন ছটা
তারিফ দিলেন আবার রাজার মেয়ে।

১২

শিল্পী বলেন হায় রে আমি ভাবি
বুঝলে নাকো কেউ তো আমার কথা,
ব্যঙ্গ-ভরা নিন্দা কেবল লাভই
একটা বুকও বুঝলে না এ ব্যথা ?

১৩

আজকে আবার নূতন হুকুম হ'লো
দয়ার চিত্র আঁকতে হবে তায়,
শিল্পী এবার পড়লো বিষম গোলে,
এবার বড় পড়লো ভাবনায়।

১৪

অনেক ভেবে অনেক দিবস পরে
যত্ন ক'রে আঁকলে সে হায় কত,
শিল্পী আছে চেয়ে আবেগ ভরে
মূর্ত্তি দয়ার রাজকুমারীর মতো।

১৫

সাবাস দিল সভাসদদের দলে,
রাজকুমারীর হৃদয় এবার বাম,
নিজের হাতে লিখে দিলেন তলে,
দয়া নহে—প্রেম যে ইহার নাম।